আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সুইপার আর মন্ত্রীর বন্ধুত্বের!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান স **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২৬ || সোমবার || চৈত্র ১৪ || ১৪২৮ || শাবান ২৪ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 26 || 28 March || 2022 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

করোনা ও যুদ্ধে দারিদ্রের ঝুঁকিতে বিশ্বের ৪ কোটি মানুষ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির পাশাপাশি খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ছে অব্যাহতভাবে। এতে চার কোটির বেশি মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমায় নামবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে উন্নয়ন সংস্থা দ্য সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট (সিজিডিইভি)। গত শুক্রবার সংস্থাটি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও রাশিয়ার খাদ্য উত্পাদনে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে। এক বিশ্লেষণ ব্লগে ওয়াশিংটনভিত্তিক থিংকট্যাংক **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়**

বাংলাদেশের মেয়ে হলিউডে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সনি পিকচার্সের অফিস। চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন ফিল লর্ড। 'স্পাইডার-ম্যান: ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স'-এর লেখক তিনি। ওই যে **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)**

কানাডায় বিমান ঃ নিউইয়র্ক রুটের খবর নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহান স্বাধীনতা দিবসে প্রথমবারের মতো যাত্রা শুরু করলো ঢাকা-টরন্টো-ঢাকা রুটে বাংলাদেশ বিমানের সরাসরি পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ফ্লাইট। শনিবার (২৬ মার্চ) রাত ১০টা ৪৮ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৭০ জন যাত্রী নিয়ে বিমানের ফ্লাইট বিজি৩০৫ কানাডার টরন্টো পিয়ারসন



আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করে। ফ্লাইটটি স্থানীয় সময় রোববার সকাল সোয়া ৭টায় টরন্টোতে অবতরণের কথা রয়েছে। অত্যাধুনিক মডেলের বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে টরন্টো ফ্লাইট। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তাহেরা **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**



ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ভোট ৩ বা ৪ এপ্রিল : শেখ রশিদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

লন্ডনে বাংলাদেশী নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লন্ডনে ভেতর থেকে তালা দেওয়া একটি ফ্ল্যাট থেকে এক বাংলাদেশ নারীর ছুরিকাহত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ইয়াসমিন বেগম (৪০) দুই সন্তানের জননী। বাংলাদেশি অধ্যুষিত পুর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিন ওয়ার্ডের রজার স্ট্রিটে এ **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

সৌদ রাজবংশ টিকে থাকার রহস্য



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আরব মুল্লুকে সৌদ বংশের রাজত্ব শুরু হয় ১৯০২ সালে। আরব দেশগুলোতে যেখানে রাজবংশের উত্থান-পতন **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

কেন র‍্যাবের প্রয়োজন
যুক্তরাষ্ট্রকে জানালো বাংলাদেশ



মতিউর রহমান চৌধুরী: ঢাকা-ওয়াশিংটন অষ্টম অংশীদারি সংলাপের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি। গেল সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই সংলাপে **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

হাজার মাইল দূরে থেকেও কেন ইউরোপ নিয়ে ভাবে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউরোপে রাশিয়া ও ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব নিয়ে সবচেয়ে বেশি সরব রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

নিউইয়র্কের সেহরি ও ইফতার সময়

		সেহরি শেষ	ইফতার
২ এপ্রিল	১ রমাদান	৫.১৩	৭.২৪
৩ এপ্রিল	২ রমাদান	৫.১১	৭.২৪

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 803152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
❑ Software Testing with Selenium
❑ & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DIC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

We care for you
BANGLA CDPAP SERVICES INC.
Bangla Group

হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....



72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372
TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

We care for you

BANGLA CDPAP SERVICES INC.

Bangla Group

হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....

• Highest Rate • Home Care Services
• CDPAP Services • MLTC Related Supports
• Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE



Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966

Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)

544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218
TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 7 // 2022

বাংলাদেশ ল'সোসাইটি'র উপদেষ্টা কমিটি গঠিত

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র কার্যনির্বাহী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা গত ২০ মার্চ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি এডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সাইয়েদ মঈনউদ্দিন জুনেল এর সঞ্চালনায় জ্যাকসন হাইটস্থ 'জাফল এন্ড ইমিগ্রেশন' চেম্বারে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ ল' সোসাইটির ২০২২-২০২৩ সালের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যরা হলেনঃ এডভোকেট কাজী শামসুদ্দোহা, এটর্নী মঈন চৌধুরী, এডভোকেট এম. কাইয়ুম চৌধুরী, এডভোকেট এম. মতিউররহমান, এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল ও মিসেস মোর্শেদা জামান। গভায় বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহমদেও মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। এছাড়াও ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উপযাপন ও মাহে রমজানে ইফতার মাহফিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। -প্রেসবিজ্ঞপ্তি।



বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল-এ গণহত্যা দিবস পালন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে গণহত্যা দিবস-২০২২ পালন করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। ২৫ মার্চ কালো রাতসহ স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে এ বিশেষ দিবসটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. ইসলাম তাঁর বক্তব্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাত্রে ঢাকাসহ সারাদেশে ইতিহাসের যে নৃশংসতম ও বর্বরতম হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করেন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস ঘোষণা করার যথার্থতা তুলে ধরে তিনি এ দিবসটির পক্ষে বিশ্ব-স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে সকলকে স্বীয় অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান। তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের, বিশেষকরে নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সফলতার চিত্র তুলে ধরে তিনি সকলকে জাতির পিতার 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

চিত্রে বাংলাদেশ স্থায়ী ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসপালন





Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

১৩৮১ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়

টাইগারদের টিম স্পিরিট ধরে রাখতে হবে

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয় এ দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর আগে টাইগাররা দেশের বাইরে জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ওয়ান ডে সিরিজ জয় পেলেও দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শক্তিশালী স্বাগতিকদের বিপক্ষে এটাই প্রথম সিরিজ জয়।

বস্তুত দেশের মাটিতে টাইগারদের বড় বড় সাফল্যের নজির থাকলেও দেশের বাইরে সাফল্য তুলনামূলক কম, বিশেষ করে সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে।

ইতঃপূর্বে দেখা গেছে একটি ম্যাচে খুব ভালো খেলে জয় পেলেও টাইগারদের পরবর্তী ম্যাচগুলোয় পরাজিত হতে। সেদিক থেকে বলা যায়, বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জয় পাওয়া দলের জন্য আশাব্যঞ্জক পারফরম্যান্স। এ সিরিজ জয়ের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সব খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের অভিনন্দন জানাই আমরা।

টাইগারদের বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা সফরটি নানা দিক থেকেই ঘটনাবহুল। দলের বিশ্বখ্যাত অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের প্রথমে এ সফরে যেতে অনীহা, পরে আবার সেদেশে গিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া, দেশে তার পরিবারের বেশ কজন সদস্য অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর পাওয়া সত্ত্বেও দলের স্বার্থে খেলা চালিয়ে যাওয়া, শেষ ম্যাচে জয়সূচক বাউন্ডারি হাঁকানো-সব মিলে তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

তবে এ সিরিজ জয়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে তাসকিন আহমেদের। বুধবার শেষ ওয়ানডেতে তার নেওয়া পাঁচ উইকেট টাইগারদের জয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বলা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এটাই কোনো বাংলাদেশি বোলারের প্রথম পাঁচ উইকেট লাভ। মুশফিকুর রহিম ব্যাট হাতে ভালো করতে না পারলেও উইকেটের পেছনে থেকে শেষ ম্যাচে তিনটি দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছেন। তামিম ইকবালের অধিনায়কত্ব বিশেষভাবে প্রশংসার দাবিদার।

সব মিলে বলা যায়, টাইগারদের এ সিরিজ জয়ের পেছনে কাজ করেছে দলের জন্য ক্রিকেটারদের আন্তরিকতা ও টিমওয়ার্ক। দলগত সব খেলারই সাফল্য নির্ভর করে টিম স্পিরিটের ওপর। ক্রিকেটেও তা-ই। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং-এ তিন ক্ষেত্রে ভালো করতে পারলেই সাফল্য হাতের মুঠোয় ধরা দেয়। সবশেষ ওয়ানডে সিরিজে এ তিনের সমন্বয় লক্ষ করেছি আমরা।

ক্রিকেটে বড় দলের বিপক্ষে জয় পাওয়া বাংলাদেশের জন্য এখন আর অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ইতোমধ্যেই বিশ্ব ক্রিকেটের বাঘা বাঘা দলের বিপক্ষে জয় করায়ত্ত করেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে টাইগারদের পারফরম্যান্সে ক্রিকেটপ্রেমী দেশবাসীর মনে কিছুটা হলেও হতাশা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর টাইগাররা তাদের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হবে, এটাই দেশবাসী আশা করে।

দেশপ্রেম কবে হবে জীবনের ব্রত?

আফতাব চৌধুরী

দেশকে ভালবাসা মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি। সচেতন না থাকলেও এটা মানুষের হৃদয়ের গভীরে সুপ্ত থাকে। দেশের অপমান, দেশবাসীর দুঃখ-দৈন্যে, দেশের দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে কিংবা দেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হলে, দেশকে উপহাস বা কটাক্ষ করলে এ অনুভূতি জেগে উঠে। যেমন ১৯৭১ সালে এ দেশের হাজার হাজার তরুণ গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল অকাতরে। দেশের মাটি ও মানুষের জন্যে গভীর মমতা না থাকলে এটা কোনদিন সম্ভব হতো না। মনীষী জ্যাকসন বলেছেন, 'যে মায়ের সন্তান দেশের জন্যে জীবন দিয়েছে, তার মাতৃত্বের গৌরব চিরভাস্বর।' দেশপ্রেম থাকা চাই বৈদেশিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্যে। ইতিহাস বার বার এটাই প্রমাণ করেছে, একটা দেশপ্রেমিক জাতি শত্রুর কাছে কখনও পরাজিত হয় না। সে জাতির অন্তরে জ্বলতে থাকে দেশপ্রেমের আগুন অনির্বাণ শিখার ন্যায়। সারা পৃথিবীর মায়া-মমতা, স্নেহ সব একত্রিত করলেও যেমন মায়ের অকৃত্রিম স্নেহের সঙ্গে তুলনা করা যায় না তেমনি সারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য-বৈভব ও সৌন্দর্যের সঙ্গে নিজ দেশের কোন তুলনা হতে পারে না। নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, দেশপ্রেম ঈমানেরই অঙ্গ। মানুষ দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই তার আপন জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারে। মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আলিঙ্গন করতে পারে মৃত্যুকে। কবি বলেছেন, 'তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস তার চরম পরীক্ষা, তুমি দেশের জন্য মরতে পার কি-না।' কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'দেশপ্রেম বাইরের কোন প্রদর্শনীর বস্তু নয়, দেশপ্রেম মানুষের অন্তরস্থিত ভক্তি শ্রদ্ধায় গড়া। কবিতার কাব্যে, দেশকর্মী তার সমাজসেবায়, গায়ক তার গানে, শিল্পী তার ছবিতে, বৈজ্ঞানিক তার বিজ্ঞান চর্চায়, শিক্ষক তার একনিষ্ঠ শিক্ষকতায় দেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করতে পারেন।' মনীষী ওয়ালেস রাইস বলেছেন, বুদ্ধিজীবীর কাছে তার দেশ ও সেবিকার কাছে তার রোগীর একই ভূমিকা হওয়া উচিত। শুধু সংগ্রামী রূপ ধারণ করেই আবির্ভূত হয় না দেশপ্রেম, সত্যিকার দেশপ্রেম হচ্ছে দেশকে গড়ে তোলার এক নিরন্তর সাধনা। দেশের সচেতন নাগরিকদের কারো অজানা নয় যে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করাটাই কঠিন। দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলাটাই দেশবাসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করে তোলাও দেশপ্রেমিকের পবিত্র দায়িত্ব। মনীষী জিপি হল্যান্ডের ভাষায়, যদি মৃত্যুহীন হতে চাও তবে তোমাকে সৎভাবে দেশের জন্য কাজ করে যেতে হবে। মনীষী এডওয়ার্ড ইয়ং তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালবাসতে পারলে জীবন সুখ ও শান্তিময় হয়ে ওঠে। দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা, গভীর মমত্ববোধ থেকেই মনীষী সিডলী স্মিথ বলেছেন, আমি আমার নিজের দেশে দরিদ্র হিসেবে জীবন কাটাতে চাই, অন্য দেশে সম্পদশালী হয়ে জীবন কাটাতে আমি বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই। দেশের প্রতি গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই মনীষী পি জে বেইলির কথায়। তিনি বলেছেন, আমার দেশ আমার নিকট বড় এবং স্বাধীন দেশ আমার হৃদপিন্ডের মতো, আমার ঠোঁট তাই এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

একথাও সত্য যে, প্রকৃত দেশপ্রেমিক ব্যক্তি কখনও সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিতে পারে না। নিজের দেশকে মনে প্রাণে ভালবাসা মানে অন্যদেশের প্রতি শত্রুতা নয়। কাজেই একজন দেশপ্রেমিককে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত রেখেই নিজের দেশকে ভালবাসতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রকৃত দেশপ্রেম নিজের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বৃহৎ পৃথিবীর মাঝে নিজকে ছড়িয়ে দেয়। মনীষী ডি স্টায়েল এর বানী হচ্ছে, 'অন্যের দেশকে যত বেশি করে দেখা যায়, নিজের দেশের প্রতি মানুষের ভালবাসাটা ততই বেড়ে যায়।' মনীষী জর্জ রোর ভাষায়, কখনো বিদেশ যায়নি সে কখনো দেশের মমত্ব বুঝতে পারে না।

একজন সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি যেভাবে তুলে ধরি না কেন, নৈতিক অবক্ষয় সর্বত্র হতাশা, অপহরণ, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণ, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি নিয়ে যতই সোচ্চার হই না কেন, রাজনৈতিক দলগুলো যতই জনগণকে স্বপ্ন দেখাবার চেষ্টা করুক না কেন, নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক দলগুলো অনেক কিছু করার যতই আশ্বাস প্রদান করুক না কেন, তাতে আমরা আশার কোনো আলো দেখি না। আমাদের শঙ্কা রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরকে দোষারোপ করে কাঁদা ছোড়াছোড়ির মাধ্যমে আমাদের এ প্রিয় দেশের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। কারণ

> **আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি করি না এবং কোন উচ্চাভিলাষও আমার নেই। তবে আমি রাজনীতি সচেতন। এটা কারো অজানা নয়, বর্তমানে যারা সরকারি দলে তারা এক সময় বিরোধী দলে ছিলেন আর যারা বর্তমান বিরোধী দলে তারা ছিলেন সরকারি দলে।**

সত্যিকার অর্থে আমাদের মধ্যে দেশপ্রেমের বড়ই অভাব। আমার এ কথায় কেউ বা মনোক্ষুণ্ণ হতে পারেন, কেউবা বলতে পারেন আমরা কি দেশকে ভালবাসি না? অবশ্যই আমরা সবাই দেশকে ভালবাসি। তবে দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসাটা কেমন, কতটুকু তা একটু আলোচনা করলেই বুঝা যাবে। দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা রয়েছে এমন একটা মনোভাবকে হৃদয়ে ধারণ করেই আমরা দেশে বসবাস করি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে দেশের প্রতি আমাদের কোনও মমত্ববোধ আছে কি? আমরা কি দেশের উপকার-অপকার, লাভ-ক্ষতি, সুনাম-দুর্নাম, শত্রু-মিত্র ইত্যাদি নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করি?

আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি করি না এবং কোন উচ্চাভিলাষও আমার নেই। তবে আমি রাজনীতি সচেতন। এটা কারো অজানা নয়, বর্তমানে যারা সরকারি দলে তারা এক সময় বিরোধী দলে ছিলেন আর যারা বর্তমান বিরোধী দলে তারা ছিলেন সরকারি দলে। বর্তমান সরকারি দল ভবিষ্যতে হয়তো পুনরায় বিরোধী দলের ভূমিকা নিতে পারে এবং বর্তমান বিরোধী দলকে জনগণ হয়তো আবার সরকার গঠনের সুযোগ দিতে পারে। তাই ক্ষয়-ক্ষতির বর্ণনা কোন পক্ষ-বিপক্ষের হতে পারে না। তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা রাজনৈতিক অস্থিরতার মাধ্যমে দেশের বিপুল ক্ষতি সাধন হয় এ সত্যকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিতরা অনুধাবন করতে না পারলেও জ্ঞানীপাপীরা বুঝে না বুঝার ভান করলেও, রাজনীতিবিদরা এ বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির গুরুত্ব প্রদান না করলেও, দেশের সচেতন নাগরিকরা বুঝতে পারে, যে কোন রাজনৈতিক দলের ধ্বংসাত্মক ও অপরিণামদর্শী কাজ অপূরণীয় ক্ষতি ছায়া দেশের কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এ পরম সত্যটি আমাদের দেশের সর্বস্তরের জনগণ তখনই অনুধাবন করতে পারবে যখন তারা সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হবে, দেশকে মনেপ্রাণে ভালবাসতে পারবে। মনীষী ব্রাউনিং বলেছেন, 'একমাত্র নিজের দেশকেই অন্ধের মতো ভালবাসা যায়।' মনীষী ভার্জিলের ভাষায়, 'সে সবচেয়ে সুখী যে নিজের দেশকে স্বর্গের মতো ভালবাসে'। জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায়, 'দেশকে ভাল না বাসলে তাকে ভাল করে জানার ধৈর্য থাকে না, আর, দেশকে না জানলে ভাল করতে চাইলেও ভাল করা যায় না।'

সফল কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এ নশ্বর পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছেন বেশ ক'বছর আগে। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। সেদিন এক লেখায় দেখলাম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একজন লেখক একটি অংশে উল্লেখ করেছেন, চৌধুরী সাহেব যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি প্রচুর সভা সমিতিতে যেতেন। অনেক সময় জনগণের চাপে বাধ্য হয়েই যেতে হতো। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই তিনি বলতেন কম, শুনতেন বেশি। আর অল্প কথায় যা বলতেন, তা ছিল মাস্টারপিস। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা গবেষণাধর্মী কোনো প্রতিষ্ঠানে গেলে তিনি মানুষ হওয়ার কথা বলতেন, শেকড়ের উৎস খুঁজতে বলতেন, আর বলতেন দেশকে ভালবাসতে। চৌধুরী সাহেব সম্পর্কে লেখার এ অংশটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল চমৎকার। তিনি আমাকে ভালবাসতেন, আদর করতেন; আমিও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম। তার সঙ্গে কথা হলে তিনি প্রায়ই দেশের সার্বিক হাল-অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতেন। উন্নয়নের কথা বলতেন। তার মধ্যে সত্যি সত্যি দেশপ্রেম ছিল, যা আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছি। আজকাল দেশকে ভালবাসার প্রতি কাউকে উৎসাহিত অনুপ্রেণিত করতে দেখি না। রাজনীতিবিদরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের দলের কথা বলেন। গুণকীর্তন করতে থাকেন তাদের দলনেতার। স্কুল, কলেজে যদিও দেশপ্রেমের উপর ছাত্র-ছাত্রীদের রচনা লিখতে বলা হয় তা শুধু লেখার জন্য লেখা। গ্রোথিত হয় না। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের নয়, দেশপ্রেম আমাদের কারো মনকে নাড়া দেয় না। দেশের প্রতি মমত্ববোধ আমাদের আবেগপ্রবণ করে না। আমাদের দেশে আজ চৌধুরী সাহেবের মতো লোকের বড় বেশি প্রয়োজন অনুভব করি। তিনি সব সময়ই আমাদেরকে দেশের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করার কথা বলতেন। ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি না করে নিজেদের পড়াশুনায় মনোনিবেশ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ গড়ার পরামর্শ দিতেন। দেশকে ভালবাসার কথা বলতেন, আমাদেরকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার উপদেশ দিতেন, আমাদের মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তোলার কথা বলতেন।

দেশের উপকারে যিনি নিবেদিত প্রাণ তিনিই **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

মার্চ/এপ্রিল	২৮	২৯	৩০	৩১	১	২	৩
ফজর	৫.২৭	৫.২৫	৫.২৩	৫.২৩	৫.২০	৫.১৮	৫.১৬
সূর্যোদয়	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪১	৬.৪১	৬.৩৮	৬.৩৬	৬.৩৫
জোহর	১.০১	১.০০	১.০০	১.০০	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯
আসর	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১
মাগরিব	৭.১৮	৭.১৯	৭.২০	৭.২০	৭.২২	৭.২৩	৭.২৪
এশা	৮.৩৩	৮.৩৫	৮.৩৬	৮.৩৬	৮.৩৮	৮.৪০	৮.৪১

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

পাকিস্তানকে গণহত্যা ও যুদ্ধের দায় শোধ করতে হবে



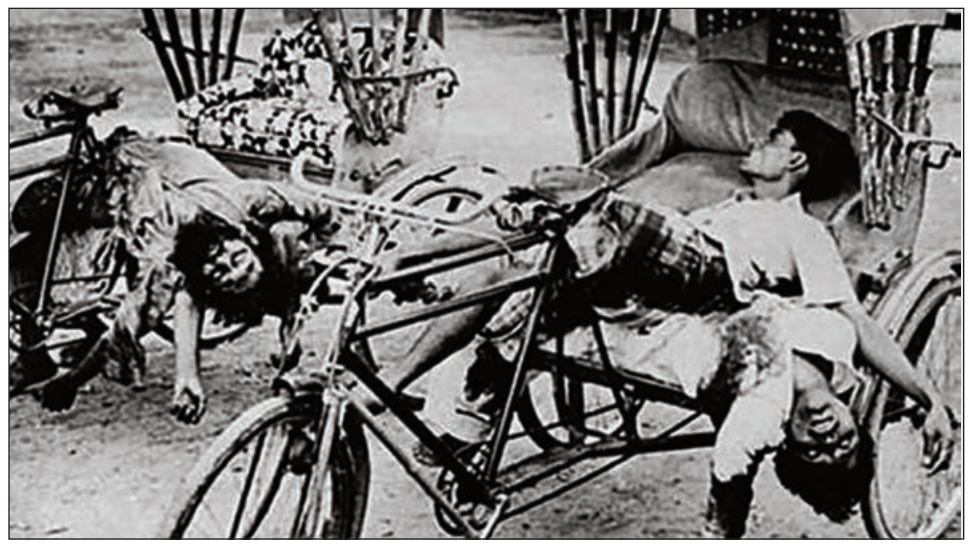
মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.)

বছর ঘুরে আবার ২৫শে মার্চ এসেছে। একাত্তরের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মানবসভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন গণহত্যা শুরু করে। অপারেশন সার্চলাইট ভয়ংকর এক গণহত্যার অকাট্য দলিল। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পাকিস্তানি অফিসার ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালিক তাঁর নিজের রচিত 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, একটি রক্তাক্ত গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি ছিল একদম পারফেক্ট, অর্থাৎ সুনিপুণ।

এই গণত্যার অন্যতম কালপ্রিট ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তানের ১৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা নিজের লিখিত 'আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, 'আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেছি এবং জনগণ যখন ন্যায্য দাবি আদায়ে সংঘবদ্ধ হয়েছে তখন আমরা গণহত্যার পথ বেছে নিয়েছি।'

পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামরিক অভিযান শুরু করার পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাই জাতিসংঘের কনভেনশন অনুযায়ী পাকিস্তান এ ক্ষেত্রে আগ্রাসী এবং প্রথম আক্রমণকারী দেশ। সুতরাং কনভেনশন অনুযায়ী এই যুদ্ধের সব দায়-দায়িত্ব বর্তায় পাকিস্তানের ওপর। পাকিস্তান সেনা অভিযানের কোড নেম বা সংকেতিক নাম দেয় অপারেশন সার্চলাইট। অপারেশন সার্চলাইটের প্রথম পর্বের প্রথম রাতে (২৫শে মার্চ রাত) তারা অভিযান চালায় ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর ও সিলেট শহরে। অর্থাৎ ওই সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থানকৃত শহরগুলো তারা প্রথম টার্গেট হিসেবে বেছে নেয়। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, এক রাতেই তারা প্রায় এক লাখ নিরীহ, বেসামরিক মানুষকে হত্যা করে। সার্চলাইটের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় অংশে তারা পুরো বাংলাদেশের সব শহর, বন্দর, ব্যবসাকেন্দ্র ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের কেন্দ্রবিন্দুগুলো দখল ও নিয়ন্ত্রণে নেয়, যা করতে গিয়ে তারা নির্বিচারে জ্বালা-পোড়াও, হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটসহ সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। অপারেশন সার্চলাইটের দ্বিতীয় পর্বে তারা পুরো বাংলাদেশের ওপর দখলদারি বজায় রেখে প্রতিনিয়ত হত্যা, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও, লুটপাট চালিয়েছে এবং শেষ মুহূর্তে এসে পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন ঢাকা শহরের দায়িত্বে, আর ১৪ পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ছিলেন ঢাকা ব্যতীত পুরো বাংলাদেশের দায়িত্বে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদ খান ১৭ মার্চ খাদিম হোসেন রাজাকে সার্চলাইটের আদেশনামা চূড়ান্ত করার হুকুম দেন। খাদিম হোসেন রাজা ও রাও ফরমান আলী ১৮ মার্চ একত্রে ঢাকা সেনানিবাসে বসে অপারেশনের আদেশনামা চূড়ান্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে পরামর্শের পর পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের জন্য সেনাপ্রধান হামিদ খানকে প্রস্তুত হতে বলেন। জেনারেল হামিদ খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর ও সামরিক প্রধান জেনারেল টিক্কা খান একত্রে ২০ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের অনুমোদন দেন। গণহত্যা পরিকল্পনার প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ গুল হাসান।

সার্চলাইটের আদেশনামায় রাও ফরমান আলী সুনির্দিষ্টভাবে টার্গেট উল্লেখপূর্বক আদেশ দেন কোন সেনাদল ঢাকার কোথায় অভিযান চালাবে। আদেশনামায় টার্গেট হিসেবে উল্লেখ করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা



হয় ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, ঢাকা হল এবং শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা। ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একইভাবে অন্যান্য সেনাদলকে আলাদাভাবে পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজার, পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনসকে টার্গেট হিসেবে নির্দিষ্ট করে আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হলো, লিখিত সামরিক অপারেশন আদেশনামায় বেসামরিক এলাকা ও মানুষকে টার্গেট হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেবসহ এক ডজনের ওপর শিক্ষক এবং কয়েক শ ছাত্রকে হত্যা করা হয়।

একই রাতে শাঁখারীবাজারে নিহত হয় প্রায় আট হাজার মানুষ। চকবাজারসহ ঢাকা শহরের অন্যান্য এলাকায়ও একই ধরনের হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। পুরান ঢাকায় প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে টার্গেট করা হয়। ঘুমন্ত নারী, শিশুসহ ঘরবাড়িতে গানপাউডারের মাধ্যমে আগুন দেওয়া হয়। বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে সারা রাত দাউদাউ করে পুরান ঢাকায় আগুন জ্বলতে দেখা যায়। ২৫শে মার্চের নৃশংস গণহত্যার সচিত্র প্রতিবেদন বিশ্ব মিডিয়াতেও প্রকাশিত হয়। ৩১ মার্চ সাইমন ড্রিং ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, 'নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ সব ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করে। ইকবাল হলকে তারা প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নেয়। হলগুলোর ওপর একদিকে উপর্যুপরি ভারী কামানের শেল নিক্ষেপ করা হতে থাকে, অন্যদিকে চলতে থাকে মেশিনগানের গুলি। শুধু ইকবাল হলেই প্রথম ধাক্কায় ২০০ জন ছাত্র নিহত হয়। দুই দিন পর্যন্ত পোড়া ঘরগুলোর জানালায় মৃতদেহ ঝুলে থাকতে দেখা যায়।'

বেসামরিক মানুষের ওপর এমন সমন্বিত অস্ত্রের ব্যবহার বিশ্বে আর কোথাও হয়নি। যুদ্ধ সম্পর্কে জাতিসংঘের জেনেভা কনভেনশনের প্রারম্ভে বলা হয়েছে, যুদ্ধেরও একটা সীমা আছে, বেসামরিক মানুষকে কখনো টার্গেট করা যাবে না। তারপর জেনেভা কনভেনশনে যুদ্ধরত বাহিনীকে ১০টি রুলস বা বিধি মান্য করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, সেখানে তিনটি বিধির মাধ্যমে বিশেষভাবে বেসামরিক মানুষের জন্য রক্ষাকবচ তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে ১ নম্বরে বলা হয়েছে, বেসামরিক মানুষকে টার্গেট করা থেকে বিরত থাকুন, সেটা করা মানে স্পষ্ট যুদ্ধাপরাধ। যুদ্ধের পর পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে তদন্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনেক চেষ্টা করেও গণহত্যার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ধামাচাপা দিতে পারেনি।

গণহত্যার অন্যতম ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনাকারী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী নিজের গা বাঁচানোর জন্য তদন্ত কমিটির কাছে বলেছেন, লে. কর্নেল ইয়াকুব মালিকের নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৭ ও ২৮ মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাসে বাঙালি অফিসারসহ ১৯৫ জন নিরীহ মানুষকে স্রেফ জবাই করা হয়। সালদা নদীর এলাকায় লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে ৫০০ জনকে হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। একজন ব্রিগেড কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার ইকবালুর রহমান তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল গুল হাসান পূর্ব পাকিস্তানের সেনা ইউনিট পরিদর্শনের সময় সৈনিকদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুমি কয়জন বাঙালিকে মেরেছ' এবং আরেকজন অফিসার লে. কর্নেল আজিজ আহমদ খান সাক্ষ্যে বলেন, ঠাকুরগাঁওয়ে তাঁর ইউনিটে গিয়ে জেনারেল নিয়াজি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কত হিন্দু মেরেছ?'

জেনারেল নিয়াজি তাঁর নিজের লেখা 'দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'জেনারেল টিক্কা খান তাঁকে বলছিলেন, আমি পূর্ব পাকিস্তানের মাটি চাই, মানুষ চাই না।' নিয়াজি তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'টিক্কা খান পোড়ামাটিনীতি গ্রহণ করেন এবং সে অনুসারে জেনারেল রাও ফরমান আলী ও ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব হুকুম পালন করেন।' ফরমান আলী তাঁর টেবিলের ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ ভূমি বাঙালির রক্তে লাল করা হবে।'

পাকিস্তান সেনাবাহিনী শুধু গণহত্যা নয়, পুরো ৯ মাস তারা পূর্ব পাকিস্তানে পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ধর্ষণকে তারা যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। গাছপালা, বন-জঙ্গল, গবাদি পশু পর্যন্ত তাদের ধ্বংসযজ্ঞ ও বর্বরতা থেকে রক্ষা পায়নি। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বিচার যেমন হতে হবে, তেমনি এই বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের দায় পাকিস্তানকে বহন করতে হবে, যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উল্লিখিত সব অপকর্মে পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করেছেন বাংলাদেশের জামায়াত, মুসলিম লীগ, শান্তি কমিটি ও রাজাকার, আলবদর বাহিনীর সদস্যরা। তাঁরা যদি পাকিস্তানিদের গাইড না হতেন, গ্রামগঞ্জের পথ না দেখাতেন–তাহলে এত সহজে পাকিস্তানিরা এত বড় বর্বরতা চালাতে পারত না। তাই জামায়াত, মুসলিম লীগসহ যাঁরা পাকিস্তানি বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের সহযোগী ছিলেন, বাংলাদেশে তাঁদের সব সম্পত্তি রাষ্ট্রের নামে বাজেয়াপ্ত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে দেশের ভেতর এমন বিশ্বাসঘাতক ও কুলাঙ্গারের জন্ম না হয়।

প্রধানত দুটি কারণে পাকিস্তান দায় এড়াতে পারবে না। প্রথমত, এই যুদ্ধে স্পষ্টতই পাকিস্তান আগ্রাসী রাষ্ট্র। কারণ সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে তারাই প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা এবং শুরু করেছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ বাধ্য হয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলি এবং আক্রমণকারী দখলদার বাহিনীকে পরাস্ত করে দেশ স্বাধীন করি। দ্বিতীয়ত, বিনা উসকানিতে হাজার হাজার গ্রামগঞ্জে নিরস্ত্র-নিরীহ মানুষকে হত্যা এবং তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। সুতরাং এটাকে কোলেটারাল ড্যামেজ বা যুদ্ধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ক্ষতি বলার কোনো সুযোগ নেই। তাই আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী আক্রমণকারী দেশ পাকিস্তানকে যুদ্ধের সব দায় বহন এবং তা পরিশোধ করতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে প্রথম আক্রমণকারীকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অপারেশন সার্চলাইটের আদেশনামা, পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের লিখিত স্বীকারোক্তি এবং অন্যান্য দলিল, যার কথা আমি উল্লেখ করেছি–সেগুলোই পাকিস্তানের দায় প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট। অতিরিক্ত সাক্ষী-সাবুদের খুব একটা প্রয়োজন হবে না। তাই গণহত্যার বিচার হতে হবে এবং যুদ্ধের সব দায় পাকিস্তানকে পরিশোধ করতে হবে। এই প্রশ্নে বাংলাদেশের মানুষ কোনো ছাড় দেবে না।

লেখক: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

দেশের প্রতিটি অঞ্চলে আছে গণকবর ও বধ্যভূমি

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর শুধু ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানি পতাকা উড়তে দেখা যায়নি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই শুরু হয়েছিল দুর্বার অসহযোগ আন্দোলন। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চুপিসারে করাচির পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। এই নির্দেশের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'।

এটি বাঙালিদের জন্য ছিল একটি 'কালরাত'। কারণ সেনারা মধ্যরাতের পর থেকেই নির্বিচারে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে শুরু করেছিল। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের এই পরিকল্পনাটি কার্যকর করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার টিক্কা খান। তাঁরই নির্দেশে ২৫শে মার্চের মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ওই রাতে শুধু সাধারণ মানুষের ওপর নয়, প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয় বাঙালি নিরাপত্তাকর্মীদের ওপরও। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য, ইপিআর ও পুলিশ সদস্যদের খতম করা ছিল পশ্চিমাদের একটি বড় লক্ষ্য। ঢাকার রাজারবাগ ও পিলখানায় এবং চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তান বাহিনী যথাক্রমে বাঙালি পুলিশ, ইপিআর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের (ইবিআর) সেনাদের গণহারে হত্যা করতে শুরু করে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হত্যা করে জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলসহ বিভিন্ন জায়গায় গণকবর দেওয়া হয়। ওই রাতে অনেক শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছিল।

পর্যায়ক্রমে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়। কম সময়ে এত বেশি মানুষ আর কোথাও হত্যা করা হয়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই গণহত্যা শুরু করে। এটি ছিল মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ও ভয়াবহতম হত্যাকাণ্ড। রাজাকার, শান্তিবাহিনী সংগঠিত হওয়ার পর গণহত্যার কার্যক্রম আরো ব্যাপক ও পরিকল্পিতভাবে চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে গণহত্যা শুরু হয় এবং তা চলে চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই গণহত্যা চালানো হয়েছিল। অনেক জায়গায় একসঙ্গে মৃতদেহ গর্ত করে পুঁতে রাখা হয়েছে, যেগুলোকে আমরা গণকবর বলি। এ ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু স্থানে নিয়েও মানুষ হত্যা করে ফেলে রাখা হতো। এগুলো বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিত। যেমন–ঢাকার রায়েরবাজার বা শিয়ালবাড়ী বধ্যভূমি। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে। সংরক্ষণের অভাবে অবশ্য অনেক গণকবর বা বধ্যভূমি আজ বিলুপ্ত। এক জরিপে এক হাজারের বেশি গণকবর ও বধ্যভূমির নাম পাওয়া গেছে।

গণহত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে রবার্ট পাইন ১৯৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে লিখেছেন, মূলত ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলরা আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকদের খতম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফেব্রুয়ারি মাসের এক সেনা বৈঠকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান, 'ওদের তিন মিলিয়ন খতম করে দাও। দেখবে বাদবাকিরা আমাদের হাত থেকেই খাবার নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।' সত্যি সত্যিই তিন মিলিয়ন অর্থাৎ ৩০ লাখ নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষকে বর্বররা নির্মমভাবে হত্যা করে। ধর্ষণের শিকার হন এ দেশের চার লাখ নারী। তাদের হত্যা তালিকায় ছিল এ দেশের রাজনৈতিক নেতাকর্মী, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আর নারীরা শিকার হয়েছিলেন ধর্ষণ, গণধর্ষণ শেষে হত্যার, যার সূচনা হয় ২৫শে মার্চ রাতে।



১৯৭১ সালের ৭ জুন দ্য আইরিশ টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাদল প্রায় দুই হাজার পুরুষকে স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে সরিয়ে এনে মেশিনগান চালিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। এই গুলিবৃষ্টিতে প্রায় ৮০০ জন মারা যায়। বাকিরা মৃতের ভান করে পড়ে থাকে এই আশায় যে সেনারা তাদের ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু সেনাবাহিনী বাচ্চাদের খেলাঘরের মতো মৃত ও জীবিত সবাইকে একত্র করে ওদের ওপর পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসরদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা মেলে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার প্রতিবেদনে। সেখানে লেখা হয়, 'নওগাঁর তাজ সিনেমা হলের নিকটবর্তী পুরনো পশু হাসপাতালটি অতিক্রম করে উত্তর দিকে কিছু দূর গেলেই দেখা যাবে ছোট একটি মসজিদ। তার পাশেই রয়েছে একটি দালানবাড়ি। বসবাস করতেন এক বিহারি ব্যবসায়ী, নাম ইদ্রিস। তাঁর বাসার ভেতর যেতেই যে কেউ চমকে উঠবেন। দেখতে পাবেন দুই ঘরের ভেতরে নির্মম হত্যার প্রামাণ্য চিহ্ন। একটি ঘরে অনেক দড়ি ঝুলে আছে। আর অন্যটিতে রয়েছে অসংখ্য বাঙালির রক্তের ছাপ, বিহারি ব্যবসায়ীরা খানসেনাদের সহযোগিতায় যেসব বাঙালিকে ধরে এনে জবাই করত। খুলনার প্লাটিনাম জুট মিলের হত্যাকাণ্ড ছিল যেমন লোমহর্ষক, তেমনি নির্মম ও নিষ্ঠুর। মিলের জ্বলন্ত বয়লারের ভেতরে ফেলে কমপক্ষে ৫৬ জনকে হানাদাররা পুড়িয়ে হত্যা করে। বাঙালি শ্রমিকদের এনে বসানো হতো বয়লারের সামনে বিশ ফুট উঁচু পাকা প্রাচীরের পাশে। এরপর তাদের বস্তাবন্দি করে পায়ের দিক থেকে জ্বলন্ত বয়লারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। ঢোকানো অংশ পুড়ে গেলে দেহের বাকি অংশ ও মাথা একটু একটু করে বয়লারে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। গাইবান্ধার বোনারপাড়া জংশন রেলস্টেশন এলাকায় অবাঙালিদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনারা নির্মম হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। সেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা মানুষকে কয়লাচালিত ইঞ্জিনের আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। অনেক লোককে জবাই করে হত্যা করে রেললাইনের ধারে পুঁতে রাখা হতো। এমন ঘটনা ছড়িয়ে আছে দেশজুড়ে। হত্যাযজ্ঞগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, হত্যার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তাই সবার সন্ধান মেলানো বেশ কষ্ট।

তবে হত্যাযজ্ঞের শিকার যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা, তা সহজেই অনুমেয়। সমাজবিজ্ঞানী আর জে রুমেল তাঁর 'ডেথ বাই গভর্নমেন্ট' বইতে ইহুদিদের ওপর নাৎসিদের বীভৎস অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, "প্রদেশজুড়ে যেভাবে গণহত্যা চলেছিল, তাতে হিন্দুদের দেখামাত্র গুলি চালিয়ে হত্যা করা হতো। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য নির্ণয় করতে সেনারা কাপড় খুলে তাদের লিঙ্গ পরীক্ষা করত। যদি 'মুসলমানি' করানো থাকত, তাহলে হয়তো বাঁচা গেলেও বাঁচা যেত। তা না হলেই অনিবার্য মৃত্যু।"

১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার তেত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ একটি রিপোর্ট বের করে। ওই রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের ইতিহাসে যেসব হত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিকসংখ্যক ব্যক্তি নিহত হয়েছে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণহত্যায়। মানবজাতির ইতিহাসে গণহত্যাযজ্ঞের ঘটনাগুলোতে দৈনিক গড় নিহতের সংখ্যায় এটি সর্বোচ্চ। এসব তথ্য-উপাত্ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ও নৃশংসতম গণহত্যা।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

দেশপ্রেম কবে হবে জীবনের ব্রত?

(৫ পাতার পর)

প্রকৃত মানুষ। পক্ষান্তরে দেশপ্রেমহীন আত্মকেন্দ্রিক যিনি, তিনি নিঃসন্দেহে অধমের সমান। সমাজ জীবনে প্রতিনিয়ত এহেন মূর্খের মতো বিবেকবর্জিত অমানুষ দেখতেন বলেই হয়তো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আমাদের পূর্বসুরি রাজনৈতিক নেতারা প্রথমে মানুষ হওয়ার কথাই বলতেন। কিন্তু সে আদর্শবান পুরুষ বা রাজনৈতিক নেতা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাই তাঁদের মূল্যবান কথাগুলো স্মরণীয় ও বরণীয় বাণীতে পরিণত হয়েছে। আমরা সবাই নিজেদের যতই লেখক, জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক বা সচেতন নাগরিক হিসাবে দাবি করি না কেন, আমাদের উচিত হবে আমাদের চিন্তা-চেতনায় সে সব ব্যক্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখা, তাঁদেরকে স্মরণ করা।

দেশের সদাপ্রহরী হচ্ছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ রাজনীতিবিদরা। রাজনীতিবিদদের প্রথম এবং প্রধান শর্তই হল দেশপ্রেম। আমাদের দেশে বিভিন্ন দলের অনেক রাজনীতিবিদরা মহত্তর, বৃহত্তর কল্যাণ বোধ থেকে ভ্রষ্ট। দেশের রাজনীতিবিদদের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই দলীয় স্বার্থই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। দেশের সকল রাজনীতিবিদকে কথায় ও কাজে সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক হতে হবে। রাজনীতিবিদদের সার্বিক কর্মকান্ডের উপরেই এ দেশের ভবিষ্যত নির্ভরশীল। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি রাজনীতিতে ব্যবসা বা পেশা হিসাবে নয়, সেবা হিসাবে নিতে পারলেই দেশের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থার অবসান হবে। দেশের মঙ্গলে দেশের সকল নাগরিকেরও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশকে প্রাণাধিক ভালবাসতে হবে এবং শুধু ভালবাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবেনা, দেশ সেবায় ব্রতী হতে হবে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে আবেদ হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার সন্তানদের জন্যে আবেদন করায় তারা এদেশে এসেছে। আমার সন্তানেরা সবাই ১৮ নিম্ন বয়সের। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে তারা গ্রিনকার্ড পাবার কতদিন পর তাদের সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবে? গ্রিনকার্ড পাবার ৫ বছর পর তারা সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত হলে বিবেজিত হবে কিনা?

আবেদ হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা এদেশে এসেছে। আপনি জানতে চেয়েছেন আপনার ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা কখন সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবে?

আপনার সন্তানেরা ১৮ নিম্ন বয়সের এবং আপনি একজন ইউএস সিটিজেন, আপনি যেহেতু ইউএস সিটিজেন এবং সন্তানেরা ১৮ নিম্ন বয়সের তাই আপনারা সান্তানের গ্রিনকার্ড পাবার পর পরই তাদের সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। যদিও একজন সিটিজেন তার ১৮ নিম্ন এবং ১৮ উর্ধ্ব বয়সের সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

আপনাকে ফর্ম পূরণের সময় নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র সংযোগ করে দিতে হবে। ১) গ্রিনকার্ডের কপি, ২) পাসপোর্টের কপি, ৩) সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৪) মা-বাবার সিটিজেনশীপের কপি, ৫) ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি এবং ৬) ২ কপি করে ছবি।

সিটিজেনের ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হয় বলে তাদের আর গ্রিনকার্ড পাবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না। শুধুমাত্র কাগজপত্র প্রস্তুতি হতে যতটা সময় লাগে ঠিক ততোটা সময়ই তাদের অপেক্ষা করতে হয়।

উল্লেখ্য যে, ইউএস সিটিজেনের মা-বাবা, স্পাউস (স্বাম/স্ত্রী) এবং অনূর্ধ্ব ২১ বছরের অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে হিসেবে বিবেচিত হয়।

নিউইয়র্ক থেকে আব্দুল হামিদের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করে যথাসময়ে সিটিজেনশীপের পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি ঐ পরীক্ষায় পাশ করতে পারি নাই বলে হিয়ারিং এর জন্যে এন-৩৩৬ ফর্ম পেয়েছি এবং ডিনায়েল লেটারও পেয়েছি।

আমি আবার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছি। তার রিসিভ লেটারও পেয়েছি। ইন্টার-ভিউ এর অপেক্ষায় আছি।

আব্দুল হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি ইউসে সিটিজেনশীপ পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নাই বলে আবার সিটিজেনশীপ পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছেন। ইংরেজি, ইতিহাস ও ইউএস গর্ভমেন্ট পরীক্ষায় কেউ পাশ করতে ব্যর্থ হলে এবং ইউএস সিটিজেনশীপের আবেদন অস্বীকৃত হলে তিনি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারেন। কিন্তু আবেদনের কোন প্রায়োরটি তারিখ পাবেন না। নতুন আবেদন হিসেবে এটার প্রক্রিয়া শুরু হবে। নতুন করে আবেদন করাটা একটা ভালো কাজ হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

কুইন্স থেকে হাবিবা খানমের প্রশ্নঃ

আমার ইউএস সিটিজেন স্বামী আমার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করেছেন। সামনে আমার ইন্টার-ভিউ। তবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় আমি ইন্টারভিউ এর জন্য প্রস্তুত নই। ইন্টারভিউ এর জন্য প্রস্তুত নই, কারণ দেখিয়ে আমি কিছু সময় চাইতে পারি কিনা?

আমার জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আপনার পরামর্শ পেলে বিশেষ ভাবে উপকৃত হবো।

হাবিবা খানমের প্রশ্নের উত্তরঃ

নতুন তারিখের জন্য অনুরোধঃ

নতুন করে ইন্টারভিউ এর তারিখ পাবার জন্য অনুরোধ জানালে আইএনএস নতুন করে ইন্টারভিউ এর তারিখ ইস্যু করতে পারে। এই ইন্টারভিউ এর তারিখ পরিবর্তনের জন্য যথাযথ যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে হবে। নিউইয়র্কে ইন্টার-ভিউ এর নতুন তারিখ পাবার জন্য অনুরোধ জানাবার ভালো প্রক্রিয়া হচ্ছে ইন্টারভিউ এর দিন ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে অনুরোধ করা। আপনার লিখিত অনুরোধের অতিরিক্ত কপি সাথে নেবেন এবং সেখানে একটা স্ট্যাম্প দিতে বলবেন। এভাবেই আপনি প্রমান করতে পারবেন যে নতুন করে ইন্টারভিউ এর তারিখ পাবার জন্য আপনি আবেদন জানিয়েছিলেন।

বিধিমত ওয়ার্ক অথারাইজেশনের মেয়াদ বাড়ানোর কথা। নতুন তারিখের জন্য অনুরোধ জানানোর পর যদি আপনার অনুরোধ অনুযায়ী তারিখ দেয় তবে তো কোন সমস্যা নেই। তবে অনেক সময়ই তারা নতুন তারিখ ইস্যু নাও করতে পারে। নিউইয়র্কের বেলায় আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনারা নতুন তারিখের জন্য আবেদন করবেন না। কারণ এ ক্ষেত্রে আপনি ইন্টারভিউ এর জন্য নতুন তারিখ নাও পেতে পারেন। আবার ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ডের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় সমস্যা হতে পারে। আপনি যদি ইন্টারভিউ এর জন্য প্রস্তুত নাও থাকেন তবুও আপনাকে ইন্টারভিউ এর দিন হাজির হতে হবে। আপনি অবশ্যই সবসময়ই আপনার আরো তথ্য প্রমাণের জন্য তারিখের ব্যাপারে সময় চাইতে পারেন।



নিউইয়র্কের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় হচ্ছে অফিসার আপনার ইন্টারভিউ এর সময় হয়তো আপনার কেস নকোচ করে দেবেন না। তবে সন্তুষ্ট হলে আপনার পাসপোর্টে স্ট্যাম্প দিতে পারেন। আর সন্তুষ্ট না হলে আপনাকে দ্বিতীয় ইন্টারভিউ এর ব্যবস্থা করতে পারেন।

আপনার কেসটি ঝুলন্ত অবস্থায় আছে এটা যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন তবে আপনার ওয়ার্ক অর্থরাইজেশনের মেয়াদ বৃদ্ধি হতে পারে অর্থাৎ মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

আপনাদের জন্যে আমাদের পরামার্শ ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশনাল এটর্নীর সাথে আলোচনা করা ভালো। যিনি সাক্ষাতে আপনার তথ্যপত্র যাচাই করে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। আরো একটি বিষয় আপনাদের প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন আমরা পেয়ে তাকি। সে কারণে নিয়মিত এই কলাম পড়লে আপনাদের প্রশ্নের সমাধান কিছুটা এখান থেকে পেয়ে যাবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস

ইসলামের দৃষ্টিতে জাতিগত বৈষম্য ও গণহত্যা

আতাউর রহমান খসরু


২৫ মার্চ ১৯৭১।

ভয়াবহ এক গণহত্যার শিকার হয় বাঙালি জাতি। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই গণহত্যার নেতৃত্ব দেয় দেশের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি জাতি।

ইসলামের দৃষ্টিতে যেকোনো মানবহত্যাই গুরুতর অপরাধ। আর যখন তা গণহত্যায় পরিণত হয় তখন তা জঘন্যতম অপরাধে রূপ নেয়। পবিত্র কোরআনে গণহত্যায় লিপ্ত অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। সে নিজ দেশের একটি বিশেষ শ্রেণি-গোষ্ঠীকে দুর্বল করে রাখতে চেয়েছিল। তাদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল। পরিণামে সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

মানুষের মূল্য পৃথিবীর চেয়েও বেশি : পবিত্র কোরআনে মানুষের জীবনের মূল্য পৃথিবীর চেয়েও বেশি বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষ হত্যা বা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করা ছাড়াই যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সব মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।' (সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩২)

হত্যাকারীর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ : যারা মানুষ হত্যা করে আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হন এবং তাদের অভিশাপ করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যে কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিশাপ করবেন এবং তার জন্য প্রস্তুত করবেন মহাশাস্তি।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৯৩)

বৈষম্য অগ্রহণযোগ্য : ফেরাউন নিজের প্রজাদের ভেতর বনি ইসরাঈলকে হীন ও দুর্বল করে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল। কোরআনে এই ঘটনাকে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তার অপ্রচেষ্টার নিন্দা করে বলা হয়েছে, 'ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তাদের অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণিকে শক্তিহীন করেছিল। ...সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।' (সুরা কাসাস, আয়াত : ৪)

গণহত্যা ফেরাউনের উত্তরাধিকার : ফেরাউন নবী মুসা (আ.)-এর আগমন প্রতিহত করতে বনি ইসরাঈলের ছেলেশিশুদের হত্যা করত এবং মেয়েদের জীবিত রাখত। যদিও তার হত্যা পুরুষে সীমাবদ্ধ ছিল, তবু এই নির্বিচার হত্যাকা"কে অবশ্যই গণহত্যা বলা যায়। ইরশাদ হয়েছে, 'ফেরাউন...তাদের ছেলেসন্তানদের সে হত্যা করত এবং কন্যাসন্তাদের জীবিত ছেড়ে দিত। সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।' (সুরা কাসাস, আয়াত : ৪)

অত্যাচার ভুল পথ : যারা জুলুম-অত্যাচারের পথে সমস্যার সমাধান করতে চায়, তারা জাতিকে ভুল পথে পরিচালিত করে। যেমন ফেরাউনের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, 'ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি।' (সুরা তাহা, আয়াত : ৭৯)

জুলুম ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে : জুলুম ও অত্যাচার মানুষের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে। এ জন্য ফেরাউনের ধ্বংসের ব্যাপারে মুসা (আ.) উচ্চারণ করেছিলেন, 'হে ফেরাউন, আমি তো দেখছি তোমার ধ্বংস আসন্ন।' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১০২)

অত্যাচারের প্রতিবিধান ঈমানের দাবি : ইসলাম জুলুমের প্রতিবিধানে উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলেন, 'তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।' (সুরা : আশ-শুরা, আয়াত : ৪১)

অত্যাচারীর জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ : যারা মানুষের ওপর জুলুম ও অবিচার করে আল্লাহ তাদের পক্ষে দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, '...আর তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, যারা জুলুম করেছে। তারা নিমজ্জিত হবে।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ২৭)

কোনো নিপীড়ন চিরস্থায়ী হয় না : অত্যাচারীরা নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী মনে করে। কিন্তু কোনো জুলুম ও নিপীড়ন চিরস্থায়ী নয়। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদের হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, নেতৃত্ব দান করতে এবং উত্তরাধিকারী করতে। ক্ষমতায় তাদের অধিষ্ঠিত করতে আর ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তারা তাদের থেকে আশঙ্কা করত।' (সুরা কাসাস, আয়াত : ৫-৬)

অত্যাচারীর জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি : আল্লাহ অত্যাচারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। যেমন ফেরাউনের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, 'যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি তাদের শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে। অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদের করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।' (সুরা : জুখরুফ, আয়াত : ৫৫-৫৬)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' (সুরা আশ-শুরা, আয়াত : ৪২)

আল্লাহই আশ্রয়দাতা : জুলুম, অত্যাচার ও অবিচার থেকে আল্লাহ তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের অবিশ্বাসীদের অত্যাচারের পাত্র করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৫)

আল্লাহই ত্রাণকর্তা : আল্লাহই মানুষকে অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন। ইরশাদ হয়েছে, 'বলুন! আল্লাহই তোমাদের তা (অত্যাচারীর অত্যাচার) থেকে এবং সব দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। এর পরও কি তোমরা তার সঙ্গে শরিক করবে?' (সুরা আনআম, আয়াত : ৬৪)

আল্লাহ সবাইকে জুলুম ও অবিচার থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ইশকুল খুইলাছে রে মাওলা ইশকুল খুইলাছে



গোলাম মাওলা রনি

আশপাশের সবকিছু কেমন যেন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছুরই হিসাব মেলানো যাচ্ছে না। জীবন-জীবিকা, রাজনীতি-অর্থনীতি, জীবন-মৃত্যুর হিসাব-নিকাশে যে চিরন্তন সূত্রগুলো আবহমানকাল থেকে কার্যকর ছিল তা ২০২২ সালের বাংলাদেশে এসে এলোমেলো হয়ে পড়েছে।

জীবন-জীবিকার অঙ্কের ফলাফল মেলোনো যাচ্ছে না। আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো সমন্বয় হচ্ছে না এবং চোখের সামনে যা দেখছি আর পর্দার অন্তরালে ঘটমান বিষয়বস্তু নিয়ে যা শুনছি সেগুলোর মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব দেহ-মনে যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করছে তার রেশ কাটিয়ে বেঁচে থাকা সত্যিই দুরূহ হয়ে পড়েছে।

কয়েক দিন আগে সামাজিক মাধ্যমে দেখলাম ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম গান গাচ্ছেন। তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে গান ধরেছেন- মন আমার দেহঘড়ি, সন্ধান করি কোন মেস্তোরি বানাইয়্যাছে। আর তার সেই গানের সাথে নেচে-গেয়ে-হাততালি দিয়ে ক্ষমতাসীনদের পোর্ট্রেট বলে পরিচিত মন্ত্রী-এমপি-ব্যবসায়ী-বুদ্ধিজীবী, নায়িকা-গায়িকাদের বিরাট একটি দল যেভাবে উল্লাস নৃত্য করেছে এমন দৃশ্য ইহজন্মে দেখিনি। বন্ধুবর আতিক সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ। ব্যবসাবাণিজ্য-রাজনীতির সর্বত্রই তিনি সঙ্গীতের ব্যবহার করে আসছিলেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে দাবিনামা আদায়ের জন্য যখন দরাজ কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন 'পরের জায়গা পরের জমি- ঘর বানাইয়্যা আমি রই- আমি তো সেই ঘরের মালিক নই'। তখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

মেয়র আতিকের উল্লিখিত দু'টি গানের ভিডিও ফুটেজ ছাড়া আরেকটি গানের দৃশ্যও ভয়ানকভাবে ভাইরাল হয়ে পড়ে যেখানে তিনি মাইজভা"ারি গান বলে পরিচিত, 'ইশকুল খুইলাছে রে মাওলা-ইশকুল খুইলাছে/গাউসল আজম মাইজভা"ারি ইশকুল খুইলাছে' গানটি গেয়েছেন। ভিডিওতে দেখা যায়, মন্ত্রী পলক মেয়র আতিককে গান ধরার জন্য অনুরোধ জানানোমাত্রই তিনি বিদ্যুৎগতিতে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া শুরু করেন। পলক, ড. জাফর ইকবাল, আসাদুজ্জামন নূর, সাংবাদিক আনিসুল হক, সাবেক আমলা কাম কবি কামাল নাসের, নায়িকা তারিনসহ বহু সরকারি-বেসরকারি আমলা-কামলা এবং বিশেষ উর্দিধারী লোকজনের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে মাইজভা"ারি মাজারের ভক্ত আশেকানদের চিরায়ত জোশ ছড়িয়ে পড়ে। তারা দাঁড়িয়ে বসে তালি দিয়ে যেভাবে ইশকুল খুইলাছেরে মাওলা-ইশকুল খুইলাছে বলে নেচে-গেয়ে পুরো পরিবেশ মাতিয়ে তোলেন তাতে মনে হচ্ছে উন্নয়নের জোয়ারের ভরা কটালের পানিতে রুই-কাতলা-পাঙ্গাশ-বাঘাইড়-রাঘববোয়ালরা জলকেলি করে মাছে-ভাতে বাঙালির সুখস্বপ্ন বাস্তবায়িত করছে।

উল্লিখিত দৃশ্য দর্শনে আমার-জীবনদর্শন নিদারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। আমি মার্কেটিং গুরু খ্যাত ফিলিপ বাটলারের রচনাগুলো নতুন করে অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নিই। কারণ গত ১০ বছর ধরে আমার নিজের ব্যবসাবাণিজ্যের নিম্নগতি এবং পরিচিত দু-একজনের উন্নতি ছাড়া বেশির ভাগ ব্যবসায়ীর লোকসান ও দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার যেসব ঘটনা দেখেছি শুনেছি এবং জেনেছি সেগুলো কি সত্য নাকি স্বপ্ন দর্শন তা নিয়ে আমার মনে নিদারুণ সন্দেহের সৃষ্টি হয়। করোনা মহামারীর কারণে লাখ লাখ খুদে ব্যবসায়ীর সর্বস্বান্ত হয়ে পড়া, লাখ লাখ দোকান কর্মচারীর বেকার হয়ে পড়া, চাকরি হারানো, শহর ছেড়ে লোকজনের গ্রামে চলে যাওয়া, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং মান কমে যাওয়ার পাশাপাশি শতকরা ৪৩ ভাগ পরিবারের খাবারের ব্যয় কমিয়ে ক্রমাগত পুষ্টিহীনতা, অস্বাস্থ্য-কুস্বাস্থ্য এবং রোগ বালাইয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে তথ্য জেনে আসছিলাম তা নিয়ে নতুন করে মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে।

আমার ধারণা, সরকার যে উন্নয়নের গল্প শোনাচ্ছে তা মনে হয় সত্যি। আর পত্রপত্রিকা, সামাজিক মাধ্যম, বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদসহ সুশীলসমাজ যে গণতন্ত্রহীনতা-দারিদ্র্য-অভাব অভিযোগ, জীবনমানের নিম্নগামিতা, অপরাধপ্রবণতা-দুর্নীতি-অনিয়ম, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি-নিষ্ঠুরতা বেড়ে যাওয়া নিয়ে যা বলছে তা সম্ভবত সরকারবিরোধী চক্রান্ত। তা না হলে এত বড় বড় বুদ্ধিজীবী, এত নামকরা সাংবাদিক, অভিনেতা-মন্ত্রী-এমপি-আমলা-কামলাদের শিরোমণিরা কি করে সহাস্য বদনে, উল্লসিত দেহ দুলিয়ে, প্রচ" শব্দে তালি বাজিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে গাইতে পারেন- 'মেকার যদি হইতাম আমি! ঘড়ির জুয়েল পাল্টাইতাম। জ্ঞান নয়ন খুলিয়া যাইত-দেখতে পাইতাম চোখের সামনে- মন আমার দেহঘড়ি-সন্ধান করি- গড়াইয়াছে কোন মেস্তোরি।'

আমার আরো মনে হতে থাকল যে, সঙ্গীতপ্রেমিক মেয়র আতিক তার সহজাত অভ্যাস ও শিল্পীসুলভ মনোভাবের জন্য যেকোনো সময় যেকোনো গান গাইতেই পারেন; কিন্তু মন্ত্রী পলক যখন তাকে সহাস্য বদনে গান ধরার আবদার জানান তখন আমার বুঝতে বাকি থাকে না যে, পলকের মনে পুলক পুলক ভাব না থাকলে তিনি গান ধরার আবদার জানাতেন না। দ্বিতীয়ত, নাচ-গান-আনন্দ, হাস্যরস-কৌতুক একটি উঁচু মার্গের বিনোদন। কোনো স্থানে যদি আনন্দ ফুর্তির সর্বোচ্চ মার্গ সৃষ্টি না হয় তাহলে সেখানে উপস্থিত সব বয়সের নর-নারী স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে একসাথে নাচন-কুদন করতে পারে না। পূর্ণিমার ভরা জোয়ারে মনের আনন্দে বড় মাছ-ছোট মাছ অর্থাৎ রুই-কাতলা-রাঘববোয়ালের সাথে ট্যাংরা, পুঁটি-কাচকি যেভাবে মনের সুখে লাফ মারে তেমনি মনুষ্য সমাজে উন্নয়নের জোয়ারে যখন পূর্ণিমা ও ভরা কটাল একই বিন্দুতে অবস্থান করে তখন সবার মনে নৃত্যকলা ও সঙ্গীতের সুর মূর্ছনার আবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আমরা আজকের নিবন্ধের একদম প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছি। সুতরাং শিরোনাম প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলে উপসংহারে পৌঁছে যাবো। শিরোনামে বর্ণিত গানটি যেভাবে মেয়র আতিক গেয়েছেন এবং যেভাবে তার সঙ্গীসাথীরা নাচ-গান করেছেন এবং তালি বাজিয়েছেন তা বেশ কিছু দিন আমাকে আবেগাপ্লুত করেছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক মাধ্যমে হঠাৎ আরেকটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ে।

মেয়র আতিকের সঙ্গীত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এবার বিমান বৃত্তান্ত নিয়ে কিছু বলি। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিমানের দুর্নীতি, অনিয়ম, লোকসান ইত্যাদি নিয়ে হিমালয়সম অভিযোগ যখন প্রতিষ্ঠানটির জন্য অনিবার্য পরিচয় হয়ে পড়েছে ঠিক সেই সময়ে যখন করোনা মহামারীর ধাক্কা বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। ভারতের ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং মোদি সরকার রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে এয়ার ইন্ডিয়াকে বিক্রি করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু দেশী-বিদেশী কোনো সংস্থাই কয়েক লাখ কোটি রুপি মূল্যের সংস্থাটি পানির দামে ক্রয় করার জন্য এগিয়ে এলো না। এ অবস্থায় সরকার এয়ার ইন্ডিয়ার আদি মালিক টাটা গ্রুপকে বহু অনুনয় বিনয় করে শেষ পর্যন্ত সংস্থাটিকে রতন টাটার মালিকানায় হস্তান্তর করে।

এয়ার ইন্ডিয়ার মতো থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় সংস্থা থাই এয়ারওয়েজসহ বিশ্বের নামী-দামি শত শত যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী বিমান কোম্পানি দেউলিয়াত্বের কবলে পড়ে যাদের বিরাট অংশই হলো আমেরিকা-ইউরোপের ধনী দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় সংস্থা। কিন্তু এসব বিবেচনায় বাংলাদেশ বিমানের যে হালনাগাদ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তাতে গর্বে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে এবং আবেগে রীতিমতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আমাদের বিমানের লোকসান হয়েছে বটে তবে জনগণের করের টাকা এবং দেশী-বিদেশী ঋণের টাকা দিয়ে এটিকে যেভাবে স্ফীত করা হয়েছে তার নমুনা বিশ্বব্রহ্মা"ে দ্বিতীয়টি নেই। এর বাইরে করোনার কারণে দেশের বিমানবন্দরে বসে থেকে বিমানগুলোর যেন মন খারাপ না হয় কিংবা নিঃসঙ্গতা, অন্য দেশের বিমান-বিমানিদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণে যেন যন্ত্রগুলোর সাইকোলজিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল বিপত্তি না ঘটে সে জন্য মাঝে মধ্যে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য তাদের বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দরে নিয়ে যেভাবে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে তাও সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহে ইতঃপূর্বে ঘটেনি।

বিমান নিয়ে সর্বশেষ কিংবদন্তির প্রতিবেদন হলো, সংস্থাটি ঢাকা থেকে কানাডার মন্ট্রিয়লে নিয়মিত ফ্লাইট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ কারণে নতুন গন্তব্যে গিয়ে বিমান যেন নববধূর শ্বশুরালয়ে গমনসংক্রান্ত বিপত্তিতে না পড়ে এ জন্য কর্তাব্যক্তিরা পরিবারপরিজন নিয়ে একটি পরীক্ষামূলক যাত্রার মাধ্যমে বিমানকে মন্ট্রিয়লে নিয়ে গিয়ে সব কিছু হাতে-কলমে শিখিয়ে দেয়ার জন্য একটি অভিনব পরিকল্পনা করেছে। আর অন্য দিকে ২১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী পটুয়াখালীর সাগরতীরে একটি বৃহত্তম তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধনের জন্য সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি বর্তমানের উন্নয়নের জোয়ার এবং সব কিছুতে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের বাইরে অসংখ্য পাল তোলা নৌকা দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং ভাসমান সারি সারি পাল তোলা নৌকার দৃশ্য নিজ মোবাইলে রেকর্ড করেন বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী যে দিন দেশের বৃহত্তম পায়রা তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সে দিন সরকারের পক্ষ থেকে সগর্বে ঘোষণা দেয়া হয় যে, আজ থেকে বাংলাদেশে শতভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হলো। বাংলাদেশের মানুষের সব বিদ্যুৎ চাহিদার বিপরীতে সরকার যেভাবে শতভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে তা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোনো দেশ করতে পারেনি বলে উন্নয়নের জোয়ারের উদ্যোক্তা প্রবক্তা এবং সুবিধাভুক্ত গোষ্ঠী সজোরে প্রচার করতে থাকে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো ২১ মার্চের পরের দিন অর্থাৎ ২২ মার্চ সারা দেশে নজিরবিহীন লোডশেডিং শুরু হয়, যা গত ১০-১২ বছরের মধ্যে হয়নি। কাজেই ২১ মার্চের উন্নয়নের গল্প এবং ২২ মার্চের বাস্তবতা আমাকে নিদারুণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

আমরা আজকের নিবন্ধের একদম প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছি। সুতরাং শিরোনাম প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলে উপসংহারে পৌঁছে যাবো। শিরোনামে বর্ণিত গানটি যেভাবে মেয়র আতিক গেয়েছেন এবং যেভাবে তার সঙ্গীসাথীরা নাচ-গান করেছেন এবং তালি বাজিয়েছেন তা বেশ কিছু দিন আমাকে আবেগাপ্লুত করেছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক মাধ্যমে হঠাৎ আরেকটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ে। মেয়র আতিকের গানের সাথে সরকারের উন্নয়নবিরোধী লোকজন টিসিবির ট্রাকের পেছনে ছুটন্ত মানুষ, টিসিবির ট্রাকের সামনে এক বোতল তেল, এক কেজি চিনি-ডাল-পেঁয়াজ কেনার জন্য অভাবী মানুষের দৌড়, ঝাঁপ, লাফ, হাত উপরে তুলে পণ্য কাড়াকাড়ির দৃশ্য যেভাবে জুড়ে দিয়েছে তা দেখার পর জীবনের হিসাব-নিকাশ মেলাতে পারছি না। ভিডিওর এক দিকে মহাজ্ঞানী জাফর স্যারের হাততালি, রাজকীয় সাহিত্যিক ও কবি আনিসুল হকের সহাস্য গুনগুনানি, এমপি আসাদুজ্জামান নূর ওরফে বাকের ভাইয়ের নৃত্য ইত্যাদির সাথে মেয়র আতিকের গান ও নায়িকাদের রঙ্গরসের হাততালি এবং অপর পাশের দৃশ্যে অভাবী মানুষের আহাজারি আর্তচিৎকার ক্ষুণ্নিবৃত্তির যন্ত্রণার লাফ-ঝাঁপ ও দৌড় যে কী বীভৎস দৃশ্য সৃষ্টি করতে পারে তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

আমাদের দেশকে বলা হয় সব সম্ভবের দেশ। এখানে মরুভূমি নেই কিন্তু মরুঝড় সাইমুমের হাজারো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানের প্রকৃতি ও পরিবেশে বরফ জমে না বা আকাশ থেকে তুষারপাত হয় না। কিন্তু বরফের দেশের শ্বেত ভাল্লুকের মতো প্রাণী কিংবা বরফের ঘরে বসবাসরত এস্কিমো প্রকৃতির মানুষের অভাব নেই। আমাদের দেশটি ভূ-মধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; কিন্তু ইতিহাসের নির্মমতম ও জঘন্য প্রকৃতির জলদস্যু দ্য পাইরেটস অব ক্যারিবিয়ানদের চেয়েও নিষ্ঠুর দস্যুরা আমাদের জমিনে তা"ব চালায়। আমাদের ভূ-খ"ে ভারতের উত্তরপ্রদেশের চম্বলের মতো দুর্গম ঘন জঙ্গল নেই; কিন্তু দস্যু বিরাপ্পন, কুসুমা নাইন ও বাবু গুজ্জরের চেয়েও ভয়ঙ্কর বনদস্যু আমাদের মনুষ্য বাঘরূপী বিবেককে হত্যা করে পুরো জনপদকে ভয়াল বনভূমি বানিয়ে ফেলছে। ফলে আমি বা আমরা দিবালোকে যা দেখছি তা অন্তর্লোকে অনুভব করতে পারছি না। পরস্পরবিরোধী কাহিনী, দৃশ্যপট ও প্রেক্ষাপট আমাদের সবকিছু কেমন যেন তছনছ করে দিচ্ছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

রাজনৈতিক ব্যর্থতায় সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ

মো: হারুন-অর-রশিদ

স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির আগে সামরিক শাসন ছিল বিশ্বরাজনীতিতে একটি বাস্তবতা। এর পরের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা অনেকটা কমে গেলেও, তা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এখনো আফ্রিকা এবং এশিয়ার অনেক দেশেই সামরিক শাসনের উপস্থিতি রয়েছে। কোনো কোনো দেশে সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে না থাকলেও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের প্রবণতা দু'টি কারণে স্নায়ুযুদ্ধ সমাপ্তির পর কমে গেছে। প্রথমত, পৃথিবীর প্রায় প্রতি প্রান্তে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে; দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল বহুদেশের সামরিক বাহিনী জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

প্রফেসর ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান তার গরষরঃধষু রিঃযফৎধষিষ ভৎড়স ঢ়ড়ষরঃরপং বইতে দেখিয়েছেন, '১৯৬১ সালে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের শতকরা ১২ ভাগ সামরিক স্বৈরশাসনের অধীন ছিল। ১৯৬৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯ ভাগে এবং ১৯৭৩ সালে তা ২৭ ভাগে দাঁড়ায়। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের পর তা আবার কমতে শুরু করে এবং বর্তমানে এ প্রবণতা আরো হ্রাস পাচ্ছে।'

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে দীর্ঘ দিন প্রত্যক্ষভাবে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় না থাকলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মিয়ানমারে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারকে হটিয়ে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর প্রধান মিন অং হ্লাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে। যদিও ১৯৪৮ সালে দেশটি স্বাধীনতার পর থেকে অর্ধ শতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে দেশটিতে সামরিক শাসন চলছে। ২০১১ সালে সেনাশাসনের অবসানের পর ২০১৫ সালে সাধারণ নির্বাচনে সু চির গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি' প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হলেও সেনাবাহিনী ক্ষমতার বিরাট অংশ ধরে রাখে এবং সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষিত সংসদের ২৫ শতাংশ আসন নিজেদের জন্য বরাদ্দ রাখে।

২০১৫-এর ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের ৮ নভেম্বরের একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অং সান সু চির ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি (এনএলডি) ৪১২ আসনের মধ্যে ৩৪৬টিতে জয় পায়। তবে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তোলে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। তারই জের ধরে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের প্রাক্কালে ভোরে গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এক বছরের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করে সেনাবাহিনী। এই অভিযানের মাধ্যমে মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন দলের প্রধান অং সান সু চি, রাষ্ট্রপতি উইন মিন্ট এবং ক্ষমতাসীন দলের অন্যান্য নেতাকে মিয়ানমার সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে। এভাবে দেশটিতে গণতন্ত্রের ছোঁয়া লেগেও তা আবারো সেনাশাসনের দখলে চলে গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ হয়েছে। এর স্বরূপ অন্বেষণ করতে হলে অবশ্যই আমাদের স্বাধীনতাপূর্ব যুগে ফিরে তাকাতে হবে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয় ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে। আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবিকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে গভর্নর মিয়া মমতাজ দৌলতানা সামরিক আইন জারি করেন।

রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে ৩ এপ্রিল শেরেবাংলা এ কে ফজলুক হক চার সদস্যবিশিষ্ট যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৫ মে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে দায়িত্ব গ্রহণ করার মাত্র ১৫ দিনের মাথায় ৩০ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে দিয়ে শাসনতন্ত্রের ৯২ (ক) ধারা জারির মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে ১৯৫৪ সালের মে মাসে পূর্ব বাংলার বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। পরে সামরিক বাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। পাকিস্তানের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক নেতাদের দেশ পরিচালনার ব্যর্থতা থেকেই সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন নেতাদের মধ্যে এই ধারণার জন্ম হয়েছিল যে, পাকিস্তানকে শাসন করার জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন দরকার এবং এ ধরনের শাসন সামরিক বাহিনীই নিশ্চিত করতে পারে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা

তোফায়েল আহমেদ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। মনে পড়ে, ২২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে সাবেক বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে বৈঠকে কর্নেল ওসমানী সাহেব বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ডু ইউ থিংক দ্যাট টুমরো উইল বি আ ক্রুশিয়াল ডে?' বঙ্গবন্ধু জবাবে বলেন, 'নো, আই থিংক, ইট উইল বি টোয়েন্টি ফিফথ।' তখন ওসমানী সাহেব পুনরায় প্রশ্ন রাখেন, 'কাল তো ২৩ মার্চ। পাকিস্তান দিবস।

সে উপলক্ষে ওরা কি কিছু করতে চাইবে না?' বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ওরা যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো কিছু করতে পারে। তার জন্য কোনো দিবসের প্রয়োজন হয় না।' কী নিখুঁত হিসাব বঙ্গবন্ধুর। হিসাব করেই তিনি বলেছিলেন ২৫ মার্চেই পাকিস্তানিরা ক্র্যাকডাউন করবে।

আমার স্মৃতির পাতায় সেই ২৫ মার্চের কথা মনে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে শিল্পপতি শ্রদ্ধেয় জহিরুল ইসলামের কাছ থেকে আমরা একটা গাড়ি চেয়ে নিয়েছিলাম। এই গাড়ির পেছনে আমাদের ব্যাগ থাকত। আমরা তৈরি থাকতাম, কোন সময় কী ঘটে। বঙ্গবন্ধু সব সময় বলতেন, 'প্রস্তুত থেকো।' যুদ্ধ শুরু হলে কলকাতা গেলে আমরা কোথায় থাকব? ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখ বঙ্গবন্ধু আমাদের ঠিকানা মুখস্থ করিয়েছেন। সানি ভিলা, ২১ নম্বর রাজেন্দ্র রোড, নর্দান পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা। ২৫ মার্চ বহু লোক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এসেছেন। অনেকেই অনুরোধ করে বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু, ৩২ নম্বরের বাসভবন ত্যাগ করেন।' বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'ওরা যদি আমাকে না পায়, ঢাকা শহরকে ওরা তছনছ করবে। লক্ষ লক্ষ লোককে ওরা হত্যা করবে। আমি তো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমি এভাবে অন্য জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারি না। আমি আমার বাড়িতেই থাকব। কারণ আমি আমার জীবন বাংলার মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছি। জীবন এবং মৃত্যু একসাথে। আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মৃত্যুকে বারবার আলিঙ্গন করেছি। এবারও আমি এখানেই থাকব। আমার দেশ যে স্বাধীন হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই।'

২৫ মার্চ রাতে ঢাকা নগরীর নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বর পাকিস্তান বাহিনী ট্যাংক ও ভারী অস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামানের গোলা, মর্টারের শেল আর মেশিনগানের ভয়াল গর্জনে রাত ১২টার পর পুরো নগরীই জাহান্নামে পরিণত হয়। চারদিকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে ইতিহাসের পৈশাচিক হত্যাকা। শুরু হয় বাঙালি নিধনে গণহত্যা। চারদিকে শুধু বিকট আওয়াজ। লক্ষাধিক লোককে এক রাতেই হত্যা করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

মার্চের ২৫ থেকে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ পর্যন্ত কালপর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি নিধনে ৯ মাসব্যাপী বর্বর গণহত্যা পরিচালনা করে। 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নীলনকশায় ঢাকার চারটি স্থান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস এবং তৎকালীন পিলখানা ইপিআর (বর্তমান বিজিবি)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দসহ ইকবাল হলের (বর্তমানে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্রলীগ নেতা চিশতী হেলালুর রহমান, জাফর আহমদসহ জগন্নাথ হলের অনেক ছাত্রকে হত্যা করে। এ ছাড়া রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম ছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর আওতাভুক্ত। একাত্তরের গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষাধিক মানুষ যে শহীদ হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ বহন করছে ওই সময়ে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক পত্রিকাগুলো। অস্ট্রেলিয়ার পত্রিকা হেরাল্ড ট্রিবিউনের রিপোর্ট অনুসারে ২৫ মার্চ রাতে শুধু ঢাকা শহরেই এক লাখ লোককে হত্যা করেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সরাসরি গণহত্যা চালানোর অভিযোগ করেন। 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞকে বিশ শতকের পাঁচটি ভয়ংকর গণহত্যার অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলের মতে, '৭১-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'তিন মিলিয়ন' বা ত্রিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যান্ডে নাজি বাহিনীর বর্বরতার চেয়েও ভয়াবহ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হেরাল্ড ট্রিবিউন ১৯৭১ সালের ১ জুন লিখেছে, 'পাকিস্তানের গণহত্যা থেকে রেহাই পেতে লাখ লাখ উদ্বাস্তু মুসলমান এবং অন্যরা স্রোতের মতো ভারতে চলে আসছে।' মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাস পর ২৬ এপ্রিল নিউজউইক লিখেছে, 'ইসলামাবাদ হাইকমান্ডের নির্দেশে সেনারা পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক এবং নেতৃত্ব প্রদানে সম্ভাবনাময় এমন সব লোককে পাইকারি হারে হত্যা করছে।' মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশে গণহত্যা তদন্তে পাকিস্তানে যে 'হামুদুর রহমান কমিশন' গঠিত হয়েছিল, সেই কমিশন তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশে গণহত্যার কথা স্বীকার করে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের কথা বলেছে।

২০১৮-র ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে বিষয়টি উত্থাপন করি এবং ওই বই থেকে উদ্ধৃত করে বক্তৃতায় বলি, ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালন করা হোক। সেদিন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং একটি দিন নির্ধারণ করে আলোচনার প্রস্তাব করলে তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। ১১ মার্চ শনিবার সর্বসম্মতক্রমে রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়।

লেখক: আওয়ামী লীগ নেতা, সংসদ সদস্য, সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

কৃপণতা, অপচয় ও মধ্যমপন্থা



জাফর আহমাদ

কৃপণতা বা ব্যয়কুণ্ঠতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যারা আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদের বেলায় কৃপণতা প্রদর্শন করে তারা যেন এ ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত না থাকে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যে সম্পদের বেলায় তারা কৃপণতা প্রদর্শন করেছে সে সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলায় হার রূপে পরিয়ে দেয়া হবে।" (আল ইমরান ঃ ১৮০)

আরবী ভাষার 'বখিল' অর্থ কৃপণ। বোখল অর্থ কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা বা অর্থ ব্যয়ে কাতরতা। আবহমানকাল ধরে আমাদের সমাজে আরবী 'বখিল' শব্দটি বহুল প্রচলিত। যার দরুন বাংলা ক্রিয়ারূপের মতো 'বখিলতা' ব্যবহার করে থাকে। বোখল বা কার্পণ্যের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ হল-'যা আল্লাহর রাহে ব্যয় করা কারো ওপর ওয়াজিব, তা না করা।' এ কারনেই কার্পণ্য বা বোখল হারাম এবং এ জন্য আল কুরআনে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যে সব ব্যয় ওয়াজিবের আওতাভুক্ত নয়, সে সব ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পণ্য বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্পণ্য বা বোখল হারাম নয় তবুও এটি উত্তমের পরিপন্থী এক অভ্যাস।

'কৃপণতা একটি সামাজিক অপরাধ। বোখল বা কার্পণ্য অর্থেই আরও একটি শব্দ কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলো 'শুহ্'। এর আভিধানিক অর্থ হলো: কৃপণ হওয়া, কমে যাওয়া, লোভ করা ইত্যাদি। এ শব্দটি যখন নাফসুন শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে 'শুহ্হান নাফস' বলা হয় তখন তা দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা এবং মনের নীচতার সমার্থক হয়ে যায় যা বখিলী বা কৃপণতার চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহণ করে। এ বৈশিষ্টের অধিকারী ব্যক্তি অন্যের অধিকার স্বীকার করে না। সে চায় দুনিয়ার সবকিছু সে-ই লাভ করুক। অন্য কেউ যাতে কিছু না পায়। নিজে তো দান করেই না বরং সে অন্যের দান করাটাও পছন্দ বা সহ্য করতে পারে না। তার লালসার দৃষ্টি নিজ সম্পদের বাইরে অন্যের সম্পদের ওপর গিয়েও পড়ে। সে চায় চারদিকে যত ভাল বস্তু আছে তা সে দুহাতে লুটে নিবে অন্যরা কিছু পাবে না।

এ কারনেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ" শুহ্ বা কৃপণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ এটিই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে। এটিই তাদেরকে রক্তপাত ঘটাতে এবং অপরের মর্যাদাহানি নিজের জন্য বৈধ করতে প্ররোচিত করেছে। এটিই তাদের জুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই তারা জুলুম করেছে। পাপের নির্দেশ দিয়েছে তাই পাপ করেছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলেছে তা তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" যারা শুহ্ বা মনের সংকীর্ণতা, কার্পণ্য থেকে মুক্ত থেকেছে, তারাই সফলকাম হয়েছে।" (তাগাবুন ঃ ১৬)

কৃপনতা একটি সামাজিক ব্যাধিও বটে। এটি সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। একটি সুস্থ সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। এটি ছাড়া কখনো একটি সুস্থ্য-সুশীল সমাজ গঠিত হতে পারেনা। একটি সুস্থ সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। এটি ছাড়া কখনো একটি সুস্থ্য-সুশীল সমাজ গঠিত হতে পারেনা।

কৃপণতার শাস্তি সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে। আল-কুরআনের একাধিক আয়াতে এটিকে অকল্যাণকর বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং কুরআনে কৃপণ ব্যক্তিকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। "যারা স্বর্ণ-রোপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না। তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।"(সুরা তওবাঃ ৩৪) এ আয়াতে এটি একটি অকল্যাণকর ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "কৃপণ ব্যক্তি জান্নাত হতে দুরে,আল্লাহ হতে দুরে, কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী।" (তিরমিযি)

ইসলাম ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য যথোপযুক্ত কর্মসুচী দিয়েছে। ঈমান, সালাত, সওম, হজ্জ ও যাকাত হলো এই কর্মসূচীর অন্যতম ইনষ্ট্রুমেন্টস। এগুলোর নিয়মিত অনুশীলনের ফলে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। এছাড়াও মুসলমানদের আল্লাহর পথে দান করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের অর্থসম্পদে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার কায়েম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে মুসলমানকে দানশীল, উদার হৃদয়, সহানুভূতিশীল ও মানব-দরদী হতে হবে।

যারা অর্থগৃধু ও অর্থলোলুপ মুলত তারাই হাড়কৃপণ হয়। সম্পদের পুজা করতে করতে এক পর্যায়ে তার মধ্যে মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভুতি কোন কিছুই আর থাকে না। এমনকি তার নিজের লোককেও চরম বিপদের সময়ে দান করতে সে কুণ্ঠাবোধ করে।

অপচয় বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়: অপচয় হলো ব্যয়কুণ্ঠতা ও কৃপণতা বিপরীতধর্মী বিষয়। কৃপণতার পাশাপাশি ইসলাম অপচয় বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়কেও অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই হিসাবে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "(সম্পদ ব্যয়ে) সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সুরা আনয়াম ঃ ১৪১)"অপব্যয় করো না। অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই, আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।"(সুরা বণী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭)

মধ্যমপন্থা বা ভারসাম্যতা: এই দুই প্রান্তিক চরিত্রের মাঝামাঝি ইসলাম মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেছে। একটি ভারসাম্যপুর্ণ জাতির নেতা হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমার হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না, (অর্থাৎ ব্যয়ের বেলায় কৃপণ হয়ো না) আর একেবারে খোলা ছেড়েও দিও না (অর্থাৎ নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে খালি হাতে বসে থেকো না)-অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে।" (সুরা বণী ইসরাঈল ঃ ২৯) এর অর্থ হলো লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য থাকতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এ দুটির মাঝামাঝি তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না। আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবে না। 'অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, ফাসেকী ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনেও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন-সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এভাবে ধন-দৌলত খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।

ইসলাম ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য যথোপযুক্ত কর্মসুচী দিয়েছে। ঈমান, সালাত, সওম, হজ্জ ও যাকাত হলো এই কর্মসূচীর অন্যতম ইনষ্ট্রুমেন্টস। এগুলোর নিয়মিত অনুশীলনের ফলে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। এছাড়াও মুসলমানদের আল্লাহর পথে দান করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের অর্থসম্পদে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার কায়েম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে মুসলমানকে দানশীল, উদার হৃদয়, সহানুভূতিশীল ও মানব-দরদী হতে হবে। স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা পরিহার করে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সৎকাজে এবং ইসলাম ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করতে হবে। ইসলাম শিক্ষা ও অনুশীলন এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সামষ্টিক পরিবেশ কায়েমের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে এ নৈতিক বল সৃষ্টি করতে চায়। এ ভাবে কোন প্রকার বল প্রয়োগ ছাড়াই হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় মানুষ সমাজ কল্যাণে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে। ইসলামী সমাজে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরস্পরকে আর্থিক সাহায্য তথা ঋণ দেয়া অপরিহার্য কর্তব্যরূপে চিহ্নিত হবে। ইসলাম একটি ভারসাম্য জীবন ব্যবস্থা হিসাবে জীবনের সামগ্রীক ব্যবস্থায় ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থার শিক্ষা দিয়েছে। যার অবস্থান কৃপণতা ও অপচয়ের মাঝামাঝি।

পুতিন কি ধর্মযুদ্ধে নেমেছেন?

সারফুদ্দিন আহমেদ

ইউক্রেন সংকটের ব্যাপারে খোঁজ রাখতে টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যাঁরা চোখ রাখছেন, পত্রপত্রিকায় দেশের বা দেশের বাইরের পর্যবেক্ষকদের বিশ্লেষণ পড়ছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধের বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেছেন। এই যুদ্ধ নিয়ে যেসব কথা বারবার বিশ্লেষকদের আলোচনায় ঘুরে ফিরে আসছে, সেগুলো মোটামুটি এ রকম:

ইউক্রেনের ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) যুক্ত হওয়া ঠেকাতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ধনুকভাঙা পণ করেছেন, সে কারণে তিনি এই হামলা করেছেন; পুতিনের লক্ষ্য, ইউক্রেনের বর্তমান সরকারকে উৎখাত করে সেখানে তার তাঁবেদার কাউকে বসিয়ে দেওয়া; অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে রাশিয়ার নাগরিকদের কাছে খোদ পুতিনের দেওয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তিনি ইউক্রেনকে সামরিকীকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ ও নাৎসি প্রভাবমুক্ত করতে চান; ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র পুতিনের এই অভিযানকে আগ্রাসন হিসেবে নিয়ে রাশিয়াকে একঘরে করে ফেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে–ইত্যাদি।

তবে পুতিনের এই অভিযান কি শুধুই ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক? নাকি তার বাইরেও আদর্শিক কোনো ঘটনা আছে?

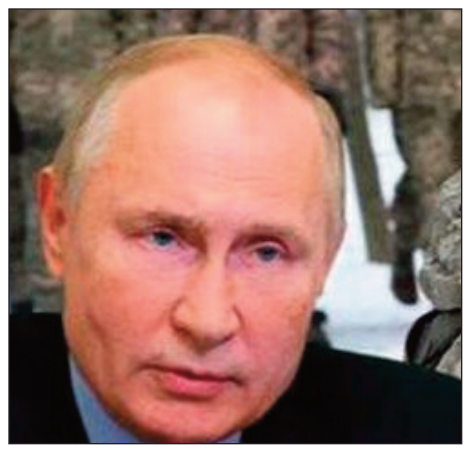
এসব প্রশ্ন এখন উঠতে শুরু করেছে। এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে অবধারিতভাবে এমন একজনের নাম উঠে আসছে, এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে রাজনীতিভিত্তিক তত্ত্বের প্রসিদ্ধ গবেষকেরা ছাড়া যাঁর নাম রাশিয়ার বাইরের সাধারণ মানুষ বলা যায় শোনেইনি। তবে এখন তাঁর নাম প্রায়শই উচ্চারিত হচ্ছে। তিনি হলেন আলেকসান্দর দুগিন।

ইতিমধ্যেই সচেতন পাঠকদের একটা বড় অংশ জেনে গেছেন, ৬০ বছর বয়সী আলেকসান্দর দুগিনকে বলা হচ্ছে 'পুতিনের মগজ'। অর্থাৎ পুতিন যা যা করে থাকেন, তার মূল মন্ত্রনাদাতা হলেন এই দুগিন।

দুগিনের লেখা বইপত্র রাশিয়ায় বিশেষ মর্যাদার আসনে রাখা হয়েছে। তাঁর লেখা দ্য ফাউন্ডেশন অব জিওপলিটিকস: দ্য জিওপলিটিক্যাল ফিউচার অব রাশিয়া বইটিকে পুতিনের রাশিয়ার 'মেনিফেস্টো' এবং অন্তর্নিহিত নির্দেশনা গ্রন্থ হিসেবে দেখা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট 'ডেইলি বিস্ট' এর 'দ্য ফার রাইট বুক এভরি রাশিয়ান জেনারেল রিডস' শীর্ষক একটি লেখায় এই বইটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দুগিনের এই বইটি রাশিয়ার সেনাবাহিনীর কর্নেল পদমর্যাদার ওপরের সব কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয়।

এ ছাড়া এই বইসহ দ্য ফোর্থ পলিটিক্যাল থিউরি, দ্য গ্রেট অ্যাওকেনিং ভার্সেস দ্য গ্রেট রিসেট, পলিটিক্যাল প্ল্যাটোনিজম: দ্য ফিলোসফি অব পলিটিকস ইত্যাদি বই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। এর মধ্য দিয়ে আলেকসান্দর দুগিননের রাজনৈতিক দর্শনকে রাশিয়ার বর্তমান প্রজন্মের মগজে রুয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সেই দর্শনের মূল যেখানে প্রোথিত, সেটি হলো অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ানিটি। এই ধর্মীয় অনুশাসন রাশিয়ার মানুষের জীবনাচরণে প্রতিষ্ঠা করা গেলেই সমগ্র রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ হবে। তখন সেই রাশিয়া হয়ে উঠবে ভ্যাটিকানের ক্যাথলিক চার্চের অনুসারী পশ্চিমাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি মহাশক্তি। দুগিনের চিন্তা, বিশ্বাস ও পরিকল্পনা ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করছেন ভ্লাদিমির পুতিন। সেই অর্থে পুতিনের এই যুদ্ধের পেছনে অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রতিষ্ঠার অদম্য বাসনা কাজ করছে বলে মনে করা হচ্ছে।



দুগিনের তত্ত্ব কী

যেহেতু দুগিন হলেন পুতিনের 'মগজ', সেহেতু দুগিনকে বোঝা দরকার। পুতিনের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভেতর থেকে বুঝতে গেলে সেই মগজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝা জরুরি।

দুগিন রাশিয়া জারের শাসন, সোভিয়েতের উত্থান-পতন ও পশ্চিমা উদারনৈতিক পুঁজিবাদী চরিত্র দেখে ও সেসব বিশ্লেষণ করে মনে করছেন, কমিউনিজম তথা সেক্যুলারিজম গোটা রাশিয়াকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এক করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না। অন্যদিকে পশ্চিমা উদারনৈতিক পুঁজিবাদ যদি রাশিয়ায় গেঁড়ে বসে তাহলে রুশ নাগরিকদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমাদের দাসত্ব করতে হবে।

এ কারণে তিনি কমিউনিজম, সেক্যুলারিজম ও পুঁজিবাদের মতো ঐতিহ্যিক দর্শন থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি তত্ত্ব নিয়ে রাশিয়ার মানুষের সামনে হাজির হয়েছেন।

দ্য ফোর্থ পলিটিক্যাল থিউরি বইটিতে দুগিন বিশদভাবে সেই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। এই থিওরির মূল ভাষ্য হলো, আমেরিকান উদারনীতিবাদকে ধ্বংস করতেই হবে। জায়ানিজমপন্থী যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি আছে, সেটিকেও ধ্বংস করতে হবে।

দুগিনের এই ভাষ্য সন্দেহাতীতভাবেই ফ্যাসিবাদী। তবে দুগিন আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছেন, পশ্চিমা লিবারেলিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে তাদের জীবনাচরণ রক্ষণশীল সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়।

মানবাধিকারের নামে তারা সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতির ওপর সংখ্যালঘুর বোঝা চাপিয়ে দিতে চায়। দুগিন মনে করেন, মানুষের মানবাধিকার নির্ধারিত হবে তার নিজস্ব সমাজ থেকে। তার স্থানীয় সংস্কৃতি থেকে। সমকামিতা, বহুগামিতার মতো বিষয় যে সমাজ গ্রহণ করতে পারে না, সেখানে মানবাধিকারের কথা বলে তা বৈধতা দেওয়া যাবে না।

দুগিনের তত্ত্বের মূল উৎস যেখানে

রাশিয়ার নাগরিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের নামের সঙ্গে 'ভ্লাদিমির' নামটি যুক্ত থাকতে দেখা যায়। যেমন: ভ্লাদিমির পুতিন, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন–ইত্যাদি। প্রায় হাজার বছর ধরে এভাবে রুশ পিতামাতা (সবাই নয়) তাদের প্রিয় পুত্র সন্তানের নামের সঙ্গে 'ভ্লাদিমির' যুক্ত করেন যে মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, তিনি হলেন ইতিহাসখ্যাত রুশ সম্রাট 'ভ্লাদিমির দ্য গ্রেট'। তিনি 'সেইন্ট ভ্লাদিমির' বা 'সাধু ভ্লাদিমির' নামেও পরিচিত। ৯৮০ থেকে ১০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি রাশিয়া শাসন করেছিলেন।

দুগিনের তত্ত্ব বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই ভ্লাদিমির দ্য গ্রেটের, অর্থাৎ হাজার বছর আগের বাইজান্টিয়াম শাসনামলে। সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্যকে শাসনের সুবিধার জন্য দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এক ভাগে ছিল ইতালির রোমকেন্দ্রীক রোমান সাম্রাজ্য। অন্যটি ছিল আজকের তুরস্ক বা কনস্টান্টিনোপল কেন্দ্রিক রোমান সাম্রাজ্য। দুটিই রোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে যে রোমান সাম্রাজ্য তৈরি হয়, সেটিকে বলা হয় বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্য। ইয়েটসের 'সেইলিং টু বাইজান্টিয়াম' কবিতায় এই সাম্রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধির কথা পাওয়া যায়।

এই বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে যে রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে সেই সভ্যতার মানুষ ছিল অর্থোডক্স খ্রিষ্টান। আর রোম নগরকে কেন্দ্র করে যে রোমান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, সেখানকার বাসিন্দারা হলেন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে বেশি শক্তিধর ছিল বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্য।

রাশিয়ার ভ্লাদিমির দ্য গ্রেট বাইজান্টিয়ামের অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের সংস্পর্শে এসে অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং অর্থোডক্স খ্রিষ্টান হিসেবে বাইজান্টিয়াম শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজের সাম্রাজ্যকে যুক্ত করেন।

ভ্লাদিমিরের অর্থোডক্স খ্রিষ্টান রাশিয়ায় ফিরতে চান দুগিন

আজকের আলেকসান্দর দুগিন সেই হাজার বছর আগের বাইজান্টিয়াম শাসনামলের অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের মূল্যবোধে ফিরে যেতে চান। তিনি সেই অর্থোডক্স রোমান সাম্রাজ্যে ফিরে যেতে চান যে সাম্রাজ্যটি অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ানিটি ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে এবং লালন করে। দেশীয় কৃষ্টি কালচার ও দেশীয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে যা পরিচালিত হবে।

আর দুগিনের এই ইচ্ছার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো ইতালির রোম কেন্দ্রিক ক্যাথলিক খ্রিষ্টান দর্শন। ক্যাথলিকদের সঙ্গে অর্থোডক্সদের চিরন্তন শত্রুতা রয়ে গেছে। এই দুই পক্ষের বিশ্বাস, জীবনাচার ও ধর্মীয় আচার ব্যবহারে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। অর্থোডক্সদের বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের ভাষা ইব্রামি (এটি আসলে হিব্রু, আধুনিক কালে এই ভাষাকে তিব্রিয়ান ভাষা বলা হয়)। আর ইতালি বা রোম কেন্দ্রিক রোমান সাম্রাজ্যের ক্যাথলিকদের প্রধান ভাষা ল্যাটিন।

ইতালির রোমকেন্দ্রিক ক্যাথলিকদের ধর্মগুরুকে বলা হয় পোপ। আর বাইজান্টিয়াম (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



লন্ডনে বাংলাদেশী নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

(প্রথম পাতার পর)

দুর্ঘটনা ঘটেছে। লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ ও লন্ডন স্যোশাল সার্ভিসের উদ্ধৃতি দিয়ে স্থানীয় লেবার পার্টি নেত্রী রেবেকা সুলতানা রোববার (২৭ মার্চ) লন্ডন সময় ভোরে জানান, আমরা যতটুকু জেনেছি ইয়াসমিন তার দুই পুত্রকে নিয়ে থাকতেন। অন্যান্য দিনের মতো গত বুধবার সকালে তিনি তার দুই পুত্রকে ঘরের পাশের স্থানীয় বঙ্গবন্ধু স্কুলে পৌঁছে দেন। ইয়াসমিনের বড় ছেলে ক্লাস ফাইভ ও ছোট ছেলে ইয়ার ওয়ানের ছাত্র। বিকালে স্কুল ছুটির পরও ছেলেদের নিতে না আসায় স্কুলের শিক্ষিকা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ তার ইয়াসমিনের ঘরের দরজা ভেঙে ইয়াসমিনের ছুরিকাহত লাশ উদ্ধার করে।

ভবনের বাসিন্দা ও ইয়াসমিনের প্রতিবেশিরা জানিয়েছেন, ইয়াসমিন শান্ত স্বভাবের একজন নারী। তার দুই শিশু সন্তান মাকে হারিয়ে এখন নির্বাক। নিহত ইয়াসমিনের খুনের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এ হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

এদিকে শনিবার (২৬ মার্চ) মাগরিবের নামাজের পর নিহত ইয়াসমিনের রুহের মাগফিরাত কামনায় প্রতিবেশিদের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বায়তুল আমান মসজিদের ইমাম হাফিজ আনোয়ার হোসেন দোয়া পরিচালনা করেন। এসময় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র জন বিগস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও ঘটনার খোঁজ খবর নেন। কমিউনিটি নেতা আহাদ চৌধুরী বাবু বলেন, জনবহুল ও বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন ও শোকাচ্ছন্ন।

কানাডায় বিমান ঃ নিউইয়র্ক রুটের খবর নেই

(প্রথম পাতার পর)

খন্দকার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বহুল প্রতীক্ষিত এ ফ্লাইটের মাধ্যমে বিমানের ইতিহাসে নবদিগন্তের সূচনা হলো। বিমানের ঢাকা-টরন্টো-ঢাকা ফ্লাইটের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের বন্ধুপ্রতীম দেশ কানাডার সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ সহজ হবে। দুই অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারেও ভূমিকা রাখবে বিমানের এ রুট।

এদিন বিশেষ মোনাজাত শেষে ফিতা কেটে ঢাকা-টরন্টো-ঢাকা রুটে ফ্লাইটের শুভ উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী।

এসময় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান সাজ্জাদুল হাসান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন, বিমান পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও বিজিএমইএ-এর সভাপতি ফারুক হাসান, বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশে অবস্থিত কানাডিয়ান হাইকমিশনের ট্রেড কমিশনার কামাল উদ্দিন এবং বিমানের পরিচালকরাসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে 'ঢাকা-কানাডা' রুটে বিমানের ফ্লাইট চালু হলেও অনেক আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'নিউইয়র্ক-ঢাকা' রুটে বিমানের ফ্লাইট চালু না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের মাঝে নানা ক্ষোভ আর মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এয়ার টিকট ব্যবসায়ীরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সংশ্লিস্টদের মাঝে প্রশ্ন প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবী 'নি-উইয়র্ক-ঢাকা' রুট চালুর। এই রুট চালুর ব্যাপারে স্বয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময়ে আশার কথা শুনিয়েছিলেন। সরকারের মন্ত্রী-এমপিরাও একাধিকবার নিউইয়র্ক সফরকালীন সময়ে 'নিউইয়র্ক-ঢাকা' রটি চালু হবে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আশার কথা দূরাশায় পরিণত হলো-এমন অভিমত সচেতন প্রবাসীদের।

ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ভোট ৩ বা ৪ এপ্রিল : শেখ রশিদ

(প্রথম পাতার পর)

ভোট আগামী ৩ বা ৪ এপ্রিল তারিখে হতে পারে। শনিবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমদ।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব এনে বরং ইমরান খানের উপকার করেছেন। এর মাধ্যমে আগের চেয়ে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছে। শেখ রশিদ বলেন, রাজধানীতে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুসারে সবাই সমাবেশ করতে পারবে কিন্তু কেউ রেড জোনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

ইসলামাবাদে দেশটির পার্লামেন্ট, প্রেসিডেন্টের দফতর, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, সুপ্রিম কোর্ট, সেক্রেটারিয়েটসহ বিবিধ সরকারি দফতরের অবস্থানের এলাকাটি রেড জোন হিসেবে পরিচিত।

শেখ রশিদ সতর্কতা জানান, কাউকেই আইন হাতে নেয়ার অনুমতি তিনি দেবেন না। রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুসারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই পালন করবে।

গত ৮ মার্চ পাকিস্তানের সংবিধানের ৫৪ ধারার অধীনে বিরোধী দলগুলোর সম্মিলিত এক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের প্রতি অনাস্থা ভোটের জন্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি সেক্রেটারিয়েটে প্রস্তাব জমা দেয়।

সংবিধানের ৫৪ ধারা অনুসারে, ২৫ শতাংশ সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত কোনো প্রস্তাব যদি জমা দেয় হয় তবে স্পিকারকে ১৪ দিনের মধ্যে ওই বিষয়ে অধিবেশন আহ্বান করতে হয়।

এই ধারা অনুসারে ২২ মার্চ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশনের আহ্বানের শেষ দিন ছিলো। এর একদিন আগেই ২১ মার্চ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সেক্রেটারিয়েট থেকে শুক্রবার অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

শুক্রবার নির্ধারিত সময় সকাল ১১টায় অধিবেশন শুরু হলেও স্পিকার আসাদ কায়সার সোমবার সকাল ৪টা পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত করেছেন।

সুইপার আর মন্ত্রীর বন্ধুত্বের!

(প্রথম পাতার পর)

সম্প্রতি ফেসবুকে তুলে ধরেছেন তাঁর বাল্যবন্ধু রংপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচ্ছন্নতাকর্মী (সুইপার) থেকে সম্প্রতি অবসর নেওয়া ছিতুয়ার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের নানা স্মৃতি। অনলাইনে তাঁর সুইপার আর মন্ত্রীর বন্ধুত্বের কাব্যগাথা শিরোনামে স্মৃতিকথাটি পোস্ট করা মাত্রই নেটিজেনদের নজর কাড়ে। এতে অনেকেই তাঁদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার তারিফ করছেন।

সুইপার আর মন্ত্রীর বন্ধুত্বের কাব্যগাথা শিরোনামে ডা. মো. এনামুর রহমান লিখেছেন, 'পতাকাবাহী গাড়ি। পুলিশ প্রটোকল। বাড়তি লোকজনের ভিড়। এসব দেখে কিছুটা হতভম্ব ছিতুয়া। আমাদের সেই বন্ধুত্বের আবেগ আর আমার দুরন্তপনার দিনগুলো তখন অতীতের স্মৃতির ঝাঁপি খুলে জ্বলজ্বলে তারা হয়ে উপস্থিত আমার চোখের সামনে।

তিনি লিখেছেন, কিন্তু ছিতুয়া প্রচণ্ড আড়ষ্ট। নিজেকে আড়াল করার কি ব্যর্থ চেষ্টা! আমি বুঝতে পারছিলাম, প্রতিমন্ত্রী হিসেবে চারপাশের প্রটোকলের আবহ ছিতুয়া আর আমার সম্পর্কের মধ্যে এক অদৃশ্য দেয়াল টেনে দিচ্ছে।

জনারণ্যে 'এই ছিতুয়া' বলে ডাকতেই ফিরে তাকাল সে। পড়ন্ত বয়সেও যেন সেই হারানো যৌবনের চকচকে চোখে মৃদু হাসিতে তাকাল আমার দিকে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই বন্ধুকে বুকে টেনে নিয়ে বুক ফুলিয়ে গর্বের সঙ্গে বললাম, এই ছিতুয়াই আমার স্কুলের বন্ধু। ছিতুয়ার তখন ছলছলে চোখ। আমারও গোপন অশ্রুবিন্দুগুলো তখন স্মৃতির মণিমুক্তা হয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে দুই নয়ন।

রংপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচ্ছন্নতাকর্মী (সুইপার) থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছে ছিতুয়া। ছিতুয়ার পর পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ধারাবাহিক পেশাগত সম্পর্ক ধরে রেখেছে বৌদি গীতা রানী। সে-ও এখন সুইপার পদে কর্মরত।

তো আসছি ছিতুয়ার প্রসঙ্গে। আমার বাবা মরহুম আক্তারুজ্জামান খান ছিলেন এই অফিসেরই উচ্চমান সহকারী (ইউডি অ্যাসিস্টেন্ট)। আর ছিতুয়ার মা (আমাদের প্রিয় মাসি মা) চানিয়া রানী ছিলেন সুইপার।

তখন ছিলো স্বর্ণালীযুগ। আমরা যে মূল্যবোধে বেড়ে উঠছিলাম, সেখানে জাতপাতের কোনো বালাই ছিল না। আরো অন্যান্য বন্ধুদের মতো ছিতুয়া-ও ছিল আমার দুরন্ত শৈশব আর কৈশোরের অসাধারণ এক বন্ধু। রংপুরের রবার্টসনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই ছিল ছিতুয়া। তারপর পড়াশোনায় ইস্তফা দিলেও আমাদের বন্ধুত্বে ভাটা পড়েনি কখনো।

আহারে জীবন। আমার সোনালি অতীত। সোনালি কৈশোরের কত শত স্মৃতিমাখা রংপুর। আজ ছিতুয়া ঝাপসা করে দিচ্ছে আমার চোখ দুটো। ছিতুয়া আর আমার দুরন্তপনায় রীতিমতো অস্থির থাকত পানি উন্নয়ন বোর্ডের কলোনি। আমি দুঃসাহসী গাছে ছিলাম। যে কোনো গাছে কাঠবিড়ালের মতো তরতর উঠে পড়তে আমার আর ছিতুয়ার জুড়ি মেলা ভার। তো কলোনির আঙিনায় সারি সারি নারিকেল গাছের নারিকেল পরিপক্ক হবার আগেই তা আমাদের কারণে সাবাড় হয়ে যেত। তেমনি আম-কাঁঠাল-ও।

জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে কৈশোরের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো একদিকে যেমন আনন্দের অন্যদিকে অনেক কষ্টের। সেই আনন্দ আর কষ্টের মিশেলে ভিন্ন এক অনুভূতি আজ উপহার হিসেবে তুলে দিয়েছে আমার বন্ধু ছিতুয়া।

সরকারী চাকরি কনটিনিউ করলে বেশ কয়েক বছর আগে আমার নিজেরও অবসর নিতে হতো। আমার বন্ধুদের অনেকেই দেশবরেণ্য চিকিৎসক, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেনেন্ট জেনারেল, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিবসহ আরো কত কি!

ছিতুয়া অবশ্যই তাদের তুলনায় কম কিছু নয়।

বন্ধু মানে আস্থা, নির্ভরতা। বন্ধু মানে ভালোবাসা, যেখানে থাকে না কোনো স্বার্থ। গাড়ির পতাকা, প্রটোকল, পদ পদবি সামাজিক অবস্থান এগুলো সব কিছুই সাময়িক। কিন্তু বন্ধুত্বের বন্ধন চিরদিনের।

'ছিতুয়া বন্ধু আমার। তোর জন্য ভালোবাসা।'

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমানের ফেসবুক ওয়াল থেকে।

করোনা ও যুদ্ধে দারিদ্রের ঝুঁকিতে বিশ্বের ৪ কোটি মানুষ

(প্রথম পাতার পর)

জানায়, ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর থেকে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি আগের অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

২০০৭ ও ২০১০ সালে খাদ্যের যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল বর্তমানে তার চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের উদ্ধৃতি দিয়ে সংস্থা জানায়, ২০০৭ সালে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার ফলে ১৫৫ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছিল। আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়, ২০১০ সালের ঘটনায় ৪৪ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যে পড়েছিল।

সিজিডিইভির গবেষণায় বলা হয়, '২০১০ সালে যে হারে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়িছিল, বর্তমানেও একই মাত্রায় বাড়ছে। তাই আমাদের বিশ্লেষণ বলছে, ২০২২ সালের এ মূল্যবৃদ্ধি ৪০ মিলিয়ন বা চার কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র্যসীমায় ঠেলে দেবে।' বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী চরম দারিদ্র্যসীমা হচ্ছে দিনে ১.৯০ ডলারের কম আয় করা।

গবেষকরা আরো বলেন, 'এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হচ্ছে যেসব দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনের গমের ক্রেতা তাদের জন্য। এ দুই দেশ মিলে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ গম রপ্তানি করে।

এ দুই দেশের ক্রেতার মধ্যে রয়েছে মিসর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আজারবাইজান, তুরস্ক এবং আরো অনেক দেশ। এ অবস্থায় আমদারিকারকরা যখন বিকল্প বাজার থেকে গম কিনতে প্রতিযোগিতা করবে, তখন পণ্যের দাম আরো বেড়ে যাবে।

সৌদ রাজবংশ টিকে থাকার রহস্য

(প্রথম পাতার পর)

নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, সেখানে সৌদি আরবে রাজবংশ কোনো ঝুটঝামেলা ছাড়াই শাসনকার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সাফল্যের রহস্য হলো তাদের ঐক্যবন্ধন। কয়েক মাস আগে আমেরিকার সিএআই থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, সেখানে বলা হয়– 'সৌদি রাজবংশে অভ্যন্তরীণ ভাঙন শুরু হয়েছে।' এরপর জনৈক পশ্চিমা রাষ্ট্রদূত এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সৌদি শাহজাদা বলেন– 'যদি কোনো বিষয়ে সৌদি আরবের রাজবংশ একমত হয়ে থাকে, সেই বিষয়টি হলো যেকোনো উপায়ে নিজেদের পরিবারকে টিকিয়ে রাখা। যদি আদতেই আমরা পরস্পরে লড়াই শুরু করি, তাহলে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারব না।' (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৩ নভেম্বর ১৯৭৯)

এটাই জীবনে সফল হওয়ার রহস্য, সৌদি রাজবংশ যার অনুসরণ করে। যদি মুসলিম সমাজও এই নীতি অনুসরণ করত, তাহলে আচমকাই মুসলিম বিশ্ব এতবেশি শক্তিশালী হয়ে উঠত যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। সেই সব সমস্যারও সমাধান হতো মুসলমানরা যার জন্য কোরবানির পর কোরবানি দিয়ে যাচ্ছে তবু সমাধান হচ্ছে না।

নিজেদের ভেতরের কোনো 'কল্পিত শত্রুর' বিরুদ্ধে তো মুসলিমরা বরাবরই একমত হয়, কিন্তু ইসলামের পুনরুত্থান ও মুসলিম জাতির উন্নয়নে একতাবদ্ধ হতে পারে না। যা-ইবা একতাবদ্ধ হয়, আবার কল্পিত শত্রুর পতনের পরপরই সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইতিবাচক উদ্দেশ্যে যদি একতাবদ্ধ না হতে পারে, তাহলে নেতিবাচক উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হওয়ার কোনো দাম নাই। এই ধরনের একতাবদ্ধ হওয়া অসুস্থ সমাজেরই লক্ষণ, সুস্থতার নয়।

যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় 'ইসলামকে' সিংহাসনে বসানো, তাহলে কখনোই মতবিরোধ হওয়া সম্ভব নয়। 'ইসলামের দুশমনকে' হটিয়েই 'ইসলামকে' সিংহাসনে বসানো সম্ভব। এক্ষেত্রে যে যার মতো জিম্মাদারি পালন করবে। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি ব্যক্তিবিশেষকে ইসলামের ঠিকাদার ঘোষণা দিয়ে তাকে সিংহাসনে বসানো, তাহলে কোনোদিনই একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

কেননা এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই চাইবে নিজেকে সিংহাসনে বসাতে, অথচ আসন মাত্র একটি! পদের লোভ মতবিরোধ করে, আর ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা একতা তৈরি করে।

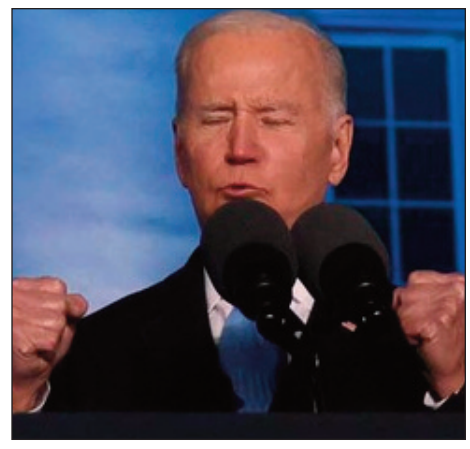
কোনো জাতির মধ্যে ঐক্য না থাকার কারণগুলো সবসময় ভাসাভাসা হয়, তাদের অনৈক্যের সূত্রপাত খুবই ছোটখাটো বিষয় থেকে হয়। একদম নগন্য কিছু সুবিধার জন্য লোকজন একতাবদ্ধ হতে চায় না।

দেখা যায় দশটা ছোট ছোট দলের দশজন নেতা, কিন্তু এই দশটা দল এক করে ফেললে মাত্র একজন নেতা হবে। পদলোভী লোকজন এই কারণেই মতবিরোধ জিইয়ে রাখে, নানাবিধ কারণ তৈরি করে একতা থেকে দূরে থাকে।

আবার কিছু লোক নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকার ফলে তাদের মধ্যে স্বজনপ্রীতি জন্ম নেয়। নিজেদের সবকিছু ভুলের উর্ধ্বে, এবং সবকিছুর মালিকানা তাদের এমন হাবভাব নেয়।

তো কথা হলো একতা অনেক বড় শক্তি, কিন্তু একতা কেবল নিজের আমিত্বকে বিসর্জনের মূল্যেই পাওয়া সম্ভব। আর আমিত্বকে, মানে নিজেকে কোরবানি দেওয়াই মানুষের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

মূল: মাওলানা ওহিদুদ্দিন খান, তর্জমা : মওলবি আশরাফ



হাজার মাইল দূরে থেকেও কেন ইউরোপ নিয়ে ভাবে

(প্রথম পাতার পর)

তারা ইউক্রেনে হামলার প্রতিবাদে রাশিয়ার ওপর অনেক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কিন্তু ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব ৪ হাজার মাইলেরও বেশি। এত দূর থেকেও কেন ইউরোপ নিয়ে ভাবে যুক্তরাষ্ট্র। সে উত্তর দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শনিবার পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদার সঙ্গে দেখা করেন। পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেই জো বাইডেন জানান কেন ইউরোপ নিয়ে ভাবে যুক্তরাষ্ট্র।

বাইডেন জানান, যুক্তরাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হলে ইউরোপে শান্তির প্রয়োজন। ইউরোপ অশান্ত থাকলে সেটির প্রভাব পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে। অশান্ত ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি করে।

এ ব্যাপারে বাইডেন বলেন, বিশ্বের অন্য প্রান্তগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের বিষয়টি নির্ভর করে একটি ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের ওপর, একটি নিরাপদ ইউরোপের ওপর। তিনি আরও বলেন, আমরা শেষ দুটি বিশ্বযুদ্ধ থেকে শিখেছি, যখনই আমরা ইউরোপের বাইরে থেকেছি, ইউরোপের স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে দূরে থেকেছি তখনই সেটি আমাদের ওপর হানা দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হানা দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন আরও বলেন, আমি অনেকদিন ধরেই বলছি, একজন সিনেটর হিসেবে, বৈশ্বিক সম্পর্ক কমিটির সদস্য হিসেবে, ৮ বছর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ও বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে, ইউরোপের স্থিতিশীলতা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ইউরোপ নয় পুরো বিশ্বের স্থিতিশীলতাই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পাদনায় ড. বিলকিস রহমান দোলা

নারীর অগ্রগতি

রাজিয়া নাজমী



নারীর অগ্রগতি ছাড়া কোন রাষ্ট্রের উন্নতি হতে পারে না- এটি বহুল আলোচিত একটি কথা, এবং সর্বসম্মতিতে স্বীকার্য। তবুও নারীর অগ্রগতিতে বাধা থাকার কারণে 'নারী' এবং নারীর ক্ষমতায়ন' আজও আলোচনার শীর্ষে। ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ২০০৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ ব্যবধান পরিমাপ শুরু করেছে, ব্যক্তির জীবনের মূল চারটি বিষয় বিবেচনা করে- শিক্ষা অর্জনের সুযোগ, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগের অধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

তবে, এই চারটি বিষয়ে নারীর অগ্রগতি হলেও এর গতি এখন অনেক কম। কারণ সাড়া বিশ্বে এখন একটি চলমান লিঙ্গ ব্যবধান রয়ে গেছে।

এমনকি একবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ বলে দাবীদার যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক মা তার কন্যাসন্তানকে দেশের ক্যাপিটাল ভবনে নিয়ে গেলে, এই ভবনটির ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নামী দামী পেইন্টিং এবং বিভিন্ন কালের প্রেসিডেন্ট, গভর্নরের প্রতিকৃতির গ্যালারি দেখার পরে, যদি অবাক হয়ে যখন জিজ্ঞেস করে, মা, এখানে কোন মেয়ে রাজনীতিবিদরা নেই কেন? তখন মায়েদের কাছে একটাই উত্তর থাকে- আগামীতে থাকবে! যদিও এটা জানা যে এটি এত দ্রুত হবার নয়। দুঃখ-জনক হলেও এটাই সত্য আমেরিকার স্বাধীনতার ২৪৪ বছর পরে এখনও 'দ্রুত' হবার নয় ভাবা অসঙ্গত নয়। সেই তুলনায় বিশ্বের ছোট দেশগুলির মধ্যে একটি দেশ এবং অ্যামেরিকার স্বাধীনতার বয়সের তুলনায় অনেক নবীন দেশ বাংলাদেশের কোন শিশুর মনে এই প্রশ্ন জাগবে না বা তার মা'কে আমেরিকান নাগরিক মায়ের মত করে বলতে হবে না -আগামীতে থাকবে!

এই তুলনা শুধু মাত্র ক্ষমতাশীল নারীর প্রতিকৃতির গ্যালারি জন্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিকভাবে নারীর অধিকারে সাথে বাংলাদেশের তুলনায় আরও একটি দিক উল্লেখযোগ্য যে যুক্তরাষ্ট্র সংবিধান প্রণেতারা সংবিধান রচনার সময় 'নারী'কে বাদ দিয়ে লিখেছিল। এতে 'All men are equal' বলতে শুধু মাত্র পুরুষদের (এবং বিশেষ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ) বোঝানো হয়েছিল। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ইতিহাসে নারীর অবদানও ছিল।

অন্যদিকে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধান ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রথম একটি যুগান্তকারী দলিল হিসাবে পরিচিত। এতে সাংবিধানিক ভাবে (প্রাতিষ্ঠানিকভাবে) সরকারী এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই মহিলাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবেশ তৈরি করেছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের পরিমাপ অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ ব্যবধান বন্ধ হতে আরও কয়েক যুগ লেগে যাবে এবং ২০২১ সালে প্রকাশিত এদের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুসারে নারীদের আরও কয়েকটি প্রজন্মকে লিঙ্গ সমতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

কভিট-১৯ মহামারীর প্রভাব ক্রমাগত অনুভূত হওয়ায়, বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ ব্যবধান বন্ধ করার ক্ষেত্রে আরো এক প্রজন্ম বেড়েছে কারণ রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান জুড়ে সামগ্রিক লিঙ্গ ব্যবধান সংকুচিত হলেও, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলি দেখায় যে অর্থনৈতিক লিঙ্গ ব্যবধান আরও প্রশস্ত হয়েছে- অবশ্য এটি ২০০৬ সালে যখন বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ ব্যবধান পরিমাপ করা শুরু করেছিলো তার চেয়েও কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অগ্রগতির গবেষণায় দেখা যায় অগ্রগতিতে নারীর পিছিয়ে থাকা বা পিছিয়ে পড়া শুধু মাত্র অনুন্নত, বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই নয়, এই সমস্যা উন্নত দেশগুলিতেও বর্তমান। আশ্চর্যজনক হলেও পশ্চিমা নারী বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

নারীর ক্ষমতায়ন

রুবাইয়া রহমান



নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এমন একধরনের অবস্থাকে বোঝায়, যে অবস্থায় নারী তার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মর্যাদাকর অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব, যখন কোনও বাধা বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারী শিক্ষা, কর্মজীবন এবং নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারবে। যেকোনো দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে সেদেশের জনসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ অর্ধেক জনসংখ্যা যদি পশ্চাৎপদ থাকে তাহলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই যেকোন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সেই দেশের নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্যই জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) একটি অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হলো জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার পাশাপাশি সকল ধরনের অসমতা ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করা। নিজের অধিকার নিয়ে মানুষ যাতে সুন্দরভাবে, নিরাপদে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে এসডিজি অর্জনের সময়কাল ধরা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে লিঙ্গ সমতার প্রতিচ্ছবি যা একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। নারীর ক্ষমতায়নের সাথে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা, অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। বর্তমানে এসবক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেলেও তা সন্তোষজনক নয়। বিশেষভাবে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অতি নগণ্য। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে।

লিঙ্গ বৈষম্য দীর্ঘকাল ধরে সমাজে বিদ্যমান। ফলে আমাদের সমাজে এর অনেক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নারীরা অবহেলিত হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণ না থাকার কারণে সমাজে নারীরা বরাবরই অবহেলিত ছিল। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় ভোটাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি থেকেও দীর্ঘ সময় নারীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কয়েকটি দেশে নারীদের ভোট-াধিকার অর্জনের সময়কাল উল্লেখ করা হল।

দেশ	সন
নিউজিল্যান্ড	১৮৯৩
যুক্তরাষ্ট	১৯২০
যুক্তরাজ্য	১৯২৮
সুইজারল্যান্ড	১৯৭১
কুয়েত	২০০৫

উৎস: Holmes Mary (2009

নারীশিক্ষা ও নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। নারীকে তার কাজের যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে। নারীর কাজকে ছোট কওে দেখা চলবে না। নারীর ক্ষমতায়নে নারীকেই সবার প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। নিজেরা সচেতন না হলে, নিজের উন্নয়ন নিজে না ভাবলে ক্ষমতায়ন অসম্ভব। তাই নারীদের যাবতীয় অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থান সন্তোষজনক। কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন আনয়নের জন্য শুধু শিক্ষার হার বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যদি নারী কর্মজীবনে অর্থাৎ চাকরিতে প্রবেশ না করে তাহলে সমাজে তার অবস্থার উন্নতি হবে না। পরিবার, সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য নারীকে শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি উপার্জনক্ষম হতে হবে। তাহলেই সে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে। ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশ পিছিয়ে রয়েছে। পুরুষেরা (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান ও প্রতিবন্ধকতা

রওশন হক



কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন: একটি পর্যালোচনা

যেকোনো দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে সেদেশের জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যারার অর্ধেক নারী। এ অর্ধেক জনসংখ্যা যদি পশ্চাৎপদ থাকে তাহলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেশের নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্যই জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) একটি অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হলো জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার পাশাপাশি সকল ধরনের অসমতা ও বৈসম্য থেকে মুক্ত করা। নিজের অধিকার নিয়ে মানুষ যাতে সুন্দরভাবে, নিরাপদে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে এসডিজি অর্জনের সময়কাল ধরা হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশ এই সময়কালে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে কাজ করে যাবে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে লিঙ্গ সমতার প্রতিচ্ছবি যা একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। নারীর ক্ষমতায়নের সাথে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা, অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। বর্তমানে এসবক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ললক্ষ্য করা গেলেও তার সন্তোষজনক নয়।

বিশেষভাবে কর্ম ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অতি নগণ্য। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষিত নারীরা কেন কর্মক্ষেত্রে যেতে অনীহা প্রকাশ করে তার কারণ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। বাংলাদেশের নারী ক্ষমতায়নে শুধু শিক্ষিত নারী নয় বরং শিক্ষিত কর্মজীবী নারীর প্রয়োজন সেই বিষয়টি সামনে তুলে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর উন্নয়নে লিঙ্গ বৈসম্য দীর্ঘকাল ধরে সমাজে বিদ্যমান। ফলে আমাদের সমাজে এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নারীরা অবহেলিত হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারছে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণ না থাকার কারণে সমাজে নারীরা বরাবরই অবহেলিত ছিল। যেমন: ভোট-াধিকার। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় ভোটাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি থেকেও দীর্ঘ সময় নারীদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

বিশ্বের বেশিরভাগ উন্নত দেশে বিংশ শতাব্দির প্রথমদিকে নারীরা ভোটের অধিকার পায়। ভোটাধিকার পাওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীরা অনেক পিছিয়ে। বিভিন্ন দেশের সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলক কম।

কিছু দেশ ছাড়া বেশিরভাগ দেশে সংসদে নারী সদস্যের হার ৩০ শতাংশের নিচে। তাছাড়া নারীদের কিছুটা অংশগ্রহণ থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নারীদের উপস্থিতি কম। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বঞ্চিত হওয়ায় অন্যন্য অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা অনেক পিছিয়ে। কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নে নারীকে সর্বক্ষেত্রে সুযোগ দিতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো নারীর ক্ষমতায়নে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজনীয়। সমাজে যথার্থ সম্মান অর্জন করতে হলে অবশ্যই সব ধরনের কর্মক্ষেত্রে নারীদের পদচারণা থাকতে হবে। আর এক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে শিক্ষিত কর্মজীবী নারীরা। কিন্তু আমাদের দেশে বেকার শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বেশি। তবে কর্মক্ষেত্রে শহরের শিক্ষিত নারীদের চেয়ে গ্রামের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। কর্মক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের নারীদের অংশগ্রহণের হার ৩৭ দশমিক ৬ শতাংশ আর শহরের নারীদের হার ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম দেশ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা অর্জন করেছে। এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষায়ও আমাদের এই সাফল্য রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮ মিলিয়ন। এদের মধ্যে ৯৭ দশমিক ৯ শতাংশ বিদবিদ্যালয় ভর্তি হয়েছে, যাদের ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ আবার মেয়ে শিক্ষার্থী। আর মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ হার ৫৩ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেও দেখা যায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উন্নতির দিকে।

কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন আনয়নের জন্য শুধু শিক্ষার হার বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যদি নারী কর্মজীবনে অর্থাৎ চাকরিতে প্রবেশ না করে তাহলে সমাজে তার অবস্থার অব উন্নতি হবে না। পরিবার, সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য নারীকে শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি উপার্জনক্ষম হতে হবে। তাহলেই সে অর্থনীতিতে (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

তোরা সব জয়ধ্বনি কর

শেলী জামান খান



"নারী যখন ফিকশন লেখে তখন তার একটি কক্ষ আর কিছু নগদ অর্থ খুব প্রয়োজন। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। সামাজিক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে টিকে থাকার পরিবেশ নেই। এমনকি তার একান্ত নিজের একটি কামরাও নেই।"

গভীর এক আক্ষেপ নিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন উনিশ শতকের অত্যন্ত আধু-নিক নারীবাদী বৃটিশ লেখক ভার্জিনিয়া উলফ।

২০২২ সালের বিশেষ একটি সময়ে, নারী স্বাধীনতা আন্দোলন যখন দৃশ্যমান একটি জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে, এরকম একটি সময়েও ভার্জিনিয়ার এই কথাগুলোর মূল্য অপরিসীম। সমান অর্থবহ! কারন ইতোমধ্যে পৃথিবীর বয়স আরও একশ বছর বেড়ে গেছে। শুধু অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে নয়, নারীর প্রয়োজন একজন পরিপূর্ণ 'মানুষ' হিসেবে সন্মান। সভ্যতার সূচনা লগ্নে ছিনতাই হয়ে যাওয়া সেই অধিকারটুকু পুনরায় অর্জন করার লড়াই নারীকে এখনও লড়ে যেতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তীলগ্নে, বাঙালী নারীর অবস্থান এবং নারী স্বাধীকার আন্দোলণের প্রেক্ষাপট পর্যালাচনা করলে আমরা কী দেখতে পাই? সমাজের উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত নারীদের যাপিত জীবনে আজও সেই 'একান্ত নিজস্ব কামড়া'র হাহাকারটি রয়েই গেছে। অন্যদিকে প্রান্তিক নারীরতো মাথা গোঁজার নিজস্ব স্থান টুকুই নেই। প্রান্তিক নারী আজও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাবা, ভাই এবং সন্তানের গলগ্রহ হিসেবে বেঁচে থাকে। গত একশ বছরেও নারীর, দৃশ্যত বাঙালী নারীর অবস্থানে বড় রকমের কোন পরিবর্তন আসেনি।

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার অর্ধশত বছর উদযাপন করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বাঙালী নারীরা নিজেদের স্বাধীনতার পথে কতদূর এগিয়েছি? সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্তমান সময়ে বাঙালী নারীরা ঘরে-বাইরে, কমবেশী সব ক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ হয়ে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারপরও সংসারে তথা সমাজে পুরুষের মত করে, সমানভাবে, জীবনকে উপভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে সমান মর্যাদা, কোন কোন ক্ষেত্রে সমান মজুরী থেকেও। আজকের বাঙালী নারীর লড়াই হল সেই বঞ্চনা থেকে বেরিয়ে আসার লড়াই।

আমরা পেছন ফিরে তাকালে কি দেখতে পাই?

আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আঠারো শতকের নারীদের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? রাষ্ট্রীয় আইন, সামাজিক বিধিনিষেধ, ধর্মীয় কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক কারণে পদে পদে বৈষম্যের শিকার ছিলেন নারীরা। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, দাসপ্রথা ও সতীত্বের প্রশ্নে নারীদের পায়ে পরানো ছিল পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খল। এমনকি কিশোরী এবং তরুনী বিধবাদের জীবনযাপনে, খাদ্য এবং পোশাকে কঠোর অনুশাসন পালন করতে হত।

নারীর শিক্ষার পথে প্রধান প্রতিকূলতা ছিল সমাজের কুসংস্কার। 'নারী শিক্ষিত হলে তার স্বামীর অকাল মৃত্যু হবে' এমন অন্ধবিশ্বাসও সমাজে প্রচলিত ছিল।

উনিশ শতকে সারা বিশ্ব তথা ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় বিশাল এক জোয়ার এসেছিল। সেই জোয়ারের ঠেঁউ বাঙালমূল্লুকেও আলোরণ তুলেছিল। ঐসময়কার শিক্ষিত নব্যযুবকদের আগ্রহেই উচ্চশ্রেনীর অন্তপুরবাসী নারীদের মাঝে শিক্ষার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। যদিও সেই শিক্ষা ছিল শিক্ষিতপাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী তৈরির শিক্ষা। শিক্ষিত আধুনিক পুরুষ তার চাহিদা অনুযায়ী সমকক্ষ নয় বরং স্বল্পশিক্ষিত নারী সহচরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। তাই নারী শিক্ষার সিলেবাসও সেভাবেই ডিজাইন করা হয়েছিল। সব ধরনের শিক্ষা নারীর জন্য প্রযোজ্য ছিল না। বিজ্ঞান, আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্র নারীর সিলেবাসে ছিল না। তার পরিবর্তে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সন্তান প্রতিপালন, সেলাই ফোরাই, সঙ্গীত, ভাষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা তাদের কারিকুলামের অন্তর্ভূক্ত ছিল। যাতে নারীরা সুমাতা, সু-নপুনা গৃহিনী, সুসজ্জিত, সুভাষিনী স্ত্রী রূপে শিক্ষিত স্বামীর পাশ আলোকিত করতে পারে।

কিন্তু পুরুষের পক্ষে স্বল্পশিক্ষার এই যাঁতাকলে নারীকে বেশীদিন আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। বেশকিছু নারী একরকম যুদ্ধ করেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও যোগ দিয়েছে। স্বল্প সময়ে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং রাজনীতির মাঠে নিজেকে সামিল করেছে।

উনিশ শতকের শুরুতেই বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও নারীদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ফলে নারীও তার আত্মশক্তি খুঁজে পায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সমাজে নারীকে একজন স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে গন্য করা শুরু হয়। শুরু হয় নারীর উপর আরোপিত নানা বিধিনিষেধের শৃঙ্খল থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্য ব্যাপক আলোচনা, উদ্যোগ ও আন্দোলন। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ফলে ত্বরান্বিত হয় নারীর নতুন জীবনবোধ। নারীরা বাইরের জগতে বেরিয়ে আসার মত সাহস ও শক্তি অর্জন করেন। খ্রিস্টান মিশনারিরাই সেই সময় নারীশিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাদের উদ্যোগেই অন্তঃপুরে নারীশিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মিশ-নারিদের পাশাপাশি ব্রাহ্মসমাজ, শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান, বিভিন্ন সমিতি-সংস্থা ও সরকার নানা শিক্ষা-কার্যক্রমে অংশগ্র গ্রহণ করে। শিক্ষিত আত্মবিশ্বাসী নারীরা পারিবারিক গন্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্ত হতে থাকেন। ফলে হিন্দু-মুসলিম (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নারীর অগ্রগতি

(১৮ পাতার পর)

নারীরা রাজনীতিতে দীর্ঘকাল উপস্থিত থেকেও কিছু ক্ষেত্রে অনুন্নত এবং উন্নয়নমুখী দেশের নারীদের চাইতে অনেক পিছিয়ে আছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিলারি ক্লিনটন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়ার এক ধাপ কাছাকাছি এসেও ২০১৬ সালে সেই ধাপ থেকে আবার সরে গিয়েছে। অথচ বিশ্বের প্রায় ৫৯টি দেশ রয়েছে যারা আমেরিকাকে পিছে ফেলে এই মাইলফলক অর্জন করেছে অনেক আগে থেকেই। সেই তালিকার প্রথমেই রয়েছেন শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট শ্রীমাভো বন্দরনায়ক (এই তালিকায় কোন দেশের রানী, ধরা হয়নি কারণ তারা দেশের সর্বোচ্চ পদে থাকলেও সরকার প্রধান নন)।

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে বন্দরনায়ক প্রথম নারী প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ পদ দখল করেছিলেন (১৯৬০-১৯৬৫ এবং ১৯৭০-১৯৭৭) এর পরেই আসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ১৯৬৬-১৯৭৭ এবং ১৯৮০-১৯৮৪) যদিও গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এদের অনেক আগেই আরো যে দুজন নারী দেশ পরিচালনায় সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের একজন তুভান পিপলস রিপাবলিকের লিটল খুরালের প্রেসিডিয়াম চেয়ারম্যান খেরটেক আনচিমা-টোকা এবং মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী-এর প্রধানমন্ত্রী সুখবাতারিন ইয়াঞ্জমা (১৯৫৩-১৯৫৪)।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রায় ১৪০ নারী সরকার প্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ পদ অর্জন করেছেন। এই তালিকার মধ্যে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার (১৯৬৯-১৯৭৪), চায়নার ভারপ্রাপ্ত সহ চেয়ারম্যান সুং চিং লীন (১৯৬৮-১৯৭২ এবং পরে অনারারী (১৯৮১) প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে গত পঞ্চাশ বছরে বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশে নারীরা আরেক ধাপ এগিয়ে যান। যেমন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা মারটিনেজ, (১৯৭৪-১৯৭৬)। নিউজিল্যান্ডের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী (১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯) এবং জাতীয় পার্টির নেতৃত্বদানকারী প্রথম নারী জেনিফার মেরি শিপলি। (প্রসঙ্গগত বলা উচিৎ একটানা গণতন্ত্র বহাল রাখার 'সম্মান' এখন প্রথম সু-ইজারল্যান্ডের তার পরেই নারী নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ড।) বাংলাদেশে পরপর দুইজন প্রধানমন্ত্রী, খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা, পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো, মিয়ানমারের আং শুচি। জার্মানীর চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল উল্লেখযোগ্য।

যদি ইউরোপের অনেক দেশেই এখন নারী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে আছেন, তবে এশিয়ার সাথে তুলনা করলেও দেখা যায় ১৯৬০ সালে শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের নির্বাচনের মাধ্যমে, শ্রীলঙ্কা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম দেশ হিসেবে একজন মহিলা সরকার প্রধানকে নির্বাচিত করার আরও ২০ বছর অপেক্ষার পরে ১৯৭৯ সালে যুক্তরাজ্যে মার্গারেট থ্যাচার নির্বাচিত হবার মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্ব তার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী দেখতে পেলো। মার্গারেট থ্যাচারের নির্বাচনী বিজয়ের তিন মাসের মধ্যে, মারিয়া দে লর্ডেস পিন্টাসিলগো পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী হন, যদিও তিনি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচনের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্বাচিত হন । যদিও মাত্র তিন মাস ক্ষমতায় ছিলেন, তবুও ইউরোপে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাকেই গণ্য হরা হয়।

'নেতা'র অর্থ, সরকার প্রধান থেকে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের মধ্যে হতে পারে। মার্গারেট থ্যাচার ইংল্যান্ডের মহিলা প্রধান রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অধীনে ক্ষমতায় এসেছিলেন। আবার অনেক ইউরোপীয় দেশে রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী রয়েছে এবং বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন মাত্রায় তারা তাদের ক্ষমতা ভাগ করে নেয়।

নারী প্রেসিডেন্ট হিসাবে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা মারটিনেজকে (১৯৭৪-১৯৭৬), বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসাবে ধরা হলেও ১৯৮০-এর দশকে আইসল্যান্ড ভিগডিস ফিনবোগাডোত্তিরকে বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে সরাসরি নির্বাচিত নারী রাষ্ট্রপতি যিনি ১৬ বছর ধরে একটানা রাষ্ট্রপতি পদে বহাল ছিলেন। যা নারী নেতাদের জন্য একটি রেকর্ড সৃষ্টি করে।

ভারতের নারী প্রধানমন্ত্রীর পরে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হলেন প্রতিভা দেবীসিংহ পাটিল (২০০৭-২০১২)

জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল ইউরোপের ক্ষমতায় থাকা কয়েকজন নারীর মধ্যে শুধু একজন নন। তিনি ইউরোপে দীর্ঘতম রাষ্ট্রীয় নেতা এবং ২০০৫ সাল থেকে এখন তার অবস্থানে রয়েছেন। যদিও তিনি তাঁর অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

ঐতিহ্যগতভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে আসা, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার (১৯৯১-১৯৯৬, ২০০১-২০০৬) পরে বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতিবিদ শেখ হাসিনা ২০০৯ সাল থেকে পরপর চার মেয়াদে নির্বাচিত হয়ে এখনও প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল রয়েছেন। তিনি এর আগে জুন ১৯৯৬ থেকে জুলাই ২০০১ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফোর্বস সাময়িকীর দৃষ্টিতে বর্তমানে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ১০০ নারীর মধ্যে (৩৬) নম্বরে রয়েছেন।

বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে নারী সরকার প্রধান ছাড়া সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। যেমন:

২০০৫ সালের মার্চ থেকে ২০০৬ আগস্ট-এর মধ্যে, নিউজিল্যান্ড বিশ্বের প্রথম দেশ হয়ে ওঠে যেখানে দেশের সমস্ত সর্বোচ্চ অফিস- রাষ্ট্রপ্রধান, গভর্নর-জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার এবং প্রধান বিচারপতি- এই সমস্ত পদগুলো একই সময় একই সাথে নারীদের দ্বারা দখল হয়েছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হলেন জেসিন্ডা আরডার্ন, যিনি ২০১৭ সাল থেকে অফিসে রয়েছেন। বলা যেতে পারে নিউজিল্যান্ড এখন পর্যন্ত এক মাত্র দেশ যেখানে দেশের তৃতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেছে।

ঠিক একইভাবে তুলনা করা যায় গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে শাসনকার্যে বেশিরভাগ সময়, একজন নারী রাষ্ট্র প্রধান দ্বারা শাসিত হয়েছে। এবং নিউজিল্যান্ডের মতই বাংলাদেশে রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বদানকারী তিন জন নারী। এবং দেশের দু'জন নারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার গঠনে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টায় নারী প্রতিনিধিত্ব গুরুত্ব পেয়েছে। এবং দেশটিতে প্রথম নারী স্পিকার নির্বাচিত হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ২০২০ রিপোর্টে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিশ্বের সপ্তম স্থানে রয়েছে। ইউরোপের সাথে বাংলাদেশের আরও একটি তুলনায় দেখা যায়, ২০২১ সালে নির্বাহী স্তরে নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ইউরোপ দুটি সবচেয়ে বড় অগ্রগতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। লিথুয়ানিয়ায় সরকারে নারীর অংশীদারিত্ব ৮ শতাংশ থেকে ৪৩ শতাংশে এবং বেলজিয়ামে দ্বিগুণেরও বেশি, অর্থাৎ ২৫ শতাংশ থেকে ৫৭ শতাংশে পৌঁছেছে।

তেমনই 'পরিসংখ্যান গবেষণা বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত, ৯ নভেম্বর ২০২১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব উপলব্ধ আসনের ২০ দশমিক ৯২ শতাংশ নিয়ে গঠিত। এটি ২০১০ সাল থেকে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুরুষ প্রতিনিধিত্বের চাইতে এটি কম হলেও নারীর এই ক্রমাগত অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশের নারী অনেক বাধা এড়িয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এই স্থান করে নেওয়া কোন সহজ কাজ ছিল না।

বিশ্বের অন্য দেশে নারীদের মত বাঙালী নারীদের রাজনীতিতে পদক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাসে আছে-তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বাঙালী নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৭/১৮ শতকের মুঘল আমলে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রামে নারীর ভূমিকা ছিল। বাংলার নারীদের অধিকার অর্জনের দীর্ঘ সময়ে ধরে যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন, আজকের বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে আলোচনায় তারা ততটা উল্লেখিত না হলেও সেই উল্লেখযোগ্য নারীরা হলেন সুলতানা চাঁদ বিবি, মেহের-উন-নিসা, তৎকালীন ঝাঁসি রাজ্যের রানী লক্ষ্মী বাই সরোজিনী নাইডু, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ইলা মিত্র, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগল লীলা নাগ, প্রীতিলতা, ইলা মিত্র সহ অনেকে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে অবরোধবাসি বাংলার নারীদের শৃঙ্খল মুক্তির পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া যে আলোর মশাল জ্বালিয়েছিলেন সেই মসাল নিয়েই দীর্ঘ কাল অবিরাম পরিশ্রম করে গেছেন নারীরা এবং আজকের বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে যা কিছু অর্জন তার পিছনে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত এর মতো বিপ্লবীরা যারা ব্রিটিশ বিরুদ্ধে সংগ্রামে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে ছিলেন, তাদের অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামী ভূমিকা, রাজনীতিতে নারীদের জন্য ক্ষেত্র খুলে দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের পরে, ১৯৫২ সালে বাঙালীদের (রাষ্ট্রভাষা) মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলাদেশের নারীরা প্রথম রাস্তায় নেমেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশের নারীরা রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হয়। বলা যেতে পারে ১৯৫২ সালের আন্দোলনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও জড়িত হওয়ায়, বাংলাদেশের নারীদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জনের একটি পথ অবশেষে তৈরি করে।

১৯৫২ আন্দোলনের পর ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদ পরিচয়ের জন্য যে জোর আন্দোলনের জন্ম নেয় তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল বাংলার নারী। সেই আন্দোলনে যে সব নারী নেতৃত্বের ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে বেগম বদরুন্নেসা আহমদ আহমেদ, নুরজাহান মুর্শিদ, লীলা নাগ, সেলিনা বানু, হেনা দাস, সাজেদা চৌধুরী, আইভি রহমান, আমেনা খাতুন, শামসুন্নাহার বেগম, আনোয়ারা খাতুন, শেখ হাসিনা, মমতাজ বেগম, মতিয়া চৌধুরী, মাহফুজা খানম, আয়েশা খানম এবং রাফিয়া আক্তার ডলি প্রমুখ নারী নেত্রী।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেগম সুফিয়া কামাল প্রথম জাতীয় পর্যায়ের নারী অধিকার সংগঠন, মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় স্বার্থে নারীর সক্রিয় ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়েই নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার তৈরি হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাদেরকে রাজনৈতিক মঞ্চে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। এবং সেই থেকে বাংলাদেশের ৫০ বছরে জীবনে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের ৫০ বছরের চেয়ে অনেক বেশি। আরো একটি দিক উল্লেখযোগ্য যে যুক্তরাষ্ট্র সংবিধান প্রণেতারা সংবিধান রচনার সময় 'নারী'কে বাদ দিয়ে লিখেছিল। এতে 'All men are equal' বলতে শুধু মাত্র পুরুষদের (এবং বিশেষ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ) বোঝানো হয়েছিল। যদিও যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন করার ইতিহাসে নারীর অবদানও ছিল।

অন্যদিকে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধান ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রথম একটি যুগান্তকারী দলিল হিসাবে পরিচিত। এবং এতে সাংবিধানিক ভাবে (প্রাতিষ্ঠানিকভাবে) সরকারী এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই মহিলাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবেশ তৈরি করে।

তবে, সংসদ এবং মন্ত্রীপরিষদের আসনের ক্ষেত্রে এখন নারীর সংখ্যা অনেক নিম্নে রয়েছে। আমেরিকার প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের প্রধান একজন গভর্নর। দেশটির প্রধান হিসাবে একজন নারী এখন নির্বাচিত না হলেও, দেশব্যাপী ৪৪ জন নারী যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির গভর্নর হিসাবে কাজ করেছেন বা কাজ করছেন, যার মধ্যে কয়েকজন মার্কিন টেরিটরিতেও গভর্নর হিসাবে কাজ করেছেন। বর্তমানে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নয়জন নারী।

যদিও পশ্চিমা দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে দেশের প্রধান পদে কোন নারী এখন নির্বাচিত হতে পারেনি, তবে ২০২০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক টিকিটে প্রেসিডেন্ট পদে ছয়জন নারী সর্বকালের রেকর্ড তৈরি করেছে। যদিও কমলা হ্যারিস সহ সকলেও বাদ পড়েন। এবং পরবর্তীতে কমলা হ্যারিস ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতায় আসেন। যদিও আমেরিকার নির্বাচনের বিজয় 'ভাইস প্রেসিডেন্টের' উপরে নির্ভর করে না। তবুও বিশ্বের দরবারে আমেরিকার রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্বের জন্য এটি অবশ্যই একটি বিজয় কারণ 'প্রতিনিধিত্ব'ও গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য যে যখন আমরা নেতৃত্বের অবস্থানে নারীকে দেখি, তখন এটি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে নারীর উন্নতির স্বার্থ এবং তার মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করার লক্ষে, লিঙ্গ ব্যবধানের সিদ্ধান্ত এগিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ এবং গোটা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির অঙ্গনে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসার মত নারী নেতৃত্বের অভাব দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে নারীর সরকার প্রধান হওয়া থেকে পিছিয়ে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের নারী নেতৃত্বের অভাব নেই তবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এখন কতটা তৈরি নারী সরকার প্রধান হিসাবে তাতে সন্দিহান। যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার নাগরিক প্রমাণ করে দিয়েছে দেশটির দুই নারী প্রধানমন্ত্রী, নারী বিরোধী দলের প্রধান, এবং নারী স্পিকার হিসাবে স্বীকৃতির দেবার মাধ্যমে। এত সত্যেও বাংলাদেশে এখন প্রেসিডেন্ট পদে নারী অধিষ্ঠিত হয় নি। এবং আগামীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরে আর কোন নারী নেতৃত্ব দেবার জন্য তৈরি বলে দেখা যাচ্ছে না।

যদিও নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, কোম্পানি পরিচালনা এবং সংসদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে গত ৫০ বছরে অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশের রাজনীতি এখনও পুরুষশাসিত। এই বৈষম্য প্রমাণ করে যে একটি অবিরাম লিঙ্গ ব্যবধান রয়ে গেছে যা সম্পূর্ণ ঘুচে যেতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশকে আরও বহু বছর অপেক্ষা করতে হবে।

রাজনৈতিক ব্যর্থতায় সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ

(১২ পাতার পর)

তৈরি করে। সে সমস্যা থেকেই সম্ভবত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান-বাংলাদেশ নামে দু'টি আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার পরও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রই দীর্ঘ সময় সামরিক শাসক দ্বারা চালিত হয়েছে। রাজনীতিতে যখনই নেতা ও জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব দেখা দিয়েছে তখনই সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ভেঙে দিয়ে একদলীয় 'বাকশাল' গঠন করার পাশাপাশি মাত্র চারটি রাষ্ট্রীয় পত্রিকা ব্যতীত সব পত্রিকা নিষিদ্ধ করে জনগণের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলোকে রুদ্ধ করার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জনমনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলাফল ভালো হয়নি। সেই সময় জনগণ এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভাজিত দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়ায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসতে বাধ্য হয়েছিল। এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যেই সিপাহি-জনতার বিপ্লব জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসতে বাধ্য করেছিল। যদিও জিয়াউর রহমান সামরিক শাসন বজায় না রেখে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দীর্ঘ ৯ বছর সামরিক শাসনের জাঁতাকলে রেখে দেশকে শাসন করেছেন।

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরায় ফিরে আসার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপ দৃশ্যমান ছিল না। ওই সময়ের পর নির্বাচনের মাধ্যমে তিনটি রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু ওই সময়ের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর চরম ব্যর্থতার কারণে ২০০৭ সালে আবারো রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ দেখা যায়। তবে এর ধরন ছিল ভিন্ন। সংবিধানের ভেতরে থেকেই বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সরকারের সমর্থনে ছিল সামরিক বাহিনী। ২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে আবার রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসে; কিন্তু সেনা সমর্থিত ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনীতির অঙ্গনে যে ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে তার জের এই দেশের জনগণকে কত কাল বহন করতে হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তত্ত্বাবধায়কের দুই বছরের শাসনকাল আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছে যে, দেশে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে যত বড় রাজনৈতিক সঙ্কটই সৃষ্টি হোক না কেন তা রাজনীতিকদেরই মোকাবেলা করা উচিত। এটি পরিষ্কার যে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যখন বাড়ে এবং সমাধানে ব্যর্থ হয় তখন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র যেমন বাড়তে থাকে এবং তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে অথবা রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে এমন পরিস্থিতি এড়ানো উচিত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভোটের নামে ধোঁকাবাজি নির্বাচনের যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে এবং এ ব্যাপারে জনগণের প্রতিবাদের কণ্ঠকে যেভাবে চেপে ধরার চেষ্টা চলছে, তা করতে গিয়ে সরকার যেভাবে আমলাতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে তা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে আরেকটি ফখরুদ্দীন-মইনউদ্দিন আসা অসম্ভব নয়।

সরকার নিজেকে চালাক মনে করে আর রাষ্ট্রের জনগণকে বোকা ভেবে যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনী ব্যবহার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে খোঁয়াড়ে বন্দী করে ফেলছে। এটি একটি দেশের জন্য সুখকর কিছু নয়। মিসরের আরব বসন্তের মতো যে দিন জনগণ নিজেদের দাবি নিয়ে রাজপথে নামবে তখন হয়তো আরেকটি '৬৯ আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হবে। এর ফল রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য কিংবা ক্ষমতাসীন দলের জন্য কতটা মিষ্ট হবে তার ভয়ঙ্কর রূপ কিন্তু ওয়ান-ইলেভেনে জাতি একবার দেখে ফেলেছে। আজকের বাঘা বাঘা অনেক মন্ত্রী-এমপির কিন্তু সে দিন একজন সিপাহিকেও স্যার বলে সম্বোধন করতে শোনা গেছে। যদি লজ্জা বলতে কিছু থাকে তেমন পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্তির জন্য ইঁদুর-বেড়াল না খেলে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা উচিত।

নারীর ক্ষমতায়ন

(১৮ পাতার পর)

নারীদের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি আয় করতে পারেন। নারীদের মাথাপিছু গড় আয় যেখানে (পিপিপি অনুসারে) মাত্র ২ হাজার ৪১ ডলার, সেখানে পুরুষের গড় আয় ৫ হাজার ২৮৫ ডলার।

শুধু শিক্ষিত হলেই যে নারী লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হবে না তেমনটি নয়। আমাদের সমাজে এখনও পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকেই মর্যাদা দেয়ার মানসিকতা প্রচলিত রয়েছে। তাই সমাজে অবদান রাখতে হলে নারীদের অবশ্যই তার শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই হবে যখন নারীরা অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র অবাধ বিচরণ করবে এবং এর মাধ্যমে সার্বিক অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। কর্মক্ষেত্রে মেধার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষিত নারী দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। তাই দেশের টেকসই উন্নয়নে যে হারে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কমকর্মজীবী নারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে হবে।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আসো, নিউইয়র্ক

তোরা সব জয়ধ্বনি কর

(১৮ পাতার পর)

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বৃদ্ধি পেতে থাকে নারী কর্মজীবীর সংখ্যা।

উনিশ শতকের শেষের দিকে সমকালীন সাহিত্য, গল্প, উপন্যাসেও বৈপবিক পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালি এবং গোরা উপন্যাসে সমাজের চিরাচরিত মূল্যবোধে ভাঙ্গন দেখানো হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম তাদের শক্তিশালী লেখনী ও ব্যক্তিগত বৈপবিক জীবনাচরণে বিদ্রোহের ঝর তোলেন। এছাড়া আরও অনেকের লেখনীতেই ফুটে ওঠে নারীর নবজাগরন ও মুক্তির ঝলক। ইংরেজ ঘরানায় শিক্ষিতরাও ভারতে আধুনিকতার জোয়ার এনেছিল। সমসাময়িক বাঙালী পাঠকের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের নারী বিষয়ক রচনাসমূহ।

খ্রিস্টান মিশনারীদের সাহায্য-সহযোগীতায় নিম্ন জাতিভুক্ত হিন্দু ও উপজাতিদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জাত-পাত প্রথার অত্যাচারে অতিষ্ঠ গরীব মানুষের জীবনে শিক্ষার আলো ও বাঁচার নিশ্চয়তা এনেছিল। রাজা রামমোহন রায় এই সময়ে অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রামমোহনের সতীদাহ-রদ আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এবং কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন,ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং নব্যবঙ্গদের অতি আধুনিকতা 'নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতা' বিষয়টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

ব্রিটিশ-ভারতে নারীশিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সমগ্র জীবনব্যাপী নারীশিক্ষা বিস্তারে কাজ করে গিয়েছেন। বেথুন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার শ্রেষ্ঠ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'বেথুন স্কুল' স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া বিবেকানন্দের সুযোগ্যা শিষ্যা 'ভগিনী নিবেদিতা'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নিবেদিতা স্কুল' নামে বালিকা বিদ্যালয়।

ব্রিটিশ-বাংলায় কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসুকে প্রথম নারী গ্র্যাজুয়েট হিসেবে অভিনন্দিত করা হয়। পরে কাদম্বিনী ডাক্তার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলণে নারী

"ইংরেজ হঠাও" ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলণে অন্তপূরের বাঙালী নারীরা কিন্তু স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসে পুরুষের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কনকলতা বরুয়া, বীণা দাস, সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফ আলি, দু কড়ি বালা দেবী, ননীবালা দেবী, কমলা দাসগুপ্ত, মাতঙ্গিনী হাজরা, এই নারীরা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিকন্যা। এরা ছাড়াও আন্দোলনে আরও হাজার হাজার নারীর অবদান ছিল। যারা সময়ের অনেক আগেই নারীদের তথা মানুষের মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন।

কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজের পক্ষপাতিত্বের কারনে এদের বেশিরভাগই বিস্মৃতির আড়ালে রয়ে গেছেন। যদিও এখন নারী দিবসের বিশেষ দিনে এই নারীদের প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসছে। আশা করি আরও উঠে আসবে!

বৃটিশ রাজত্বের অবসান এবং দেশভাগের রক্তাক্ত ক্ষত

এরপর ১৯৪৭ সালের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে দুটো চমকপ্রদ এবং মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেছিল। একটি হল বৃটিশদের ভারত ত্যাগ, দ্বিতীয়টি দেশভাগ। অখন্ড ভারতবর্ষকে ভেঙ্গে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হল। মুসলিমলীগ, কংগ্রেস, মধ্যস্থতাকারী বৃটিশ, দুই ধর্মের কট্টর সমর্থক, ধর্ম ব্যাবসায়ী এবং মোসাহেবদের জটিল, স্বার্থপর জগাখিচুরীর ফলশ্রুতি ছিল এই বিভাজন। এরফলে উচ্চপর্যায়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল হলেও প্রান্তিক মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল একটি গভীর ট্রমা। দ্বিখন্ডিত ভূখন্ডগুলির মানুষের মন থেকে দেশভাগের এই ক্ষত শুকাতেও লেগে গেছে দীর্ঘসময়।

পূর্ববাংলা তথা নব্য পূর্বপাকিস্তানের জন্য পার্টিশন পরবর্তী ইতিহাস একেবারেই সুখকর হয়নি। এখানেও শুরু হয়েছিল পারস্পরিক সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। ক্ষমতাসীনদের রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন রাজনীতি। ভাষাগত এবং ধর্মীয় আগ্রাসন। সবকিছু মিলিয়ে একসময় পূর্বপাকিস্তানের মানুষকে জাতিগত ও ভাষাগত বিরোধের দিকে উস্কে দিয়েছিল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী।

"ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়!"

প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটেছিল ১৯৫২ সালে। মাতৃভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে মাতৃভাষার দাবিতে অসংখ্য ভাষাসৈনিক প্রাণ দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে, বন্দুকের নল উপেক্ষা করে সামরিকযান্ত্রার বিরুদ্ধে মিটিং, মিছিল, পিকেটিং করেছিলেন নারীরা। বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, ক্ষুদ্ধ জনতার প্রেরণার উৎস ছিলেন এই নারীরাই।

যে সময়টায় মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরারই সুযোগ ছিল না; সেখানে পূর্ববাংলার নানা প্রান্তের মেয়েরা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে গণআন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সারাদেশে। মিছিল-মিটিং, পোস্টারিং, সভা-সমাবেশ, পুলিশের টিয়ারসেল, লাঠিচার্জ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মুখোমুখি হয়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার ও গ্রেফতার হয়েছেন বাঙালী নারীরা।

রানু মুখার্জি, নিবেদিতা নাগ, লীলা রায়, লিলি খান, নাদিরা চৌধুরী, নাদিয়া চৌধুরী, আনোয়ারা চৌধুরী, সৈয়দা শাহের বানু চৌধুরী, দৌলতুন্নেসা খাতুন, মোসলেমা খাতুন, সানজীদা খাতুন, সাজেদা খাতুন, ড. সাফিয়া খাতুন, ডা. শরিফা খাতুন, হামিদা খাতুন, হালিমা খাতুন, সুফিয়া খাতুন, রহিমা খাতুন, সালেহা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, লুৎফুন্নেসা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, আনোয়ারা খাতুন, নুরজাহান বেগম, নাদেরা বেগম, মমতাজ বেগম, রোকেয়া বেগম, ফিরোজা বেগম, বেগম শামসুন্নাহার, রওশন, সুফিয়া ইব্রাহিম, আবাসারী খানম, জোবেদা খানম, জাহানারা মতিন, সামসি কাইসার রশীদ, লায়লা সামাদ, সাদিয়া, সোফিয়া করিম, সারা তৈফুর, রওশন আরা বাচ্চু, জহরত আরা রাহেলা, জোহরা আরা, সুফিয়া আহমেদ, আমেনা আহমেদ, জুলেখা, আখতারী পারুল, ফরিদা বারী, কামরুন্নাহার শাইলী, খুরাইয়া, নুরুন্নাহার, সাজেদা আলী, কবি সুফিয়া কামাল, নুরজাহান মুরশেদ, নূরজাহান খুরশিদ, সামসুন নাহার, কাজী আমিনা, সারা তৈবুর, বেগম দৌলতুন্নেসা, লায়লা সামাদ, লুলু বিলকিস বানু প্রমূখ নারী গণ সবরকম বিধি-নিষেধের দেয়াল ভেঙ্গে রাজপথে নেমেছিলেন।

সেই সময়টাতে দল, ধর্ম, লিঙ্গ কোন কিছুর তোয়াক্কা না করেই পথে নেমেছিল প্রতিবাদকারীরা। কেবলমাত্র বাঙালী পরিচয়ে, নিজের মুখের মাতৃভাষাকে ধরে রাখার তাগিদে তাদের পেছনে সাহস যুগিয়েছিল অকুতোভয় আম জনতা।

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম"

এরপর এলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিটি আন্দোলনে, সংগ্রামে, সমসাময়িক বাঙালী নারীরা সমস্ত বিধি-নিষেধের আগলভেঙ্গে রাজপথে, সমরাঙ্গনে বেরিয়ে এসেছিল। নিজ হাতে আহত, অসুস্থদের সেবা শুশ্রুষার ভার নিয়ে, প্লাকার্ড থেকে বন্দুক পর্যন্ত কাঁধে তুলে নিয়েছিল।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি বাংলাদেশের অসংখ্য বীর নারীর কথা এখনো আমাদের অজানাই রয়ে গেছে। প্রতিথযশা নারী মালেকা বেগম, ড. ফৌজিয়া মোসলেম, নিবেদিতা দাশ, ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম, তারামন বিবি, জাহানারা ইমামের মত আরও অনেকের অবদান এখনো ততটা প্রচার পায়নি। পাহাড় ও সমতলের অনেক আদিবাসী নারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের অবদান এখনও অজানা। তাইতো ১৯৭১ সালে বীথিকা বিশ্বাস ও শিশির কণা'র অবদান কোথাও লেখা হয়নি। যথাযোগ্য মর্জাদায় অভিসিক্ত হয়নি এইসব বীরের মহিমা।

বিভিন্ন আন্দোলনের, মুক্তিযুদ্ধের রনাঙ্গনের এইসব বীর নারীদের নামের পূর্ণতালিকা আজও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি। অর্জনের যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা কেবল পুরুষের গল্পে ঠাসা। নারী সেখানে অনুপস্থিত অথবা পার্শ্ব চরিত্র।

সময়ের নানা বাঁকে অজস্র ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বাংলার এই ভূখন্ডে প্রত্যেকটি আন্দোলনে-সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয় ছিল। তেভাগা থেকে ব্রিটিশবিরোধী, ভাষা থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনদেশে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে গণজাগরণ মঞ্চ এবং অতিসম্প্রতি ধর্ষকের মৃত্যুদন্ডের দাবীতে বারবার উচ্চকিত, সোচ্চার হয়েছে নারী সমাজ! বৃটিশ ভারত থেকে শুরু করে আজকের বাংলাদেশে যতগুলো সামাজিক-গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে তার সবগুলোতেই দিপ্ত পদভারে নারীরাই সামনের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে।

এর থেকে পরিত্রান কি নেই?

একথা স্বীকার করতেই হবে স্বাধীন বাংলাদেশে নারী শুধু উপার্জনকারীই নয়; সংসারের মূখ্য উপার্জনকারী হিসেবেও নারীর সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু আমরা বাঙালীরা বড় দুর্ভাগা। যেহেতু বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। এখানে প্রতিক্রিয়াশীল, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ধর্মান্ধ মানুষের সংখ্যাই বেশি। সেখানে নারীর শিক্ষা, কর্মদক্ষতার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন আগেও যেমন হয়নি; এখনও যে খুব হচ্ছে তা না।

তাই অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটলেও নারী মুক্তি ঘটছে তুলনামূলকভাবে খুবই কম। বহু নারীকেই নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমান করতে হয়েছে। এবং আজও হচ্ছে।

নারী নিজের অজান্তেই নিজেকে আটকে ফেলে এক গোলকধাঁধার চক্রে। সেই চক্র নিপীড়নের। সেই চক্র সাইকোলজিক্যাল ম্যানিপুলেশনের। সেই চক্র কন্ট্রোলিং এবং ওভার কেয়ারিং এর। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে নানান রকম সুবিধাজনক জায়গায় থাকার পরও অনেক নারীই বড় রকমের সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। সে নিজের আবেগের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। তাই পরিস্থিতি একসময় তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সে সংসার নামক, সমাজ নামক এক বিষাক্ত চক্রে মাকড়সার মত আটকা পড়ে, বলী হয়।

"আবার ফেরাও মোরেএকি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে"

দেশে কিংবা প্রবাসে যেখানেই আমরা বাস করি না কেন, আমরা বাংলাদেশী মুসলিম নারীরা সবাই এখন 'হিজাব' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। যদিও এই হিজাব আমাদের বাঙালী পোশাক নয়। অতীতেও ছিল না। বাঙালীদের মধ্যে কেন এবং কখন হিজাব কালচার চালু হল? সেটা ঘটেছে সম্ভবত ২০১০ সাল থেকে। আমি আমার অতীতে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সেই ষাটের দশক থেকে নব্বই এর দশক পর্যন্ত অথাৎ আমার জন্ম থেকে শুরু করে ২০০২ সালে বিদেশে পাড়ি জমানো পর্যন্ত কোথাও হিজাবের নাম নিশানা পর্যন্ত নেই। হিজাব শব্দটি আমার বাপ-দাদারাও কখনও শোনেনি।

আমার মা, খালা, ফুফু, দাদি সহ পরিবারে যে নারীদের সাথে আমরা বড় হয়েছি। পরিবারের বাইরে, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী নারীদেরও কখনও হিজাবতো দূর কি বাত, কড়া পর্দা করতেও দেখিনি। বিবাহিতা বা বয়স্কা নারীরা কেউ কেউ পরপরুষের সামনে এলে মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে ঘোমটা টানতেন। গ্রাম-গঞ্জের কিছু কিছু নারীদের দেখেছি, কালো বোরখা পরতে।

বহুবছর পর ২০১৮ সালে ঢাকা গিয়ে আমি রিতীমত চমকে গিয়েছিলাম। ঢাকাকে আমার কাছে মধ্যপ্রাচ্যের কোন শহর বলে ভুল হয়েছে। এই দুঃস্বপ্ন আরও আতংকে পরিনত হয়েছিল নিজের প্রিয়তম প্রাঙ্গন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, টিএসসি এবং শামসুন নাহার হলে গিয়ে। মনে হয়েছিল, হয়তো ভুল করে আমি কোন মাদ্রাসায় ঢুকে পড়েছি। এই শহর, এই বিদ্যাপীঠ যেন আমার নয়। মনে হচ্ছিল, মধ্যবয়সে এসে আমার হয়তো হেলুসিনেশন হচ্ছে। আমার জন্মভূমি, আমার বেরে ওঠার শহর, শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের ঢাকা শহর আমার কাছে মূহুর্তেই অচেনা, অজানা হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য শহরগুলোর তুলনায় ঢাকাকে প্রগতিশীল বলে মনে করা হয়। অথচ এখন এই শহরেই হিজাবী নারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া থেকে শুরু করে চাকরীজীবী নারীদের বেশীরভাগই মাথায় রঙ-বেরঙের হিজাব পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদার 'তিলোত্তমা ঢাকা' এখন 'হি-জাবিনীদের ঢাকা'য় পরিনত হয়েছে।

এই 'হিজাব আগ্রাসন' এর আসল কারণটা কি? কেন সর্বশ্রেণীর নারীরা এমন ব্যাপকহারে হিজাবে ঝুঁকে পরছে? পুরুষদের হেনস্থার হাত থেকে বাঁচার জন্য? নাকি দেশসুদ্ধ সবাই একযোগে পরহেজগার এবং নেকবান্দায় পরিনত হয়ে গেল?

ইদানীং দেশের খবরে দেখা যায়, যানবাহনে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিন হেনস্থা ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন নারীর। তাই হয়তো নারীরা হিজাব এবং পর্দা অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছেন হেনস্থা এবং ধর্ষণের হাত থেকে। অতীতে যখন হিজাব বা কঠোর পর্দাপ্রথা ছিল না, তখন ক'জন নারী ধর্ষিত হয়েছে? বর্তমানের এই হিজাব কী নারীদের আদৌ সুরক্ষা দিচ্ছে?

একসময় এই দেশেই অবরুদ্ধ নারীরা পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। অবরুদ্ধ নারীরা পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে, স্বাধীনভাবে চলার জন্য আন্দোলন করেছে বিশ্ব জুড়েই। কিন্তু এখন এই একুশ শতকে এসে হিজাব পরাকেই নিজেদের অধিকার মনে করছেন নারীরা। তারই স্বপক্ষে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রীদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হয়েছে 'বিশ্ব হিজাব দিবস'।

গত দুই শতকের বাংলা'র এই অগ্রগামী নারীরাই আজ স্বেচ্ছায় বেছে নিচ্ছেন পর্দার অন্তরালের জীবন। নিজের অনেক পরিচিত মুখ, চেনাজানা জনকে আবিস্কার করলাম, হিজাব আর নেকাবের আড়ালে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের উচ্ছল প্রাণবন্ত এক বন্ধু জানাল, 'আমি বেশ কিছুদিন ধরেই অন্য এক জীবনধারা অবলম্বন করেছি। খুব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাই না। কারও সাথে দেখা করি না।'

কী এমন ঘটলো দেশে? কেন এই সাজবদল? কেন ঘেরাটোপে নারীদের স্বেচ্ছা নির্বাসন?

আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজকর্তাদের মনে রাখতে হবে, "লোকালয়ের আগুনে দেবালয়ও পোড়ে।"

একুশ শতকে এমনি এক দিনে খুব মনে পড়ে গেল বেগম রোকেয়া'র কথা।

"আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগুলোকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন" ভাবা যায়? সেই যুগে কতটা সাহসী বক্তব্য রেখেছিলেন এই নারী!

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে রোকেয়ার যখন উত্থান, তখন বাঙালী-মুসলিম নারীরা ছিল অন্ধকারে। তারা ছিল অসূর্যম্পর্শা! তাদের মতপ্রকাশের নিয়ম বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে কিছু ছিলো না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙালী-মুসলিম নারীদের বিলম্বিত জাগরণ শুরু হয়েছিল। সেই জাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রোকেয়া। তিনি সব নারীকেই নিজ কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি চেয়েছিলেন, নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচুক। মনুষ্যত্বের উত্থানই তাঁর কাম্য ছিল। নারীদের দুঃখ-দুর্দশারই প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর লেখা 'অবরোধবাসিনীতে'। বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে 'সুলতানার স্বপ্ন' আজও মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

বেগম রোকেয়ার মত নারীরা এতটা কঠোর সংগ্রাম করে যে অর্জন করেছিলেন, আমরা একুশ শতকের বাঙালী-মুসলিম নারীরা তাকে ভূলুণ্ঠিত করছি নাতো? ভগ্নিরা, আপনারা নিজেরাই ভেবে দেখুন। আবারও সেই ফতোয়া'র জীবনে ফিরে যাচ্ছেন কিনা!

আমি আশাবাদী একজন মানুষ! নিরাশা নিয়ে কিছুতেই ঘুমুতে যেতে পারি না। তাই দিনশেষে আশা'রই জয় হয়। 'একুশ শতক' হোক বিশ্বের বুকে বাঙালী নারীর জেগে ওঠার শতক। নারী তার নিজের চেষ্টা, শ্রম, অধ্যবসায় দিয়ে সম্মান অর্জন করুক। অলঙ্কৃত করুক নিজের নাম। এটাই প্রত্যাশা!

আমরা সেই আঠারো শতকের, উনিশ শতকের দুঃসাহসী নারীদের কাছে কিছুতেই হেরে যেতে পারি না। তাঁরা যখন পেরেছিলেন; আমরাও পারবো। পারতেই হবে।

আমরা যে প্রীতিলতা, কনকলতা, মাতঙ্গিনীদেরই উত্তরসূরি!

একুশ শতকের নারীগণ, আসুন আমরা নিজেরাই নিজেদের অর্জনকে বাহবা দিয়ে উৎসাহিত করি, "তোরা সব জয়ধ্বনি কর। তোরা সব জয়ধ্বনি কর।"

পুতিন কি ধর্মযুদ্ধে নেমেছেন?

(১৬ পাতার পর)

কেন্দ্রিক অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরুকে বলা হয় প্যাট্রিয়ার্ক। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের রাশিয়ার অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরুকেও প্যাট্রিয়ার্ক বলা হয়। ইতালির রোমকেন্দ্রীক ক্যাথলিক খ্রিষ্টানেরা বড়দিন পালন করেন ২৫ ডিসেম্বর। আর অর্থোডক্সরা তা পালন করেন ৭ জানুয়ারি। ক্যাথলিকেরা গির্জায় মূর্তি পছন্দ করে। অর্থোডক্স অনুসারীরা মূর্তি পরিবর্তে পেইন্টিং পছন্দ করে।

পুতিনের যুদ্ধ বিশ্বকে দুই ভাগ করে ফেলছে

অর্থোডক্স অনুসারীরা মনে করে, ইতালির রোমকেন্দ্রিক ক্যাথলিকেরা মূল খ্রিষ্টান মূল্যবোধ থেকে সরে গেছে। এ কারণে তারা ইউরোপীয় উদারপন্থাকে বৈধতা দিয়েছে। অর্থোডক্সরা নিজেদের খ্রিষ্টের আদি ও অবিকৃত মূল্যবোধের খ্রিষ্টান মনে করেন।

অর্থাৎ ইতালির রোম কেন্দ্রিক ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ও রাশিয়ার অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের মধ্যে মূল্যবোধগত পার্থক্য রয়েছে। অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মকর্মের প্রতি আগ্রহ বেশি বলে তারা মনে করে থাকেন। আর ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহ কম বলে অর্থোডক্সরা মনে করেন। অর্থাৎ ভ্যাটিকান চার্চের অনুসারী ক্যাথলিক মতাদর্শের ইউরোপীয় নাগরিকদের সঙ্গে রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের অনুসারী অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসগত, প্রাত্যহিক জীবনাচরণগত ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত অমিল রয়েছে।

আলেকসান্দর দুগিনের ভাষ্য হলো, ক্যাথলিক ধারার প্রভাবে ইউরোপীয় উদারপন্থা ও পুঁজিবাদ বিস্তৃত হচ্ছে যা মূল খ্রিষ্টধর্মের মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। দুগিন মনে করেন, এই উদারনীতির কারণেই সমকামিতা, বিবাহবহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ক ও গর্ভপাতের মতো খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধবিরোধী সংস্কৃতি সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ কারণে দুগিন সেই হাজার বছর আগের ভ্লাদিমির দ্য গ্রেটের অর্থোডক্স রাশিয়াকে ফিরিয়ে আনতে চান। তাঁর মূল লক্ষ্য হলো, রাশিয়াকে ধর্মবিযুক্ত কমিউনিজম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে নিয়ে আসা।

রাশিয়ার আগের নেতারা রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করার যে ভাষ্য দিয়েছিলেন, দুগিনের ভাষ্য ঠিক তার উল্টো। তিনি তাঁর বইয়ে সরাসরি না বললেও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, অর্থোডক্স খ্রিষ্টানিটিই হবে রাশিয়ার রাজনীতির মূল ভিত্তি। তার ভিত্তিই থাকবে বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের অতীত ইতিহাস। তার ভিত্তি হবে ভ্লাদিমির দ্য গ্রেটের অর্থোডক্স শাসন।

ভ্লাদিমির পুতিন সেই আদর্শকেই বাস্তবায়ন করতে চান। সোভিয়েত আমলে যে রাশিয়া ছিল এবং আজকের পুতিনের যে রাশিয়া, তাতে তফাত আছে। সেই তফাত বিশ্বাসগত এবং আদর্শগত। সোভিয়েতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে শীতল যুদ্ধে হয়েছিল, তার সঙ্গে আজকের পুতিনের রাশিয়া বনাম আজকের যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের যুদ্ধের তফাত আছে।

সোভিয়েত আমলের কমিউনিস্ট রাশিয়া ছিল ধর্মমুক্ত। আর আজকের রাশিয়ার প্রাণই অর্থোডক্স ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মের বিশ্বাসকে সামনে রেখে দুগিনের প্রেসক্রিপশনে হাজার বছর আগের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে আজকের রাশিয়া।

দ্য ফাউন্ডেশন অব জিওপলিটিকস: রাশিয়া'স জিওপলিটিক্যাল ফিউচার বইয়ে দুগিন যেসব সুপারিশ করেছিলেন। পুতিন একটা একটা করে তা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। ক্রিমিয়া দখল থেকে শুরু করে আজকের ইউক্রেন অভিযান সবই দুগিনের বইয়ে দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী চলছে।

আলেকসান্দর দুগিন বলেছিলেন, রাশিয়ার জাগরণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ইউক্রেন। এই ইউক্রেনের মধ্য দিয়েই পশ্চিমা পুঁজিবাদ ও পশ্চিমা সংস্কৃতি রাশিয়ায় অনুপ্রবেশ করছে। ফলে তাকে দখল করা ছাড়া রাশিয়া তার সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তার পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না।

দ্য ফোর্থ পলিটিক্যাল থিউরি বইয়ে সরাসরি বলেছেন, 'আমেরিকান লিবারেলিজম মাস্ট বি ডেস্ট্রয়েড'। তার তত্ত্ব মতে, এই লিবারেলিজমকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসনকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে দেশীয় মূল্যবোধের মাপকাঠিকে ধরতে হবে। সেই দিক থেকে দেখলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পুতিন সম্ভবত 'ধর্মযুদ্ধে' নেমেছেন।

সারফুদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


নিউ ইয়র্কবাসীরা কি
জানতেন যে আপনাদের
IDNYC
এর মেয়াদ শেষ
হতে পারে?
প্রেসক্রিপশন, মুদিখানার জিনিসপত্র, স্বাস্থ্য ও
শারীরিক পটুতা এবং আরও অনেক কিছুতে ছাড়
সহ IDNYC এর সমস্ত সুবিধা উপভোগ করে চলতে
আপনার কার্ডটি অনলাইন-এ পুনর্নবীকরণ করুন!
id NYC
NYC.GOV/IDNYC

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নবান্ন রেস্টুরেন্ট এর
পক্ষ থেকে প্রবাসের সকল ভাই-বোনদের জানাই

রমজানুল মোবারক

স্বাগতম মাহে রমজান

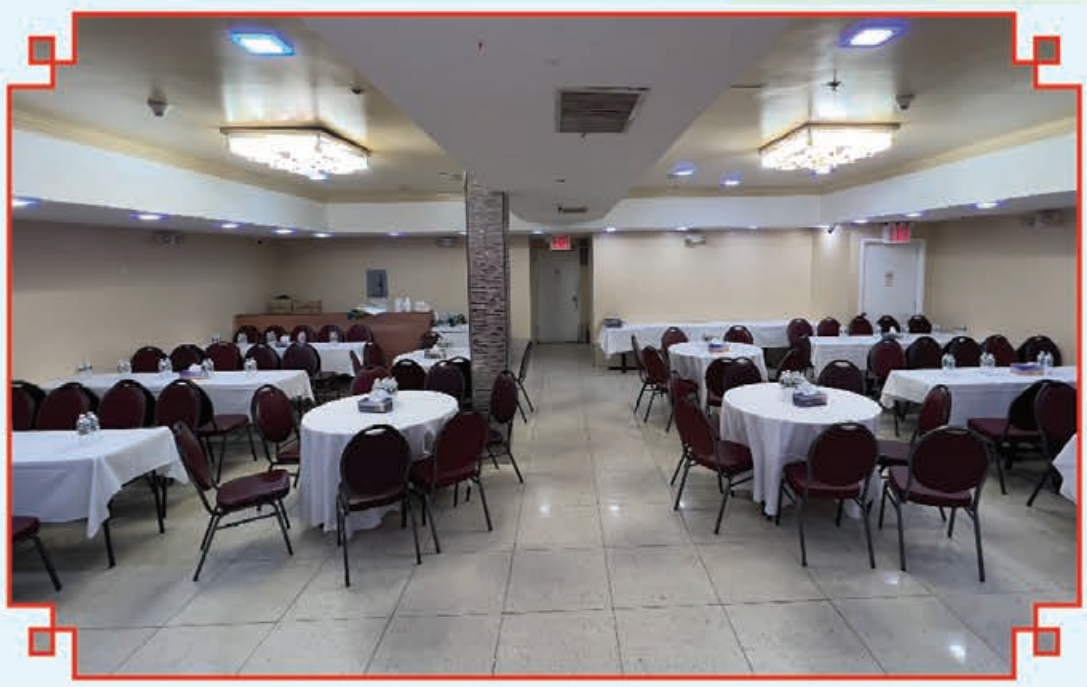
১০% ছাড়ে পার্টি হলের
অগ্রিম বুকিং চলছে

917 580 6565

সুলভে ঐতিহ্যবাহী ইফতারীর সুস্বাদু আয়োজন









নবান্ন পার্টি সেন্টার বুকিং ও যেকোন ক্যাটারিং এর জন্য যোগাযোগ করুন ৯১৭ ৫৮০ ৬৫৬৫

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER

Nabanno Restaurant & Party Center

37-22 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-734-6000, Cell: 917-580-6565 (Shimul)

www.nabannorestaurant.com



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com



পৃথিবীর ব্যান্ড ইতিহাসে এমন নজির বিরল

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশের ৫০টি ব্যান্ডের সদস্যরা মিলে তৈরি করলো একটি দেশাত্মবোধক গান। নাম 'প্রিয় বাংলাদেশ'। আর সেই গানটির ভিডিও হলো দুই শতাধিক ব্যান্ড সদস্যের উপস্থিতিতে স্টেডিয়ামজুড়ে। পৃথিবীর ব্যান্ড ইতিহাসে এমন নজির বিরল। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শনিবার (২৬ মার্চ) গানচিত্রটি ইউটিউব ও ফেসবুকে উন্মুক্ত হলো টিএম রেকর্ডস-এর ব্যানারে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে ঘিরে বিশাল এই ঘটনাটি ঘটলো বাংলাদেশ মিউজিক্যাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশনের (বামবা) উদ্যোগে।

গানটিতে যুক্ত ছিলেন মাকসুদ, সাইদ হাসান টিপু, নাসিম আলী, নকীব খান, বাপ্পা মজুমদার, হাসান, হামিন আহমেদ, পার্থ বড়ুয়া, মানাম আহমেদ, লাবু রহমান, লিংকন, শেখ মনিরুল আলম টিপু, বেজবাবা সুমন, রাফাসহ অনেকেই।

শাহান কবন্ধের কথায় গানটির সুর করেছেন নকীব খান। আর এর সংগীতায়োজন করেছেন মানাম আহমেদ। গানটির ভিডিও হয়েছে নারায়ণগঞ্জের ওসমানী স্টেডিয়ামে। প্রজেক্টটিতে বামবা কনটেন্ট ও পারফরম্যান্স পার্টনার, কার্নিভাল কনসেপ্ট স্ট্র্যাটিজিক ও এক্সিকিউশন এবং রেড ডট ভিজ্যুয়াল ও প্রোডাকশন পার্টনার হিসেবে যুক্ত ছিল।

জানা যায়, বামবার মোট সদস্য ৫২টি ব্যান্ড। সেখান থেকেই ৫০ ব্যান্ডের সদস্যরা ভিডিওচিত্রটিতে অংশ নিয়েছেন।

মন ভাঙল শ্রদ্ধা কাপুরের

বিনোদন ডেস্ক: বিয়ে পর্যন্ত গড়াল না সম্পর্ক। তার আগেই নাকি মন ভাঙল শ্রদ্ধা কাপুরের। বি টাউনে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এমনই গুঞ্জন। শোনা যাচ্ছে, বিখ্যাত ফটোগ্রাফার রোহন শ্রেষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে ঢেকেছে তার। যদিও এ বিষয়ে শ্রদ্ধা কিংবা রোহনের থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শোনা যায়, বছর চারেক আগে শ্রদ্ধা এবং রোহনের মন দেওয়া নেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ্যে কেউ স্বীকার করেননি ঠিকই। তবে একাধিকবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছে দু'জনকে। কখনও ডিনার ডেট আবার কখনও ফ্যামিলি গেট টুগেদারে পাপ্পারাৎজির নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী এবং তারকা চিত্রগ্রাহক। তবে চলতি বছরের শুরুটা তাঁদের দু'জনের জন্য নাকি কোনও সুখবর নিয়ে আসেনি। পরিবর্তে সম্পর্ক ঠেকেছে তলানিতে। জানুয়ারী থেকেই নাকি অশান্তি লেগেই ছিল। মাসখানেক ঝগড়াঝাটির পর সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন দু'জনে। প্রেমের মাস ফেব্রুয়ারীতেই নাকি বিচ্ছেদ আসে শক্তিকন্যা শ্রদ্ধা কাপুরের জীবনে। সে সময় থেকেই রোহনের হাত ছেড়েছেন তিনি। মার্চের শুরুতেই জন্মদিন ছিল শ্রদ্ধার। গোয়ায় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে জন্মদিন পালন করেন অভিনেত্রী। তবে সেই সময় গোয়ায় দেখা যায়নি রোহনকে। তাই বিচ্ছেদের জল্পনা আরও জোরাল হয়েছে। প্রেমের মতো বিচ্ছেদের বিষয়েও প্রকাশ্যে মুখ খো‡লননি শ্রদ্ধা কিংবা রোহন কেউই।



কানাঘুষোর মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করে জল্পনা আরও বাড়িয়েছেন শ্রদ্ধা। ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, অর শুনাও??? এরপর বেগুনি রংয়ের একটি হার্ট ইমোজিও দিয়েছেন। এই ছবিটিও স্বাভাবিকভাবেই নেটিজেনদের চোখে পড়েছে। সিদ্ধান্ত কাপুর তাকে মিস করছেন বলেই ছবিতে মন্তব্য করেছেন। নেটিজেনরা ছবিটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।



বাবার প্রশংসায় আপ্লুত

বিনোদন ডেস্ক: প্রকাশ হয়েছে অভিষেক বচ্চনের পরবর্তী ছবি 'দসভি'-এর ট্রেলার। আর সেই ট্রেলার দেখেই এ নায়ককে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন অমিতাভ বচ্চন। ট্রেলারটিসহ বাবা হরিবংশ রাই বচ্চনের কবিতার কয়েকটি লাইন পোস্ট করেছেন অমিতাভ, যার মূল বক্তব্য হলো, পুত্র হলেই সে উত্তরাধিকারী হয় না, উত্তরাধিকারীই আমার পু ত্র। সেই কবিতার সূত্র ধরেই অমিতাভ বলেছেন অভিষেক তার 'উত্তরাধিকারী'। পুত্রের কাজের প্রশংসাও করেছেন বিগ বি। অভিষেকের নিষ্ঠা তার মন জয় করে নিয়েছে। অমিতাভের এহেন ঘোষণায় আপ্লুত অভিষেক সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি।

ময়না' হয়ে আসছেন রাজ রিপা

বিনোদন ডেস্ক: ঢালিউডের নবাগত নায়িকা রাজ রিপা এরইমধ্যে অভিনয় করেছেন ইফতেখার চৌধুরী পরিচালিত 'মুক্তি' সিনেমায়। এ ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এরমধ্যে রিপা দিলেন নতুন খবর। আরও একটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন এই অভিনেত্রী। জাজ মাল্টিমিডিয়ার ব্যানারে নির্মিতব্য সিনেমার নাম 'ময়না'। নারীকেন্দ্রিক সিনেমাটিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন রাজ রিপা। আলিম উল্লাহ খোকনের গল্পে সিনেমাটির চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা করছেন তরুণ নির্মাতা মনজুরুল ইসলাম মেঘ। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে সিনেমাটির শুটিং হয়েছে।



একটানা শুটিং করে শেষ করা হবে সিনেমাটির দৃশ্য ধারণ। 'ময়না'- সিনেমা প্রসঙ্গে রাজ রিপা বলেন, খুব সুন্দর একটি গল্প। মূলত এটি নারীকেন্দ্রিক একটি ছবি। জাজের ব্যানারে নায়িকা হিসেবে আমার প্রথম সিনেমা। চ্যালেঞ্জিং একটি চরিত্র। একটা মেয়ের সংগ্রামী গল্প দর্শক পর্দায় দেখতে পাবেন। এই সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন আমান রেজা, কায়েস আরজু, সুব্রত, আফফান মিতুল, আনোয়ার প্রমুখ। ছবির বাইরেও ওয়েবেও নাম লেখাচ্ছেন রাজ রিপা। প্রথমবারের মতো একটি ওয়েব সিনেমায় কাজ করতে যাচ্ছেন তিনি। নাম 'রক্ষা'। এরইমধ্যে এতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। পরিচালনা করবেন ইফতেখার চৌধুরী। ঈদের পর ওয়েব ফিল্মটির কাজ শুরু হবে বলে জানান রিপা। এ ছাড়াও অভিনেত্রীর হাতে রয়েছে লেখক হুমায়ুন আজাদের উপন্যাস '১০,০০০ এবং আরও ১টি ধর্ষণ' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি। শিগগিরই সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে।

অভিনয়ের জায়গাটিকেই বেশি আপন মনে হয়-শাহেদ

বিনোদন ডেস্ক: ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা শাহেদ শরীফ খান। অভিনয় অঙ্গনে দীর্ঘদিন পথ পারি দিয়েছেন। এখন অবশ্য বেশ বেছে কাজ করছেন। মানসম্পন্ন কাজ হলেই কেবল করছেন। সব মিলিয়ে কেমন আছেন এই অভিনেতা? শাহেদ বলেন, বেশ ভালো আছি। সুস্থ আছি। অভিনেতার বাইরেও প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে আপনি কাজ করছেন। কোন জায়গাটি আপনার বেশি পছন্দের? এ অভিনেতা বলেন, সত্যি বলতে কি এত কিছুর পিছনে রয়েছে দর্শক ও মিডিয়ার ভালোবাসা। অভিনেতা শাহেদ এর যতটুকু পরিচয় রয়েছে তার পিছনে মিডিয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি দর্শকদের ভা-লবাসাও অপরিসীম। আমার মন প্রান জুড়ে রয়েছে অভিনয়।



অভিনয়ের জায়গাটিকেই বেশি আপন মনে হয়। এখন ব্যস্ততা কেমন চলছে আপনার? শাহেদ বলেন, গুণী অভিনেত্রী অরুনা বিশ্বাসের পরিচালনায় সরকারি অনুদানে নির্মিত 'অসম্ভব' সিনেমায় কাজ করলাম। ভালো একটা সিনেমায় অংশ নিতে পেরে ভালো লাগছে। আমি খুব যত্ন নিয়ে পরিচালক সিনেমাটির কাজ শেষ করেছেন। এর বাইরে 'বীরঙ্গনা ৭১' সিনেমায় কাজ করলাম। আশারাখি দর্শকরা চলতি বছরে রুপালি পর্দায় আমাকে দেখতে পাবেন। আর ছোটপর্দায় কাজের কি খবর? এ অভিনেতা বলেন, মহান স্বাধীনতা দিবসে বিটিভির জন্য নির্মিত নাটক 'স্বাধীনতা তোমার জন্যে' তে কাজ করলাম। নাটকটি রচনা করেছেন রেজাউর রহমান এজাজ। প্রযোজনায় মাহবুবা ফেরদৌসী। স্বাধীনতা দিবসের বেতার নাটক 'সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পরে' নাটকটিতে কাজ করেছি। পরিচালনা করেছেন সৈয়দা ফেরদৌসী যাত্রী। এছাড়াও সম্প্রতি বিটিভিতে ৫২ পর্বের ধারাবাহিক 'জীবন থেকে দূরে' জমা দিয়েছি। এটি পরিচালনা করবো আমি। রচনা করেছেন আবুল হায়াত। অনুমোদন পেলেই শিল্পীদের চূড়ান্ত করবো। ওয়েবে কি কাজ করছেন? এ অভিনেতার উত্তর- 'হলিগান' নামের একটি ওয়েব সিরিজে কাজ করলাম। যতোটুকু জানি এটি চরকীতে মুক্তি পাবে। এর বাইরে সম্প্রতি সোয়ান ফোমের বিজ্ঞাপনে কাজ করলাম বিজ্ঞাপনটি নির্মাণ করেছেন ইলিয়াস কল্লোল।

অভিমান নিয়ে চলে গেলেন অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

বিনোদন ডেস্ক: হঠাৎ করেই এলো দুঃসংবাদ। মাত্র ৫৭ বছর বয়সেই থেমে গেল জীবন। বৃহস্পতিবার (২৪ মার্চ) কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়লো টলিউড। গত দু'-তিন দিন ধরে পেটের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বুধবার রিয়েলিটি শো'তে তিনি অংশও নিয়েছিলেন। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বৃহস্পতিবার ভোরে তিনি নিজ বাড়িতে মারা যান। জানা গেছে, মঙ্গলবার খাদ্যের বিষক্রিয়ায় প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিষেক। ওই অবস্থাতেই শুটিং করেন। বুধবারও তিনি স্টার জলসার 'ইসমার্ট জোড়ি' রিয়্যালিটি শো'র শুটিং করেন। সেখানেই আচমকা প্রেসার নেমে আসে ৮০-তে। বাড়িও পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে। সিনেমার জগতে পা দিয়েই নজর কেড়ে নেন অভিষেক। সেই সময় তাপস পাল, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় চুটিয়ে পর্দায় অভিনয় কর‡ছন। এই দুই অভিনেতার পাশে নিজের মতো করেই নজর কেড়েছিলেন অভিষেক। একের পর এক ছবি তার ঝুলিতে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের তার প্রায় সব ছবিই ছিল সুপারহিট। ১৯৮৬ সালে মুক্তি পায় তার প্রথম ছবি 'পথভোলা'। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে একের পর এক সুপারহিট ছবি। যার মধ্যে রয়েছে, 'অমর প্রেম', 'ওরা চারজন', 'হারাণের নাতজামাই', 'পাপী', 'তুফান'-এর মতো সিনেমা। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশের বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন অভিষেক। যারমধ্যে 'মায়ের আশির্বাদ', 'মেজ বউ', 'সিঁথির সিঁদুর', 'বাবা কেন চাকর', 'লাঠি', 'আলো', 'চৌধুরী পরিবারে'র মতো ছবি জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু কর্মাশিয়ালই নয়, ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় 'দহন' ছবিতেও আলাদা করে নজর কেড়েছিলেন অভিষেক। জনপ্রিয়তা তুঙ্গে থাকা অবস্থাতেই ধীরে ধীরে সিনেমার পর্দা থেকে সরে আসতে শুরু করেন অভিষেক। ভালো অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও নায়ক নন, বরং সহ অভিনেতার চরিত্রে প্রস্তাব পেতে শুরু করেন। এর বিরুদ্ধে অভিমান ও ক্ষোভও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। টলিউডের রাজনীতি নিয়েও মুখ খুলেছিলেন। অভিযোগ তুলেছিলেন টলিউডের সুপারস্টারদের বিরুদ্ধেও। বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। সিনেমা থেকে সরে গেলেও, অভিনয়কে আঁকড়ে ধরেই বেঁচেছিলেন অভিষেক। একের পর এক ধারাবাহিকে অভিনয় করে দর্শকপ্রিয়তা পান ছোট পর্দায়ও। কিন্তু সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি









জ্যামাইকায় শাহ নাওয়াজের নির্বাচনী সভা

(শেষের পাতার পর)

ডেমোক্র্যাট দলীয় ডিস্ট্রিক্ট লীডার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শাহ নাওয়াজের এক নির্বাচনী সভা বুধবার জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, কমিউনিটির একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে শাহ নাওয়াজ এতোদিন আমাদের দিয়ে এসেছেন। এখন সময় এসেছে তাকে কিছু দেওয়ার। বক্তারা বলেন, ডিস্ট্রিক্ট ২৪এ এর বাংলাদেশী-আমেরিকান ভোটাররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে ভোট দিলে অবশ্যই তিনি জয়ী হবেন। খবর ইউএনএ'র।

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই সভায় জ্যামাইকা ছাড়াও সিটির বিভিন্ন স্থান থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশ নেন এবং শাহ নাওয়াজকে সমর্থণ জানান।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সঞ্চালনায় সভায় শাহ নাওয়াজ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দীন সাগর, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার প্রার্থী আলব্রেট বালডিও, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ রশীদ, আগা সালেহ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মঈনুল ইসলাম, বৃহত্তর রাজশাহী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মজিদ আকন্দ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাকসুদুল হক চৌধুরী, আহসান হাবীব, রাব্বী সৈয়দ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামরুল ইসলাম সনি, নূরুল আজীম, জুডিশিয়াল ডেলিগেট প্রার্থী সাইফুর খান হারুন, সঙ্গীত শিল্পী রানো নাওয়াজ সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেদ ও সঙ্গীত শিল্পী অনিক রাজ।

ফ্রেন্ডস ফর শাহ নাওয়াজ-এর ব্যানারে আয়োজিত সভায় বক্তারা বলেন, একজন প্রার্তী হিসেবে শাহ নাওয়াজ যোগ্য। তিনি কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ছাড়াও ইতিম্যধ্যই ফোবানা, লায়ন্স ক্লাব এবং জেবিবিএ ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনে যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহামারী করোনায় নিরবে-নিভৃতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য-সহযোহিতা করেছেন। তিনি যেমন কমিউনিটির জন্য করেছেন, তেমনী এখন তার জন্য কিছু করে মূলধারায় তাকে আরো সক্রিয় করতে জয়ী করতে হবে। আর এই জয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটির বিকল্প নেই।

সভায় শাহ নেওয়াজ বলেন, কমিউনিটির জন্য আমি কি করতে পেরেছি সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আমি কমিউনিটির জন্য আরো কাজ করতে চাই, এজন্য ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হয়েছি। তিনি বলেন, ভোটারদের মন জয় করে আমাদেরকে জয়ী হতে হবে। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসলে, ভোট দিলে ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে জয়ী হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। নির্বাচনে তিনি সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে নূরুল আজীম ডিস্ট্রিক্ট লীডার প্রার্থী শাহ নাওয়াজের নির্বাচনী তহফিলে দুই হাজার ডলার অনুদান দিয়ে তার ফান্ড রেইজিং-এর শুভ সূচনা করেন।

মাহতাব খানের সমর্থনে জামাইকায় সভা অনুষ্ঠিত











(শেষের পাতার পর)

প্রাইমারী ডিস্ট্রিক্ট লীডার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মাহতাব খানের সমর্থনে জ্যামাইকায় সভা হয়েছে। শনিবার দুপুরে হিলসাইড এভিনিউস্থ পার্সন বুলেভার্ডের মতিন রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠত হয়।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং গজল পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের আলবিনা। মাহতাব খানকে পরিচয় করিয়ে দেন ইমাম ও হাফেজ রফিকুল ইসলাম। সভায় বিশেষ দোয়া করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রার্থী মাহতাব খান।

সভায় বক্তারা মাহতাব খানকে সম্ভাবনাময় প্রার্থী হিসেবে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, বিগত নির্বাচনে একই পদে মাহতাব খান প্রায় ৪০০ ভোটে পরাজিত হন। তরুণ প্রার্থী হিসেবে নতুন প্রজন্মের পাশাপাশি সর্বস্তরের ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন রয়েছে মাহতা খানের প্রতি। তাই সবাই মিলে ভোট দিলে মাহতাব খানই জয়ী হবে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মাহতাবের রয়েছে নির্বাচনী অভিজ্ঞতা।

ব্যতিক্রমী এই সভায় অন্যান্যের মধ্যে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শফি চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, মোহম্মদ আলী, শাহেদ খান প্রমুখ তাকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও নতুন প্রজন্মের তরুণরা তার সমর্থনে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

স্বাধীনতার ৫১ বছরে শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্যগাঁথা তুলে ধরলেন প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা





নিউইয়র্ক: যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে নিয়ে শনিবার (২৬ মার্চ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উদযাপন করা হয়। কোভিড-১৯ জনিত কারনে দীর্ঘ বিরতির পর সবাইকে সাথে নিয়ে স্বশরীরে মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনের বর্নিল এই আয়োজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বঙ্গবন্ধু মিলনায়তন পরিণত হয় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মিলনমেলায়।

অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সফররত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা এমপি। প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও অসামান্য সাফল্যগাঁথা তুলে ধরেন। প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, শিল্প, ব্যবসা-বানিজ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক বিনিয়োগ, ও পররাষ্ট্রসহ বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিক। মাথাপিছু আয়, জিডিপি'র উর্দ্ধমূখী প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সূচক তুলে ধরেন তিনি। পাকিস্তানসহ প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার তুলনামূলক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন। সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে সকল আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন তা উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতার নেতৃত্বে দীর্ঘ তেইশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন বলেন, বাঙালী জাতির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালী জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ত্রিশ লাখ শহীদ আর দু'লাখ নির্যাতিত মা-বোনের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি লাল-সবুজের পতাকা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। দেশগঠনে প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে তিনি জাতির পিতার স্বপ্নের সেনার বাংলা বিনির্মাণে প্রবাস থেকে আরও অবদান রাখার আহবান জানান।

রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, স্বাধীনতার পাঁচ দশকে বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত নাম। আজ বিশ্ব শান্তিরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ইউএন উইমেন নির্বাহী বোর্ড, পিসবিল্ডিং কমিশন, অভিবাসনসহ বেশ কিছু সংস্থা ও প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব প্রদান করছে। এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রেজুলেশন পেশ করার করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ এখন সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ পদচারনার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেছেন। গত সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণকালে এসডিজি বাস্তবায়নে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের এসডিএসএন 'এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতিসংঘ প্রাঙ্গণের বাগানে জাতির পিতার নামে একটি বেঞ্চ ও একটি গাছ রোপণ করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন তিনি যা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে কোন রাজনৈতিক নেতার নামে বেঞ্চ স্থাপন ও গাছ রোপণের প্রথম ঘটনা।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্মানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কবি, শিল্পী, সাংবাদিক, সাহিত্যিকসহ সহ বরেণ্য প্রবাসী বাংলাদেশীগণ। তাঁরা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নিজেদেরকে আরও সম্পৃক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মিশন আয়োজিত স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানের প্রশংসাও করেন তাঁরা। সকলকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কেক কাটেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংবর্ধনার আগে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এসময় মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের পবিত্র আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। উভয় পর্বেই অংশগ্রহণ করেন সফররত প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা এমপি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে ব্যাপক উৎসাহে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল যথাযথ মর্যাদায় ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস- ২০২২ উদযাপন করে। অনুষ্ঠানটি দু'পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্ব শুরু হয় সকাল সাড়ে দশটায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেলের সভাপতিত্বে দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্যের আলোকে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সকল সদস্যসহ ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রুহের মাগফেরাত ও দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও দোয়ার মাধ্যমে প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যায় কনস্যুলেটের মিলনায়তনে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে সকলকে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানান।

কনসাল জেনারেল তাঁর স্বাগত বক্তব্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদদেও প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এ বছরটিতে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হওয়ায় তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি আগামী দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো গভীর ও সুদৃঢ় করার বিষয়ে তার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, উক্ত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে 'ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার' পদকপ্রাপ্ত ড. ডেভিড নেলিন, ডেভিড উইসবোড, সিনেটর জন ল্যু, অ্যাসেম্বলি উইমেন ক্যাটেলিনা ক্রুজ, অ্যাসেম্বলি উইমেন জেনিফার রাজকুমারসহ বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেলগণ, কূটনীতিকগণ, স্বাগতিক দেশের কর্মকর্তাগণসহ দুইশতাধিক অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রবাসে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া অঙ্গনের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে মহিমান্বিত ও আনন্দঘন করেছে। ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী খাবার দ্বারা অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়।

'ক্যারিয়ার থ্রী সিক্সটি সলিউশন' আইটি স্কুলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে অবস্থিত তাজমহল পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'ক্যারিয়ার থ্রী সিক্সটি সলিউশন' আইটি স্কুলের সদস্যদের মতবিনিময় সভা। ফাহিম খানের সঞ্চালনায় সভায়, আগত সবাই তাদের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন, আইটিতে ক্যারিয়ার বিল্ড করতে হলে কি কি পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, সেসব বিষয়ে আলোকপাত করেন। মৃদুল আহমেদ বলেন আইটি কোর্সে ভর্তি হবার আগে মন-মানসিকতা সেটআপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শেখার আগ্রহ থাকলে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব। মো: ইকবাল হোসেন বলেন তিনি সংসারের নানা কাজের মাঝেও দিনে কমপক্ষ্যে ৪/৫ ঘন্টা ব্যয় করতেন পড়াশুনার জন্য।

স্কুলের অন্যতম পরিচালক ফাহিম খানে বলেন, -যারা স্কুলে ভর্তি হতে চান, তারা ফ্রি ক্লাসে অংশগ্রহন করে যাচাই করে নিতে পারেন আমাদের পড়ানোর পদ্ধতি, কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, সিলেবাস ও অন্যান্য সার্ভিসগুলো কিভাবে দিয়ে থাকি।

আরেক পরিচালক শাহাদাত হোসেন সজীব বলেন, আইটিতে যদি ক্যারিয়ার গড়তে চান তাহলে প্রত্যেকেই দিনে কমপক্ষ্যে ৪/৫ ঘন্টা ব্যয় করতে হবে পড়াশুনার জন্য। তিনি আরোও বলেন আশি হাজার থেকে এক লক্ষ ডলারের বেতন পেতে হলে সবাইকে শ্রম দিতে হবে, তা নাইলে সম্ভব নয়।

রুবায়েত হাসান সামির বলেন, মার্কেটে আসার আগে সবার জন্য গ্রুমিং সেশন থাকে, কিভাবে ইন্টারভিউ ফেইস করতে হবে, তারও নির্দেশনা দিয়ে থাকি।

আইটি স্কুলের পরিচালক ফকরুদ্দিন মাহমুদ রাজন বলেন, ইয়ং জেনারেশনকে তাদের ক্যারিয়ার তৈরী করে দেবার উদ্দেশ্যে এই স্কুলের পথচলা। এই প্রবাসের সকল ভাইবোনদের প্রতি আহবান জানিয়ে তারা বলেন, কেউ যদি তাদের ভবিষ্যত আইটি ফিল্ডে গড়তে চান, তাহলে ক্যারিয়ার থ্রী সিক্সটি সলিউশন তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে। বর্তমানে নিউইর্য়ক ছাড়াও জর্জিয়ার আটলান্টাতেও তাদের অফিস রয়েছে, তাছাড়া আরও কিছু ষ্টেটে অফিসের কার্যক্রম অচিরেই শুরু হবে।

সভায় সুজন রব, মোহাম্মদ মোর্শেদ, মো: আবদুল্লাহ কাব্য, মো: তওফিক, মো: সজীব, আবদুল্লাহ সাব্বির, মো: ইকবাল হোসেন, মো: আশরাফুল, মৃদুল আহমেদ, মো: কামরুল হাসান বাসির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, শতাধিক শিক্ষার্থী এই স্কুলের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করছে। বর্তমানে কয়েকটি ব্যাচের ক্লাস চলছে, অচিরেই নতুন ব্যাচ শুরু হবে। আগ্রহীরা ৯১৭-৪৮০-৯৬০৭ নম্বরে যোগাযোগ করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

‘বসন্ত বাতাসে’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত হলো বুটিক বন্ধু মেলা





বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কুইন্সের জ্যামাইকার পারসন বুলেভার্ডে অবস্থিত মতিন সুইটস এন্ড মাসালা রেষ্টুরেন্টে গত ২০ মার্চ রোববার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বসন্ত বাতাসে শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বুটিক বন্ধু মেলা। আমেরিকার বাজারে দেশীয় পণ্য ও বিভিন্ন ধরনের জুয়েলারি পণ্য দিয়ে পাঁচ নারী উদ্যোক্তা সাজিয়েছেন তাদের প্রিয় স্টল।

শাড়ি, ড্রেস, জুয়েলারী দেশজ শিল্প বিপুল সমারহ এর পাশাপাশি ভোজনরসিকদের জন্য ছিলো ঘরে তৈরী সুস্বাদু খাবার, পিঠা, বিভিন্ন ধরনের ভর্তা ও আচার। মেলায় দর্শনার্থীদের অংশগ্রহন ছিলো চোখে পড়ার মতো। মেলায় দর্শনার্থীরা জানান, তারা তাদের পছন্দের জিনিস ক্রয় করতে পেরেছেন সহজেই, আর পণ্যের দাম ছিলো তুলনামূলকভাবে কম। অনেকে নববর্ষ ও আসন্ন ঈদকে উপলক্ষ্যে তাদের শাড়ি ও জুয়েলারী ক্রয় করেছেন।

মেলায় অংশগ্রহনকারী পাঁচ নারী উদ্যোক্তারা হলেন- এন.জে বুটিক এর নুসরাত জাহান, ফ্যাশানিস্টি এর রুমি মোস্তফা, জিন্নাত ফ্যাশোনা এর জিন্নাত জামান, ফ্যাশন উইথ জাহিদা এর জাহিদা আলম এবং সিনড্রেলা’স ড্রীম ক্লোজেট এর আইরিন রহমান।

উদ্যোক্তারা জানান, কোভিডের সময় সবাই ঘরে বসে ছিলো বাহিরে যেতে পারে নেই, সেসময় মেলা বন্ধ ছিলো, কোভিডের পর, এবছরে এটা তাদের প্রথম আয়োজন, পরবর্তীতে ভিন্ন সাজের মেলা আরো করবেন। তারা আরো বলেন, দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য এই ধরনের মেলার আয়োজন করছেন।







ডারবানে পাঁচ দিনই কর্তৃত্ব করতে চায় বাংলাদেশ



স্পোর্টস ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জয়, এর চাইতে মধুর অর্জন আর কী হতে পারে! বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এবার টেস্ট সিরিজ জয়েরও স্বপ্ন দেখছে। আর টেস্ট অধিনায়ক মুমিনুল হক সৌরভের অনুপ্রেরণা সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজ। তিনি বলেন, 'এটি জয়ের ব্যাপারে তো আত্মবিশ্বাসী করবেই। অধিনায়ক হিসেবে সবসময় জয় চাই। আগে যা হয়েছে এসব নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। প্রথম ম্যাচ থেকেই আমি অনেক ফোকাসড। পাঁচ দিন কীভাবে অনেক ডমিনেট করে খেলতে পারি এই চিন্তা করছি।'

কিছুদিন আগে নিউজিল্যান্ডের কঠিন কন্ডিশনে টেস্ট জিতে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন মুমিনুলরা। মাউন্ট মঙ্গানুই মহাকাব্যের পর দলের খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসের পারদটা উঠে যায় অনেক উপরে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজে দাপট দেখায় টাইগাররা। তাসকিন-শরীফুলদের পেস আর সাকিব-মিরাজদের স্পিনে নাকাল হয় স্বাগতিক দল। ব্যাটিংয়েও আলো ছড়ান লিটন-মুশফিকরা। এক কথায় সব বিভাগেই প্রোটিয়াদের উড়িয়ে সিরিজ জিতে নেয় বাংলাদেশ।

৩১শে মার্চ ডারবানে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে মাঠে নামবে মুমিনুল বাহিনী। ফরম্যাট ভিন্ন হলেও ভালো পারফরম্যান্সের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মুমিনুল। তিনি বলেন, 'তামিম ভাই, সাকিব ভাই, লিটনের ব্যাটিং, তাসকিনের বোলিং- গত কয়েকদিন খুব উপভোগ করেছি। এটা অবশ্যই টেস্ট দলকে আত্মবিশ্বাস দেবে। কেউ এক ফরম্যাটে ভালো করে অন্য ফরম্যাটে গেলে সেখানে তা দলের জন্য আত্মবিশ্বাস হিসেবে কাজে দেয়। যদিও ফরম্যাট ভিন্ন, কন্ডিশনও একটু অন্যরকম হতে পারে। দিনশেষে এই আত্মবিশ্বাস আর প্রেরণাগুলো কাজে লাগে।'

পারিবারিক কারণে ওয়ানডে সিরিজ শেষে দেশে ফিরে এসেছেন শীর্ষ তারকা সাকিব আল হাসান। মুমিনুলরা অবশ্য সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালকে ছাড়াই নিউজিল্যান্ডে টেস্ট জিতেছেন। তবে অভিজ্ঞ ব্যাটার তামিম ইকবাল এবার রয়েছেন দলে। মুমিনুল বলেন, 'নিউজিল্যান্ডে তামিম ভাইও ছিল না, সাকিব ভাইও ছিল না। শুধু মুশফিক ভাই ছিল। অনেককে হয়তো পাব না, তবে আমি সবসময় আশাবাদী থাকতে পছন্দ করি। এখন তামিম ভাই আছেন। তার ভূমিকা আমার দলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। দলের কাজ সহজ হলো। তামিম ভাই থাকলে টপ অর্ডারের কাজটা সহজ হয়ে যায়। বিশেষ করে দেশের বাইরের টেস্টগুলোতে।'

সাকিব না থাকায় 'আনলাকি' কি না এমন প্রশ্নের জবাবে মুমিনুল বলেন, 'বিষয়টা উল্টো... উনি প্রায় সময়ই তো থাকে না। থাকাটাই বরং সৌভাগ্যের মনে হয় (হাসি)। উনি থাকলে টিম কম্বিনেশন অনেক সহজ হয়ে যায়। একজন অতিরিক্ত ব্যাটার বা বোলার খেলানো যায়। এখন যেহেতু নেই, যারা আছে, যে অ¯¿ আছে তাদের কাজে লাগিয়েই ম্যাচ জেতার চেষ্টা করতে হবে।'



আমাদের খেলোয়াড়রা এখন যথেষ্ট অভিজ্ঞ'

স্পোর্টস ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জিতে বাংলাদেশ। তবে ঘরের মাঠে টাইগারদের পারফরম্যান্সের প্রশংসার চেয়ে পিচ নিয়েই সমালোচনা হয়েছে বেশি। নিন্দুকদের মতে, সাকিব-মুশফিকরা ঘরের মাটিতেই বাঘ! তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে সিরিজে টাইগারদের পারফরম'ান্স সমালোচকদের দিয়েছে সমুচিত জবাব। ইতিহাস গড়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে তামিম ইকবালের দল। এই দলটাকে যথেষ্ট অভিজ্ঞ মনে করেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এর আগে বাংলাদেশের ছিল না কোনো জয়। সেই আক্ষেপের অধ্যায়ে টাইগাররা ইতি টেনেছে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচেই। দ্বিতীয় ম্যাচে হারলেও শেষটায় সিরিজ নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ। নান্নু বলেন, 'ওয়ানডেতে এটা বাংলাদেশের অন্যতম বড় সিরিজ জয়।

নিউজিল্যান্ডে টেস্ট ম্যাচ জেতা আরো বিরাট ব্যাপার। আমরা বিদেশের মাটিতে অনেক সংগ্রাম করছিলাম। নিউজিল্যান্ড সফর থেকে বিদেশের মাটিতে সাহস নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। আমাদের খেলোয়াড়রা এখন যথেষ্ট অভিজ্ঞ।'

ওয়ানডে সিরিজের পর এবার প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টেস্ট লড়াইয়ে নামার পাল টাইগারদের। নান্নুর বিশ্বাস, ভালো খেলাটা খেললে সাদা পোশাকেও সিরিজ জয় সম্ভব। তিনি বলেন, 'সামনে দুটি টেস্ট রয়েছে। আমি আশা করছি পাঁচ দিনই আমরা খুব ভালো ক্রিকেট খেলবো। এটা করতে পারলে ইনশাআল্লাহ ভালো ফলাফল আসবে।'

নান্নু বলেন, ' টেস্ট ক্রিকেটে আগাম কিছু বলতে পারবেন না। প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক সেশন গুরুত্বপূর্ণ। মনোযোগ ধরে রাখা খুব জরুরি।'

আগামী ৩১শে মার্চ ডারবানে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার প্রথম টেস্টটি শুরু হবে। আগামী ৭ই এপ্রিল আরম্ভ হবে দ্বিতীয় ম্যাচ, পোর্ট এলিজাবেথে।

‡টস্ট সিরিজের জন্য ইতোমধ্যেই অনুশীলন করা শুরু করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যাটসওয়ার্থ ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে ঘাম ঝড়িয়েছেন তাসকিন-শরিফুলরা। ডারবান মূল শহর থেকে ২০-২৫ কিলোমিটার দূরের এই ক্লাবের মাঠে আজ ও কাল অনুশীলন করবে বাংলাদেশ দল।

মুজিববর্ষ অনুষ্ঠানে এ আর রহমানের সঙ্গে গান গাইবেন যারা

স্পোর্টস ডেস্ক: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কনসার্ট আয়োজন করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আগামী ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য এই কনসার্টে শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম মাতবে ভারতের অস্কারজয়ী সংগীতশিল্পী এ আর রহমানের সুরের মূর্ছনায়।



মুজিববর্ষ উদযাপনে ২০২০ সালে একাধিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছিল বিসিবি। তবে করোনাভাইরাসের কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তারই অংশ হিসেবে কনসার্টের আয়োজন করছে বিসিবি। এ আর রহমানের সঙ্গে মঞ্চ মাতাবেন জনপ্রিয় ব্যান্ড মাইলস এবং বাংলা লোকগানের সংগীত শিল্পী ও জাতীয় সংসদের দুইবারের সদস্য মমতাজ বেগম। আর প্রধান অতিথি হয়ে কনসার্টের শোভা বর্ধন করবেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কনসার্টে শিল্পীদের পারফর্ম করার ক্রম জানিয়ে বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'এ আর রহমানের সঙ্গে কনসার্টে থাকছেন মমতাজ ও মাইলস। তারা প্রথম স্লটে পারফর্ম করবেন। আর দ্বিতীয় স্লটে থাকবেন এ আর রহমান।'

নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'অনুষ্ঠানটি কোনো টিভি চ্যানেল দেখাবে কি না তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সিদ্ধান্ত হলে আমরা জানিয়ে দেবো।'

কনসার্টের জন্য তৈরি হচ্ছে মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ইতোমধ্যেই মঞ্চ তৈরির কাজ প্রায় শেষ। শ্রোতা-দর্শকদের জন্য মাঠে আসন বসানোর কাজও চলছে।

এ আর রহমানের এই কনসার্টটি সরাসরি দেখার সুযোগ পাবে ১৫ হাজার দর্শক। বরেণ্য শিল্পীদের গান উপভোগ করতে টিকিট কেটে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে হবে। তবে এখনো টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করেনি বিসিবি।

বৈচিত্র্য নিয়ে দিল্লিতে 'দ্য ফিজ'

স্পোর্টস ডেস্ক: টাইগার পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের বৈচিত্র্যপূর্ণ বোলিংয়ের অপেক্ষায় দিল্লি ক্যাপিটালস। ভারতীয় ফ্র্যাঞ্জাইজি টুর্নামেন্টের পঞ্চদশ আসরে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশি 'কাটার মাস্টার'। আইপিএল খেলতে ইতোমধ্যেই ভারতে পৌঁছেছেন মোস্তাফিজ। 'দ্য ফিজ'কে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে পোস্ট করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস।



ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ওয়ানডে সিরিজ শেষে গত ২৫শে মার্চ সরাসরি ভারতে গিয়েছেন মোস্তাফিজ। আজ মুম্বইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে মোস্তাফিজের দল দিল্লি। তাই সরাসরি মুম্বইয়ে পৌঁছান ফিজ।

দিল্লি ক্যাপিটালস মোস্তাফিজের দলে যোগ দেয়ার খবর দিয়ে ফেসবুকে লিখেছে, 'দ্য ফিজ এবং তার সব বৈচিত্র এখন এখানে। ডিসি (দিল্লি ক্যাপিটালস) পরিবারে তোমাকে স্বাগতম মোস্তাফিজুর রহমান।'

‡কায়ারেন্টিন জটিলতার জন্য প্রথম ম্যাচে মোস্তাফিজকে পাবে না দিল্লি। কারণ, তিনদিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিন শেষে দলে যোগ দিতে পারবেন মোস্তাফিজ। আগামী ২রা এপ্রিল গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে দিল্লি। সে ম্যাচে খেলতে পারেন মোস্তাফিজ।

এবারের আইপিএলে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে খেলবেন মোস্তাফিজ। টুর্নামেন্টের মেগা অকশনে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপি দিয়ে মোস্তাফিজকে ভেড়ায় দিল্লি। নিলামে সাকিব আল হাসানের নাম থাকলেও অভাবনীয়ভাবে দল পাননি তিনি।

একমাত্র টাইগার ক্রিকেটার দলে ভেড়ানোয় বাংলাদেশি ক্রিকেটভক্তদের একচেটিয়া সমর্থন পেতেই পারে দিল্লি ক্যাপিটালস। বিষয়টি নিয়ে মোস্তাফিজ বলেন, 'আইপিএলে আমি আর সাকিব ভাই খেললে বাংলাদেশি সমর্থকরা দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। এবার যেহেতু তিনি নেই তাই সমর্থকরা আমার দিকেই তাকিয়ে থাকবে। সাকিব ভাই তিন ফরম্যাটেই এভেইলেবল (জাতীয় দলে)। এজন্য এবারের আইপিএলে সিলেক্ট হননি।'

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিন ওয়ানডেতে কোনো উইকেট পাননি মোস্তাফিজ। তাসকিন আহমেদের দাপুটে বোলিংয়ের সঙ্গে আলো ছড়িয়েছেন পেসার শরিফুল ইসলামও। তবে উইকেট না পাওয়ায় আক্ষেপ নেই মোস্তাফিজের। দুই সতীর্থের প্রশংসা করে মোস্তাফিজ বলেন, 'আমরা পেস বোলাররা সবসময় একটা ইউনিট হিসেবে থাকি। বোলিং করার সময় একজনের আইডিয়া অন্যজনের সঙ্গে শেয়ার করি। এ জন্য নৈপুণ্যের উন্নতি হচ্ছে আমাদের।'

২০১৬ সালে হায়দরাবাদের জার্সিতে আইপিএল অভিষেক হয় মোস্তাফিজের। সেবার ১৬ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ইমার্জিং ক্রিকেটারের পুরস্কার কুড়ান নেন 'দ্য ফিজ'। মাঝে এক মৌসুম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে কাটিয়ে গতবার তিনি ছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের তাবুতে। গত আসরে রাজস্থানের জার্সি গায়ে পুরো ১৪ ম্যাচে মাঠে নেমে ১৪ উইকেট নেন মোস্তাফিজ।



(ছবি আছে স্পোর্টস পিকচার নং-০৫)

নেটে লিটনকে বোলিং করলেন ডমিঙ্গোর ছেলে

স্পোর্টস ডেস্ক: ওয়ানডে শেষে টেস্ট সিরিজ শুরুর অপেক্ষায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সাদা পোশাকের লড়াইয়ে নামার জন্য গতকালই অনুশীলন শুরু করে টাইগাররা। ছোট পরিসরে ম্যাচ খেলেছেন ক্রিকেটাররা। কেউ কেউ ব্যাটিং ঝালিয়ে নিয়েছেন নেটে। টাইগারদের সেই নেট ব্যাটিংয়ের সঙ্গী হয়েছিলেন ডমিঙ্গোর ক্রিকেটার পুত্র কার্ল। লিটন দাসকে বোলিংও করেছেন তিনি।

২০১৯ সালে বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব পান রাসেল ডমিঙ্গো। প্রোটিয়া এই কোচের অধীনে এই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছে বাংলাদেশ। পিতার শিষ্যদের সাক্ষাৎ তাই মিস করেননি কার্ল। ডারবান শহর থেকে ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে চ্যাটসওয়ার্থ ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে অনুশীলনরত টাইগার ক্রিকেটারদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন কার্ল।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ক্লাবের হয়ে খেলেন এই ডান হাতি অফস্পিনার। গতকাল ডমিঙ্গো যখন খেলোয়াড়দের অনুশীলন তদারকিতে ব্যস্ত এক ফাঁকে নেটে চলে যান কার্ল। লিটন দাসকে দেখান অফস্পিন নৈপুণ্য। এক ওভারের মতো হাত ঘুরান কার্ল।

ক্রিকেটার কার্ল যে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বড় ভক্ত, তা আঁচ করা গেছে তার পোশাক দেখেই। পর্তুগিজ সুপার স্টারের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ৭ নম্বর জার্সি পরে এসেছিলেন কার্ল। রাসেল ডমিঙ্গো-জেনেভাইভ দম্পতির দুই পুত্রের মধ্যে বড় কার্ল।



যুক্তরাষ্ট্রকে জানালো বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশ কেন র‍্যাবের প্রয়োজন তা তুলে ধরেছে ১৪ পৃষ্ঠার এক বিশেষ প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদনটি আমাদের হাতে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, আইনপ্রয়োগকারী এই সংস্থাটি বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষার্থে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গত ১০ই ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ও পররাষ্ট্র দপ্তরের তরফে র‍্যাব এবং এর বর্তমান ও সাবেক ৭ কর্মকর্তার ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ নিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়।

ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলারকে তলব করে ওই নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদ জানান পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনও প্রতিক্রিয়া জানান। বলেন, 'র‍্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা দুঃখজনক।' নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনকে অনুরোধও করেন ড. মোমেন এক চিঠিতে। র‍্যাবের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, র‍্যাব কখনও মানবাধিকার লুণ্ঠন করেনি। বরং মানবাধিকার রক্ষা করে চলেছে। তবে বিরোধী বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তাদের এমন পরিণতিতে পড়তে হয়।'

কী আছে এই প্রতিবেদনে

নন-পেপার হিসেবে গণ্য এই প্রতিবেদনের শুরুতেই র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞায় হতাশা প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, এই নিষেধাজ্ঞা একতরফা। এতে করে সন্ত্রাসবাদ, সহিংসতা, চরমপন্থা ও মানব পাচারের মতো সংঘটিত অপরাধ মোকাবিলায় একটি উচ্চ পেশাদার আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার দুর্দান্ত কর্মক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করে বলেই মনে করে সরকার। র‍্যাব গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ৯/১১-এর মর্মান্তিক হামলার পর বিশ্বব্যাপী দেশগুলো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। আর এর নেতৃত্ব দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ২০০৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক প্রতিবেদনেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে বাংলাদেশের সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হয়। সেই সাথে বলা হয়, বাংলাদেশের দুর্বল প্রতিষ্ঠান এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সক্ষমতার অভাব রয়েছে। এর পর পরই পুলিশের একটি এলিট ফোর্স হিসেবে ২০০৪ সনের ২৬ মার্চ র‍্যাব যাত্রা শুরু করে। এতে পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের চৌকস সদস্যরা অংশ নেন। র‍্যাবকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বহুমাত্রিক এবং অত্যন্ত পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, কানাডা, সুইজারল্যান্ড ও স্পেনের প্রশিক্ষকরা র‍্যাবকে আরও আধুনিক করার জন্য প্রশিক্ষণ দেন। ২০১৪ থেকে ২০১৯ সন পর্যন্ত ২৪৬ জন র‍্যাব সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, র‍্যাব কর্মকর্তারা ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন প্রোগ্রামের অধীনে ২০১১ সন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, র‍্যাব কঠোরভাবে প্রশিক্ষিত এবং পর্যাপ্তভাবে সজ্জিত একটি বাহিনী। দেশের ভেতরে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সনে হলি আর্টিজানের ঘটনাটি র‍্যাব-এর দক্ষ এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপের একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট অনুমোদিত কান্ট্রি রিপোর্টেও তা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সবার জানা, ২০০৫-২০০৮ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। যার মধ্যে ছিল সিরিজ বোমা হামলা, আত্মঘাতী হামলা ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের হত্যার ঘটনা। জঙ্গিবাদ দমনেও র‍্যাব অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শুধুমাত্র ২০১৯ সনে র‍্যাব ১৪৪টি জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। সংস্থাটির কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে বসবাসকারী জনগণের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এই বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। তাই সরকার মনে করে যে, র‍্যাব এবং এর কিছু বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা বিপরীতমুখী প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ এ ধরনের পদক্ষেপ সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা, মানব ও মাদক পাচারের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধ, সামাজিক সহিংসতা, নারীদের প্রতি অবমাননা রুখতে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করবে। এটি শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

ওদিকে ঢাকা-ওয়াশিংটন অংশীদারি সংলাপ শেষে বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড সাংবাদিকদের বলেন, 'র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জটিল।' সহসাই এ নিষেধাজ্ঞা উঠছে না বলেও ইঙ্গিত দেন।

র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পর ১০৬ দিনে কোনো ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেনি।

সানিসাইড মুসলিম সেন্টারে রামাদানপূর্ব ফান্ড রেইজিং সম্পন্ন

নিউইয়র্ক: সানিসাইড মুসলিম সেন্টারে রামাদানপূর্ব ফান্ড রেইজিং ডিনার গত ২০ মার্চ, রোববার মাগরিবের পর অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ফান্ড রেইজিং এর কনভেনর বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন নিউ-ইয়র্ক-এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ. আতাউল হক ওসমানী। অতিথি ছিলেন শেল্টাররক ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ক্বারী নজরুল ইসলাম ও সাফোল্ক ইসলামি সেন্টারের ইমাম আব্দুল্লাহ এজাত বায়োমী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হাফিজ মোহাম্মদ কোরআন তেলাওয়াত করেন। আবু সালেহ শোয়াইব এর উপস্থাপনায় মসজিদের প্রেসিডেন্ট সেন্টারের প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস টেনে ও এর সাথে পূর্ব থেকে সংশ্লিষ্ট সর্বজনাব আবুল কাশেম, শহীদ কামাল, আবু তালেব, আব্দুল ওয়াদুদ, আব্দুল হাশেম বুলবুল সহ সবার জন্য দোয়া করেন এবং মসজিদের নতুন বাড়ী ক্রয়ে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সেক্রেটারী নাসির হায়দার মসজিদেও একাউন্ট এবং হিসাব জানিয়ে সকলকে অনুদান ও কর্জে হাসানার মাধ্যমে ১.২ মিলিয়ন ডলারের বাড়ী ক্রয়ের জন্য সকলকে অংশ গ্রহনের জন্য কামনা করেন।

অতিথি ক্বারী নজরুল ইসলাম ও ইমাম আব্দুল্লাহ রামাদ্বানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কওে ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন। ডা. আতাউল হক ওসমানী ইংরেজীতে তার সুললীল কণ্ঠে একটি হামদ পরিবেশনা করেন। অনুষ্ঠানে নারী ও শিশুসহ প্রায় দেড়শ লোকের উপস্থিতি ছিল। ফান্ডরেইজিং ডিনারের কো-অর্ডিনেটর আব্দুল হামিদ সোহেল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এশার নামাজের পর ডিনারের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School



- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available

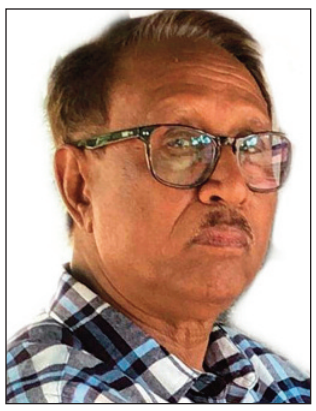
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিঃ যা করতে হবে



হারুন হাবীব

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় অনুচরদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইতিহাসের সেই বেদনাদায়ক অধ্যায়কে স্মরণ করে বাংলাদেশ 'গণহত্যা দিবস' পালন করে ২৫ মার্চ। স্মরণ করে সেই নিষ্ঠুর সময়কে, যখন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বর্বরোচিত ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করে এবং এক কোটি মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি ফেলে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে।

ইংরেজি 'জেনোসাইড' শব্দটি বাংলায় 'গণহত্যা' হিসেবে স্বীকৃত। যার অর্থ বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠী বা ধর্ম-বর্ণ ও বিশ্বাসের মানুষের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত পন্থায় পরিচালিত ব্যাপক হত্যাকা, আক্রমণ ও পীড়ন, যা সেই জনগোষ্ঠীকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। জাতিসংঘের ১৯৪৯ সালের 'জেনোসাইড কনভেনশন'-এ এই সংজ্ঞা স্বীকৃত। সে কারণে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসরদের হাতে যে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ ঘটে, তা সব অর্থেই 'গণহত্যা' বা 'জেনোসাইড'। বাংলাদেশের মাটিতে যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তা ছিল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম নৃশংস গণহত্যা।

বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রথম অভিযানটি পরিচালিত হয় ২৫ মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে। এ অভিযানের মধ্য দিয়ে তারা কেবল নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে উৎখাতের পথ বেছে নেয়নি; একই সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্য, পুলিশ, ইপিআর এবং ছাত্র-জনতাকে নিধনের পরিকল্পনা করে।

নাজি বাহিনীর হাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের পর ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের 'জেনোসাইড কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ পরিষদের ২৬০ নম্বর রেজুলেশনে পরে এর অনুমোদন দেওয়া হয়। এরও বহু বছর পর ২০১৫ সালে জাতিসংঘ ৯ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্ব সংস্থার এ পদক্ষেপ ছিল গণহত্যার ভয়ংকর পুনরাবৃত্তি রোধ করা। এর পরও থামানো যায়নি গণহত্যার মতো নির্বিচার এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীকে নিধন করার পরিকল্পিত প্রয়াস।

জাতিসংঘ এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রাচীন ও সাম্প্রতিক গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও দিয়েছে। স্বীকৃতি দিয়েছে অটোমান টার্কদের হাতে ১৯১৫ সালে ১৫ লাখ আর্মেনীয় হত্যা; ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় ৮ লাখ তুতসি জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যা; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিদের হাতে ইউরোপে ৬০ লাখ ইহুদি হত্যা। এমনকি স্বীকৃতি দিয়েছে ১৯৯২ সালের বসনিয়া ও ১৯৭৫ সালের কম্বোডিয়ার গণহত্যা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে যে ৩০ লাখ বাঙালির পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ ঘটে ১৯৭১ সালে; তার কোনো স্বীকৃতি আজও দিতে পারেনি বিশ্ব সংস্থা! এমন একটি ব্যর্থতা কেবল দুঃখজনক নয়; বিশ্ব সংস্থার চরম ব্যর্থতা ও দৈন্যেরই বহিঃপ্রকাশও বটে।

শুধু তাই নয়; এমন ব্যর্থতার যুক্তিসংগত কারণও দেয়নি জাতিসংঘ। অথচ বিশ্ববাসী জানে, ১৯৭১ সালের ৯ মাসে পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসরদের হাতে বাংলাদেশের মাটিতে যে গণহত্যা চলে, তা ছিল ২০ শতকের নৃশংস গণহত্যাগুলোর অন্যতম। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, যে পরিকল্পিত বর্বরতায় ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং যার বিস্তারিত বিবরণ বা ডকুমেন্টেশন গোটা বিশ্বেই আছে; যে বর্বরতায় নির্বিচারে নারী ধর্ষণ করা হয়েছে, মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, নদী-খাল-বিলে ভেসে থেকেছে গলিত শব, সেই বর্বরতার স্বীকৃতি জাতিসংঘ থেকে ৫১ বছরেও মেলেনি!

জাতিসংঘের সেদিনকার মহাসচিব উথান্ট ৩ জুন ১৯৭১ সালে নিজের অসহায়ত্ব তুলে ধরেন এই বলে 'দ্য হ্যাপেনিংস ইন ইস্ট পাকিস্তান কনস্টিটিউট অন অব দ্য মোস্ট ট্র্যাজিক এপিসোডস ইন হিউম্যান হিস্টোরি। অফকোর্স, ইট ইজ ফর ফিউচার হিস্টোরিয়ান টু গ্যাদার ফ্যাক্টস অ্যান্ড মেক দেয়ার ওন ইভালুয়েশন, বাট ইট হ্যাজ বিন এ ভেরি টেরিবল ব্লট অন এ পেজ অব হিউম্যান হিস্টোরি'।

বিশ্ব সংস্থা এর পরও বাঙালির ওপর চালিত গণহত্যাকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ এই গণহত্যার জোরালো স্বীকৃতি আছে বিশ্বজোড়া সংবাদপত্র, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও হাজারো প্রামাণ্যচিত্রে। দেশ-বিদেশে শত শত বই লেখা হয়েছে বিংশ শতাব্দীর এই নৃশংসতম গণহত্যা নিয়ে। হয়েছে গবেষণা, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে ২০২১ সালে। এই উদযাপনকালেই গণহত্যা গবেষণা বিষয়ক অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন' গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সে বিবৃতিতে বলা যায়, প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোনো প্রতিষ্ঠান জোরালোভাবে বাঙালি গণহত্যার বিচার দাবি করেছে এবং জাতিসংঘকে এই গণহত্যার স্বীকৃতি দিতে দাবি জানিয়েছে। লেমকিন ইনস্টিটিউটের বিবৃতির শেষাংশটি এ রকম 'গিভেন দ্য ল্যাক অব বোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রিকগনিশন দি লেমকিন ইনস্টিটিউট কলস আপন দি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি, ইনক্লুডিং দ্য ইউনাইটেড নেশন্স, টু আর্জেন্টলি রিকগনাইজ দ্য বেঙ্গলি জেনোসাইড অ্যাজ এ ওয়ে টু পে ট্রিবিউট টু দ্য ভিকটিম অ্যান্ড টু হোল্ড পারপিট্রেটরস অ্যাকাউন্টেবল'।

অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে আরও একটি বিবৃতি পাওয়া গেছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'জেনোসাইড ওয়াচ'-এর পক্ষ থেকে। বিশ্বব্যাপী গণহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে গঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছে 'দিস ক্রাইমস বাই দ্য পাকিস্তানি মিলিটারি ফোর্সেস কনস্টিটিউটেড দ্য ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি অব মার্ডার, এক্সটারমিনেশন, ডিপোর্টেশন অব ফোর্সিবল ট্রান্সফার অব পপুলেশন, ইমপ্রিজনমেন্ট অব আদার সিভিয়ার ডিপ্রাইভেশন অব ফিজিক্যাল লিবার্টি, টর্চার, রেপ, সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পারসিকিউশন, এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স অব পারসন্স অ্যান্ড আদার হিউম্যান অ্যাক্টস'।

জাতিসংঘ এ যাবৎ ঠিক কতটা দৃঢ়চিত্ত ভূমিকা রাখতে পেরেছে, বা তার মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে, সে বিতর্ক নিশ্চয় করা যায়। তার সিদ্ধান্ত, সাধারণ বা নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলো সে কতটা বাস্তবায়ন করতে পেরেছে, সেটিও আলোচনার যোগ্য বিষয় হতে পারে। কিন্তু যে বাংলাদেশ গণহত্যার শিকার, গণহত্যা দিবস পালন করে, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করে, যে দেশে হাজারো গণকবর ও বধ্যভূমি আজও ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; সেই বাংলাদেশ গণহত্যার স্বীকৃতি নিতে বিশ্ব সংস্থার ওপর কতটা চাপ প্রয়োগ করেছে- সেটিও কম আলোচনার বিষয় হবে না নিশ্চয়। জাতি হিসেবে আমাদের অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে- বিশ্ব সংস্থার কাছ থেকে বাঙালি গণহত্যার স্বীকৃতি আদায় করতে আমরা কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছি। হয়তো অনেকে বলবেন, বেশ দেরি হয়ে গেছে; আর হবে না। কিন্তু গণহত্যার মতো বিষয় কখনও তামাদি হয় না, হয়নি কখনও। তা হলে ১৯১৫-২৩ সালের আর্মেনীয় গণহত্যার স্বীকৃতি মিলত না।

বাংলাদেশকে প্রথমত একটি রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছার পরিকল্পনাসূচি তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারকে বাঙালি গণহত্যার স্বীকৃতির জন্য জাতিসংঘের কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানাতে হবে। তথ্য, সাক্ষ্য ও যুক্তিসংবলিত আবেদন সরবরাহ করতে হবে। তৃতীয়ত, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। যেসব দেশ ও সংস্থা পাকিস্তানি গণহত্যার সমালোচক এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিল, তাদের সমর্থন আদায় করতে হবে। চতুর্থত, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে গণহত্যার বিবরণ সংযুক্ত করতে হবে। বড় বড় গণহত্যার স্থানসহ সারাদেশে গণহত্যার নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে জেনোসাইড আর্কাইভ।

পঞ্চমত, বাংলাদেশকে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির সময় পাকিস্তান সরকার যুদ্ধাপরাধীর বিচার সংক্রান্ত যেসব বিবৃতি দিয়েছে, তা ব্যবহার করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আত্মরক্ষামূলক নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র হিসেবে সরব ভূমিকা পালন করতে হবে। পাকিস্তানকে মনে করিয়ে দিতে হবে- তারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মাটিতে যে বর্বরতা ঘটিয়েছে, তা বাঙালি জনগোষ্ঠী ভোলেনি; ভুলবে না কখনও। ষষ্ঠত, প্রবাসী বাঙালি ও মানবতাবাদী বিশ্ব জনগোষ্ঠীকে এ আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে।

মনে রাখা দরকার, ১৯৭২ সালে 'দি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট'-আইসিজে যে প্রতিবেদন দিয়েছে, তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে- কীভাবে এ গণহত্যা ঘটানো হয়েছে। নারী-শিশু নির্বিশেষে কীভাবে নির্বিচার গুলিবর্ষণ, বোমা ও আগুন দিয়ে মুসলমান-হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে; নারীরা নির্বিচারে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

সব দেশেই যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের স্বীকৃতি ও বিচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানবতার লড়াই, মানব সভ্যতার লড়াই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও আছে জাতীয় ইতিহাসের লড়াই। অতএব, বাঙালি গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি নিছক কোনো দাবি নয়। এটি গণহত্যার মতো অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে জাগিয়ে তোলার লড়াই; যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধকে ঘৃণা করার লড়াই। অতএব, এর থেকে পিছিয়ে আসার সুযোগ কোথায়?

হারুন হাবীব: মুক্তিযোদ্ধা, কথাসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021
For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
লেড বিষ সম্বন্ধীয়
বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
ভুল চিকিৎসা
মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
কাজের সময় দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান

মহান স্বাধীনতার এই মাসে

সকল বীর শহীদদের প্রতি

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ইউক্রেন যুদ্ধে জেনেভা কনভেনশন কতটা প্রতিপালিত হচ্ছে?

এম এ হালিম

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন এক ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। জাতিসংঘের সর্বশেষ বিবৃতি অনুযায়ী, এ অবধি ১২ লাখ ইউক্রেনবাসী পার্শ্ববর্তী দেশে উদ্বাস্তু হিসাবে পাড়ি দিয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ সংখ্যা ৪০ লাখ ছাড়াবে অচিরেই। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত সেদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত (আইডিপি) হয়েছে। বেলারুশসহ কিছু দেশ বাদে মার্কিন বলয়ভুক্ত ইউরোপের দেশগুলো এ উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিচ্ছে ও দেবে তা নিশ্চিত। তথাপি চলমান যুদ্ধ সাম্প্রতিক সময়ের সব যুদ্ধের ধ্বংসকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এক অসম যুদ্ধ হলেও ইউক্রেন এখনো অদম্য, যদিও তাদের একের পর এক শহর রাশিয়া দখল করছে। কিন্তু মানবিক সংকট যেন ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, খাদ্য, চিকিৎসা, নির্বিঘ্ন চলাচল সবকিছুই যেন অবহেলিত। অচিরেই এ যুদ্ধ বন্ধ না হলে ইউক্রেনে চরম মানবিক বিপর্যয় নেমে আসবে, তা বলাই বাহুল্য। এরই মধ্যে ইউক্রেনে অবস্থিত ইউরোপের সর্ববৃহৎ জপোরঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রাশিয়ার হামলা নতুন আশঙ্কা তৈরি করেছে। অল্পতেই এ অগ্নিকান্ড নেভানো না গেলে চেরনোবিল দুর্ঘটনার (১৯৮৬) চেয়ে আরও ভয়ানক তেজস্ক্রিয় বিপর্যয় ঘটত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদিকে রাশিয়া ইউক্রেনের আরও অন্তত চারটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলার পরিকল্পনা করছে বলে অভিযোগ এসেছে। যদি এমনটা হয়, তা হবে নিঃসন্দেহে এক কঠিন 'পারমাণবিক সন্ত্রাস', যা চলমান মানবিক বিপর্যয়কে প্রকট ও দীর্ঘায়িত করবে। এছাড়া এ সংকট বিশ্ব অর্থনীতিকে কোথায় নিয়ে ঠেকাবে, তা অনিশ্চিত। ইতোমধ্যে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১৩ ডলারে পৌঁছেছে। বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়েছে, যার প্রথম আঘাত এসেছে আরও এক দফা এলপিজির মূল্যবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। ইউক্রেনে রাশিয়ার উপর্যুপরি হামলা এবং নিজ দেশে পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত রাখতে বলার জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই কঠোর বার্তা দেয়।

গত বছর ১২ আগস্ট যুদ্ধাবস্থায় বিভিন্ন পক্ষের (যুদ্ধাহত সৈন্য, যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক জনগণ) নিরাপত্তাবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি তথা জেনেভা কনভেনশন নিয়ে লিখেছিলাম। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির (আইসিআরসি) উদ্যোগে ১২ আগস্ট ১৯৪৯ স্বাক্ষরিত ৪র্থ জেনেভা কনভেনশনের উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধকালে বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা। এ কনভেনশনে যুদ্ধাবস্থায় বেসামরিক মানুষ ও স্থাপনার প্রতি আচরণ কী হবে; তার নির্দেশনা রয়েছে, যা চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো (১৯৬ দেশ) মানতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। উল্লেখ্য, এ কনভেনশনে পূর্ববর্তী তিনটি কনভেনশনের (১৮৬৪, ১৯০৭ ও ১৯২৯) বিষয়বস্তুকে একত্রীকরণ করা হয়। ফলে চারটি কনভেনশন মিলেই বর্তমানে জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯ হিসাবে গণ্য।

রাশিয়া (তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন) ১৯৬০ সালে জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষর করলেও ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর সময় এ কনভেনশনের তোয়াক্কাই করছে না। তাদের আগ্রাসন থেকে রেহাই পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ, বেসামরিক স্থাপনা, এমনকি হাসপাতালও। রাশিয়ার হামলা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং অসামরিক পরিবহণও। যেমনটি হয়েছে বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের বেলায়। জাহাজের থার্ড ক্যাপ্টেনের নির্মম মৃত্যু এবং ২০৪ কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ হারালেও বাকি ক্রুরা বেঁচে আছেন, এটাই আপাতত সান্ত্বনা! যাহোক এ আইন অনুসারে যুদ্ধের সময় বেসামরিক জনগণ ছাড়াও কিছু স্থাপনা যেমন-সাংস্কৃতিক সম্পত্তি, ধর্মীয় কেন্দ্র/উপাসনালয়, হাসপাতাল, সশস্ত্র বাহিনীর (স্থল, নৌ ও আকাশ) মেডিকেল ইউনিটের যানবাহন, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ ছাড়া কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধে লিপ্ত হলে কিছু বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেমন- শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে আহত সৈন্যের প্রতি সমান আচরণ নিশ্চিত করা, গণহত্যা-অত্যাচার ইত্যাদি না করা ইত্যাদি।

জেনেভা কনভেনশনে (৪র্থ কনভেনশন, আর্টিক্যাল-২৩) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, যুদ্ধরত দেশে ওষুধ সামগ্রী, খাদ্য ও বস্ত্র পরিবহণে নির্বিঘ্ন পথ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রগুলো বাধ্য। এছাড়া কনভেনশন অনুসারে (১ম কনভেনশন, আর্টিক্যাল-২৩ ও ৪র্থ কনভেনশন, আর্টিক্যাল-১৪) যুদ্ধাবস্থায় হাসপাতাল একটি নিরাপদ স্থাপনা হিসাবে স্বীকৃত। অথচ যুদ্ধের তৃতীয় দিনেই দেখেছি, রাজধানী কিয়েভে একটি বড় হাসপাতালে রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে। এখানে বলে রাখি, জেনেভা কনভেনশন ছাড়াও যুদ্ধ পরিচালনা পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কে আরও একটি আইন তথা হেগ আইন রয়েছে, যা যুদ্ধ আইন (১৮৯৯ ও ১৯০৭) হিসাবেও পরিচিত। এ আইনে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার পদ্ধতি, উপায়, অস্ত্র ব্যবহার ইত্যাদি তদারক করা হয়। এ আইন যুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধরত সৈন্যদের দায়িত্ব ও অধিকারকে চিহ্নিত করেছে এবং এতে শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি সীমিতকরণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। আমরা হয়তো অচিরেই জানতে পারব, ইউক্রেন যুদ্ধে এ আইন কতটা প্রতিপালিত হচ্ছে।

যুদ্ধকালে অমানবিক আচরণ শুধুই ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নয়; এ ধারা আদিকাল থেকে অবিরত। তবে যত প্রভাবশালী দেশ, ততই যেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অমানবিক হওয়ার প্রতিযোগিতা। আফগান যুদ্ধ (২০০১ থেকে ২০২১), ইরান-ইরাক যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮৮), ইরাক যুদ্ধ (২০০৩-২০১১), সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ (২০১১ থেকে চলমান), লিবিয়া যুদ্ধ (২০১৪-২০২০), ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলের দীর্ঘদিনের আগ্রাসনসহ হাল আমলের এমন অনেক যুদ্ধ আর সংঘাতে জেনেভা কনভেনশনে সংজ্ঞায়িত কত যে নিরপেক্ষ ব্যক্তি (আহত অসুস্থ সৈনিক, যুদ্ধবন্দি, বেসামরিক লোক) নিহত, নয়তো আহত, নয়তো অন্য কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। এসব যুদ্ধে কমবেশি ২৫ লাখ সৈন্য ও বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। একমাত্র ইরাক যুদ্ধে দশ লাখেরও বেশি সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বময় যুদ্ধ-হানাহানির কারণে আট কোটিরও বেশি মানুষ ভিনদেশে শরণার্থী হিসাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে। আর চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে এসব পরিসংখ্যান কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা জানার সময় এখনো আসেনি।

এদিকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকার কারণে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে রাশিয়া প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন মাত্রার অর্থনৈতিক অবরোধ, বহির্বিশ্ব থেকে বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, সুইফট (সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল কমিউনিকেশন) কোড থেকে বাদ পড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পদ জব্দসহ রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব গৃহীত নানা পদক্ষেপ বাংলাদেশের জন্য বিব্রতকর। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারে রাশিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার পরপরই রাশিয়া ভ্রমণের মাধ্যমে উভয় দেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার ছাড়াও অর্থনৈতিক অগ্রগতির দ্বার উন্মোচন হয়। এযাবৎকালের বাংলাদেশের একক সর্ববৃহৎ প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প রাশিয়ার সহযোগিতায়ই বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার আর্থিক মূল্য এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। রাশিয়া সুইফট কোড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এ প্রকল্পসহ চলমান অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলেও বিকল্প ব্যবস্থায় এ সংকটের উত্তরণ হবে, এমন আশার কথা জানা যায়। এ ছাড়া চলমান যুদ্ধ যত দ্রুত বন্ধ হবে, বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক তত তাড়াতাড়ি পুনরুদ্ধার হবে। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসন নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের প্রতি চরম বৃদ্ধাঙ্গুলি। শুধু ইউক্রেন নয়, সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে এ যুদ্ধের তীর কোথায় গিয়ে ঠেকে, তার দিকে। শনিবার থেকে উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেও তা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে একে অপরের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। তাই ইউক্রেনসহ গোটা বিশ্বকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখার জন্য রাশিয়ার প্রতি এখন সবার দৃষ্টি। রাশিয়ার এ আগ্রাসী ভূমিকা অতীতে আন্তর্জাতিক সংঘাত এড়াতে তাদের ভূমিকা অবমূল্যায়িত হচ্ছে। আমাদের মনে থাকবে, পশ্চিমা বিশ্ব যখন সিরিয়ায় আগ্রাসনের জন্য প্রায় তৈরি, তখন এ রাশিয়াই হুমকি দিয়ে তা থামিয়ে আর এক মানবিক বিপর্যয় থেকে বিশ্বকে বাঁচিয়েছিল।

আদিকাল থেকেই যুদ্ধ আর দ্বন্দ্ব যেন মানুষের নিত্যসঙ্গী। আর এর সঙ্গে যখন রাষ্ট্র সম্পৃক্ত হয়, তখন তার পরিণাম হয় অপ্রতিরোধ্য। আজকাল তো যুদ্ধ আর দুটি দেশের মধ্যে সীমিত থাকে না। সভ্যতার উৎকর্ষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ধরন ও ফল হয়েছে নিষ্ঠুরতম। তাই তো জেনেভা কনভেনশনসহ আরও কত আন্তর্জাতিক আইন প্রণীত হয়েছে যুদ্ধ আর হানাহানির নেতিবাচক ফল বন্ধ না হয় সীমিত করার জন্য। কিন্তু অনেক প্রভাবশালী দেশই জেনেভা কনভেনশন বা এসব আইন অবজ্ঞা করে মানবসভ্যতা ধ্বংসের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। তাই একদিকে যেমন চলমান ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, সেই সঙ্গে জেনেভা কনভেনশনের বার্তা প্রতিপালনে সব পক্ষকে আন্তরিক হতে হবে। বেসামরিক মানুষ যেন আক্রমণের লক্ষ্য না হয়, তাদের জন্য ওষুধ ও খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহের পথ যাতে রুদ্ধ না হয়, বেসামরিক যান যেন আক্রমণের শিকার না হয়, হাসপাতালসহ নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচিত কোনো স্থাপনা যেন আক্রমণের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে বিবদমান সব পক্ষকে।

চলমান যুদ্ধ কখন থামবে, তা বলা কঠিন। তবে এ যুদ্ধে যেন মানবিক দিকটি উপেক্ষিত না হয়, তা দেখার দায়িত্ব জেনেভা কনভেশনে স্বাক্ষরকারী সব দেশেরই। আর এ আইনের প্রমোটার হিসাবে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটিকে তদারকির দায়িত্ব পালনেও সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ কনভেনশন মানা বা না মানা ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়, এটি স্বাক্ষরকারী সব রাষ্ট্রের অঙ্গীকার।

লেখক: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালক

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের এখানে রয়েছে কাউস, লেয়ার, চালান, টিটি কুরবানী ও রাত্রা মোড়ন, বাজি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ.
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
জোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

আস্ত লাভি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের নারীর

(১৮ পাতার পর)

অবদান রাখতে পারবে। ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশ পিছিয়ে রয়েছে। পুরুষেরা নারীদের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি আয় করতে পারেন। নারীদের মাথাপিছু গড় আয় যেখানে (পিপিপি অনুসারে) মাত্র ২ হাজার ৪১ ডলার, সেখানে পুরুষের গড় আয় ৫ হাজার ২৮৫ ডলার।

শুধু শিক্ষিত হলেই যে নারী লিঙ্গ বৈসম্যর শিকার হবে না তেমনটি নয়। আমাদের সমাজে এখনও পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকেই মযার্দা দেয়ার মানসিকতা প্রচলিত রয়েছে। তাই সমাজে অবদান রাখতে হলে নারীদের অবশ্যই তার শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই হবে যখন নারীরা অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র অবাধ বিচরণ করবে এবং এর মাধ্যমে সার্বিক অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। কর্মক্ষেত্রে মেধার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষিত নারী দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। তাই দেশের টেকসই উন্নয়নে যে হারে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মজীবী নারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে হবে। আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণ কম হওয়ার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে।

নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য দুটো শর্ত অবশ্য পূরণীয়। একটি হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আর অন্য টি হচ্ছে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে জরুরি বিষয় গুলোহচ্ছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা, উত্তরাধিকার, সম্পদ, উপার্জনের সুযোগ ইত্যাদি। আমাদের দেশের নারীরা এখনও এসব ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। ফলে নারীদের কর্মক্ষেত্রে গমনে রয়েছে অনীহা। বিভিন্ন কারণে তাদের এই অনীহার সৃষ্টি হয়।

প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব

কর্মক্ষেত্রে নারীদের পিছিয়ে থাকার একটি অন্যতম মূল কারণ হলো প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় নারীর কম উপস্থিতি। এর পেছনে বেশ কিছু কারণও রয়েছে। যেমন: আমাদের সমাজে এখনও এমন অনেক পরিবার রয়েছে যেসব পরিবারের অভিভাবকেরা ছেলেদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে ব্যয় করেন মেয়েদের ক্ষেত্রে সে পরিমাণ ব্যয় করতে নারাজ। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিভিত্তিক পড়াশোনায় ব্যয় তুলণামূলক বেশি তাই অভিভাবকেরা চান মেয়েরা বিজ্ঞানে না পড়ে মানবিক বিষয়গুলোতে পড়বে। আর ছেলেরা প্রকৌশল বা প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই মানসিকতার ফলে মেয়েরা প্রযুক্তিতে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফল স্বরূপ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের উপস্থিতি বেশি।

নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহ

নারীরা নির্দিষ্ট কিছু কর্মক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে বলে তাদের কাজের জায়গাগুলো আরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। কাজের ক্ষেত্রে তারা কাজের ধরন, কাজের পরিবেশ ও কাজের স্থান বা দূরত্বকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন: বেসরকারি চাকরির চেয়ে সরকারি চাকরিতে নারীদের আগ্রহ বেশি।

আবার কিছু কিছু পেশা রয়েছে যেগুলো নারীদের পছন্দের শীর্ষে যেমন: শিক্ষকতা। নারীরা চ্যালেঞ্জিং পেশায় যেতে চায় না। পছন্দের পেশায় সুযোগ না হলে অনেক সময় তারা বেকার থেকে যায়। শিক্ষিত নারীদের তাদের চিন্তাকে প্রসারিত করে সব ধরনের পেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। সরকারি চাকরিতে নারীদের আগ্রহের বিষয়টি বিসিএস এর পরীক্ষার ফলাফল থেকে অনেকটা পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (২০১৬) থেকে পরিলক্ষিত হয় যে অন্যান্য অনেক চাকরির চেয়ে বিসিএসে নারীদের উপস্থিতি বেশি। এক্ষেত্রে আবার অন্যান্য ক্যাডারের চেয়ে শিক্ষা ক্যাডারে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক বেশি। যেমন: বিগত ৩৫তম বিসিএসে ১২০ জনকে পুলিশ ক্যাডারে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১৮ জন মেয়ে। কিন্তু একই বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত ৮৬৫ জনের মধ্যে ২৩৩ জন নারী, যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ শিক্ষা ক্যাডারে নারী উপস্থিতি তুলনামুলক বেশি। কারণ নারীদের পছন্দের তালিকায় শিক্ষকতা প্রাধান্য পেলেও পুলিশের মতো চ্যালেঞ্জিং পেশা থাকে না।

আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন: যানবাহনের অভাব, শৌচাগারের অভাব, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের অভাব সর্বোপরি নিরাপত্তার অভাব। কিছু বেসরকারি চাকরি রয়েছে যেখানে নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা কম। এছাড়াও অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়। এসব নানা কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সঠিক প্রকৃয়া, পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যায়।

কিছু সামাজিক কারণ আমাদের সমাজে বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো নারীদের কর্মজীবী হিসেবে গড়ে উঠতে বাধার সৃষ্টি করে। যেমন: পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, বাল্যবিবাহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের প্রাধান্য না দিয়ে ইত্যাদি। আমাদের সমাজে এখনো দেখা যায় বাবা মা ছেলেদের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন। ছেলেকেই তারা বৃদ্ধ বয়সের আশ্রয় স্থল মনে করে বলে পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই পড়ালেখা করে চাকরি করবে এমন মনোভাব রয়েছে। তাই মেয়েদের পড়াশোনার প্রতি অনেক পিতা-মাতা যত্নশীল হন না। যদিও কিছুটা পড়াশোনা মেয়েদের করানো হয় তবে চাকরি করার ক্ষেত্রে পরিবারের সম্মতি থাকে না। এক্ষেত্রে সামাজিক, ধর্মীয় নানা কারন খেলা তারা প্রমান দেন এবং নারীকে অনগ্রসর করে রাখেন।

বাল্য বিবাহ নারীদের পশ্চাৎপদের অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে এখনও বাল্য বিবাহ প্রচলিত রয়েছে। বাল্যবিবাহের ২০১৫ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম।

সাধারণ চোখে দেখলে অস্বীকার করার উপায় নেই যে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের নারীরা অসাধারণ এবং বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছেন। যদিও ৫০ বছরের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নারীদের চলার পথটি মোটেও মসৃণ ছিল না।

হাজারো বাঁধা নিষেধের দেওয়াল ভেঙে, ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে, শাসন-বারণের পাহাড় ডিঙিয়ে, অপমান ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, নিপীড়ন-নির্যাতনকে তুচ্ছ করে নারীরা অদম্য শক্তিতে বেরিয়ে এসেছেন। ৫০ বছর আগের সেই প্রান্তিক- অক্ষম- অবলা- অশিক্ষিত- পরনির্ভরশীল- লাজুক এবং অন্ধকারে ডুবে থাকা, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর তকমা ছুঁড়ে ফেলে অনেকাংশেই নারী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মূলধারায় আপন শক্তিতে বলীয়ান নারী নিজে ঘরের চৌহদ্দি পেরিয়ে নিজেকে নতুন ভাবে নির্মাণ করেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণ রেখেছেন নিজের সক্ষমতার।

এখন আমরা খালি চোখেই বাংলাদেশের নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাই। অবশ্যই এই পরিবর্তন কারও একার অর্জন নয় বরং (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ব্যক্তিগত, সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ সমূহের মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে

গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে খুব জনপ্রিয় একটা কথা প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পীকার নারী- সেই দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ নেই রাষ্ট্রের শীর্ষ পদগুলো নারীর দখলে- এমন কথা শুনতেও হয়তো ভালোই লাগে কিন্তু এটা যে সত্যের পুরোটা নয়, তা অনেকেই জানেন। কারণ, এই সুখ-সত্যের অপর পিঠে কিছু অপ্রিয় সত্যও রয়ে গেছে। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু গুটি কয়েকজনের শীর্ষ পদে আসীন থাকাকে বোঝায় না ক্ষমতায়ন আসলে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় নারী তাঁর নিজের জীবনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেশা নির্বাচনসহ সবক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পান। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সমঅধিকারের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশে নারীর জীবন নিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এই ২০২১ সালেও অত্যন্ত সীমিত অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন নারীও এখনও চাইলেই তাঁর মতামত প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পান না, বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে তীব্র বাধার সম্মুখীন হন। এই বাধা অতিক্রম করেই বাংলাদেশের নারীদের এগোতে হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে নারী নেতাদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বলেছেন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম স্থানে আছে। বর্ধিত সংখ্যক নারী কর্মীবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী এবং তাঁরা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনের সারিতে রয়েছেন। তৈরি পোশাককর্মীদের ৮০ শতাংশের বেশি নারী এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। (ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০২১)

এটা ঠিক যে, পরিসংখ্যানের চিত্র দেখলে বাংলাদেশের নারীরা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে সংরক্ষিত আসন ও নির্বাচিত ২২ জন-সহ ৭২ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। স্থানীয় পর্যায়ে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিও আছেন ১২ হাজার জনের মতো।

অবশ্য সার্বিকভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সুখকর নয়। শ্রেণি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এদেশর নারীরা আজও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নীতিনির্ধারণ থেকে অনেক দূরে। এটা স্বীকৃত যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া নারীর পূর্ণ বিকাশ কোনওভাবেই সম্ভব নয়। সমাজ ও রাজনীতিতে নারীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে, কথা বলার অধিকার পেতে হলে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষ দু'জনেরই নাগরিক হিসেবে সমানাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। সংখ্যাগত বিচারে বাংলাদেশে নারী-পুরুষের অনুপাত এখন সমান সমান নারীকে অধঃস্তন হিসেবে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পুরনো কৌশল বা মানসিকতা পোষণ করার কোনও সুযোগ আর নেই।

ক্ষমতায়নের অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও বিচার বিভাগেও নারীর পদচারণা গত ৫০ বছরে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে সহস্রাধিক নারী সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করেছেন। নারীরা বিচারপতি, সচিব, ডেপুটি গভর্নর, রাষ্ট্রদূত, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। নিজেদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এই নারীরা তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

কিন্তু এসবই মুদ্রার এক পিঠের ছবি মুদ্রার অপর পিঠে রয়েছে নারীর প্রতি চরম অবহেলা, সীমাহীন বৈষম্য ও ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে এখনও দেশে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমাজে এখনও নারী এবং পুরুষের মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান। নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাও ক্রমবর্ধমান। এখনো পথে ঘাটে, গণপরিবহনে, অফিসে, গৃহে নারীরা নিরাপত্তাহীন। সমাজে বহুযুগের পুরনো পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী এখনও প্রবল দাপটে রাজত্ব করে চলছে। যার ফলে পারিবারিক সহিংসতা, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ এবং যৌন হয়রানির মতো ঘটনা বাড়ছে। নারীর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায়, নিরাপত্তাহীনতার অজুহাতে কন্যা-শিশুদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়ার প্রবণতাও বাড়ছে এদিকে, বাল্যবিবাহের ফলে নারীর শিক্ষা-জীবন ব্যাহত হয়েছে কর্মক্ষেত্রে তার অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে মাতৃ-মৃত্যু, নবজাতক মৃত্যু, অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের একটি কঠিন দুষ্ট চক্র তৈরি হয়েছে। আর এসবের প্রভাব সরাসরি পড়ছে নারীর উপর।

নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে নারী পুরুষ সমতা অর্জনের বিষয়টিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কাঙ্খিত মাত্রায় নারীর ক্ষমতায়ন অর্জন সম্ভব নয় শারীরিক মানসিক নির্যাতন নিপীড়া নারীকে সামনে এগুতে বাধা দেয়, ক্ষমতায়নে বিঘ্ন ঘটায়। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর জন্য দরকার নয়, একটা সমৃদ্ধ সুখী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য দরকার। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে কখনোই সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে যে কোন সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনায় নারীর যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের নারীদের ক্ষমতায়নে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটলেও এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এবং অগণতান্ত্রিক আচার-আচরণের কারণে প্রান্তিক নারীরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারছে না। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালনও বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। নারীকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল ও হীন করে দেখার মানসিকতা বদলায়নি। সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসেনি। ফলে এখনো আমরা অনেককেই দেখতে পাই অবলীলায় নারীর প্রতি চরম অবমাননাকর ও অশালীন বক্তব্য দিতে দ্বিধা করছেন না।

বাংলাদেশের নারীর বঞ্চনারও যেন শেষ নেই। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে নারীরা উপেক্ষিত। নারীর গৃহশ্রমের কোনো মূল্যায়ন নেই। নারী পুরুষ সমতার বিষয়টিও এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০' অনুযায়ী, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নারী সমতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। এই জেন্ডার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। এ সূচকে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে: (ক) অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সুযোগ; (খ) শিক্ষাগত অর্জন; (গ) স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকা; (ঘ) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

সমাজের সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা অর্জন করতে হলে এই চারটি সূচকের সবগুলির দিকেই নজর দিতে হবে। বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে কিন্তু সামনে আরও অনেক চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যেমন- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থার আরো উন্নয়ন করার জন্য গুরুত্ব দিতে হবে। পশ্চাৎপদ ধ্যান ধারনা ত্যাগ করে সমাজকে ন্যায্যতা, যুক্তি আর জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। সর্বত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূল করে নারীকে মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের সংবিধানে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যহীনতার যে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সেজন্য সরকারসহ বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে পরিবার ও সমাজে নারীর সম্মানজনক অবস্থান সুদৃঢ় করতে হবে।

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ংধরহ ঃড় ৩০ আব, ঝঃধঃরড়হ
এবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA
ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



AUTHORIZED e-file PROVIDER

WELCOME 7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

বঙ্গবন্ধুর মুখে ২৫ মার্চের গ্রেফতার ও পরবর্তী কাহিনি

অনুপ খাস্তগীর

[১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ট্যাংক-কামান আর বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা। আক্রমণের শুরুতেই তারা বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডি ৩২নং সড়কের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। সাড়ে নয় মাস পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন একাধিকবার। স্বাধীন বাংলাদেশে এখনো কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়া এবং তার স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অপপ্রচার চালায়। তারা বলে, জনগণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসার পর ১৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বিদেশি সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকার দেন। তাদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত সাংবাদিক সিডনি এইচ শ্যানবার্গ। বঙ্গবন্ধুর এ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তার একটি বিশেষ প্রতিবেদন নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি। শ্যানবার্গের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াল রাত। চোখের জলে ভাসতে থাকা স্ত্রী ও সন্তানদের ললাটে একে একে চুম্বন করলেন তিনি। তারপর নিলেন বিদায়। ধরে নেওয়া হয়েছিল এটিই তার শেষ বিদায়। স্ত্রী, পুত্র-কন্যারাও আশা করেনি তিনি তাদের মাঝে আর কোনোদিন ফিরে আসবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে পেছনে গুঁতোতে গুঁতোতে শেখ মুজিবকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে জিপের কাছে নিয়ে আসে। গ্রেফতারকে পরোয়া করেন না মুজিব।

আচরণে সে রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তিনি ফৌজিদের বললেন, তিনি পাইপ এবং তামাক ফেলে এসেছেন। সেগুলো আনতে আবার ওপরে যেতে হবে। সৈন্যরা চারদিক ঘিরে পাহারা দিয়ে তাকে আবার ওপরে নিয়ে যায়।

বেগম মুজিব তার হাতে পাইপ ও তামাকের পাউচটি তুলে দেন। বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবকে নিক্ষেপ করে কারাগারে।

পাকিস্তানের কারাগারে সাড়ে নয় মাস বন্দি জীবন কাঠিয়ে ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরার পর একদল বিদেশি সাংবাদিককে শেখ মুজিব নিজেই ২৫ মার্চ কালরাতে তার গ্রেপ্তার, কারাজীবন এবং মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসার ঘটনাবলির বর্ণনা দেন।

শ্যানবার্গের ভাষায়-'মুক্তিলাভের কারণে অনেকটা নিরুদ্বেগ দেখালেও অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার রেশ তখনো তার মন থেকে কাটেনি। কিন্তু ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় বিশ্ব মানচিত্রে নতুন এক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাকে খুবই স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। ১০ মাস আগে তাকে আটককারী ইয়াহিয়া খানের ঢাকার সরকারি বাসভবনের পালঙ্কে হেলান দিয়ে কয়েকটি মার্কিন পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলছিলেন বঙ্গবন্ধু।'

২৫ মার্চ কালরাতের ঘটনা দিয়েই মুজিব তার কথা শুরু করেন। সেই পাইপ এবং তামাকের পাউচটি ছিল তার সামনে একটি কফি টেবিলের ওপর। মুজিব সাংবাদিকদের বলেন, কেন সেদিন রাতে তিনি নিজের বাড়িতে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শেখ মুজিব বলেন, তিনি জানতে পেরেছিলেন সেদিন ঘর থেকে বের হলে গাড়িতে গ্রেনেড মেরে তাকে হত্যা করা হবে এবং সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এ হত্যার দায় উগ্রপন্থি বাঙালিদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। এটি ছিল পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নীলনকশা। এ ঘটনাকে জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়ার অজুহাত হিসাবেও দাঁড় করানোর পরিকল্পনা ছিল তাদের। এ ষড়যন্ত্রের কথা জানার পর মুজিব নিজের বাড়িতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন, যাতে পাকিস্তানিরা চাইলে তাকে নিজের বাড়িতেই হত্যা করবে।

পাকিস্তানি বাহিনীর হামলা অত্যাসন্ন-এ ধরনের খবর ২৫ মার্চ সর্বত্র চাউর হচ্ছিল। তাই মুজিব তার বড় ছেলে কামাল এবং দুই মেয়েকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। তিনি স্ত্রী ও ছোট ছেলে রাসেলকে নিয়ে ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। কারণ, তাকে একা রেখে অন্য কোথাও যেতে রাজি হননি বেগম মুজিব। মেজো ছেলে জামাল তখন বাড়িতেই ছিল। নিজের কক্ষে ঘুমিয়ে ছিল।

রাত ১০টার দিকে মুজিব খবর পান পাকিস্তানি বাহিনী সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছে। কিছু সময় পর পাকিস্তানি সৈন্যরা তার বাড়ি ঘেরাও করে এবং কাছেই একটি মর্টার শেলের বিস্ফোরণ ঘটায়। এ আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই শেখ মুজিব গোপনে কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন। রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে তিনি চট্টগ্রামে এক গোপন স্থানে ফোন করে তার সর্বশেষ বার্তাটি প্রেরণ করেন। মুজিবের এ বার্তাটি রেকর্ড করা হয় এবং পরে গোপন ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

এ বার্তায় শেখ মুজিব তার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, জনগণকে সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতি স্বাধীনতার ডাক দেন। পরে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং আধাসামরিক বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তান রাইফেলসের কাছেও তিনি এ বার্তা প্রেরণ করেন।

রাত ১১টার দিকে সারা ঢাকা শহরে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মির আক্রমণ শুরু হয় এবং তা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য রাতের দিকে সৈন্যরা শেখ মুজিবের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। মুজিব তার স্ত্রী এবং দুই সন্তান জামাল ও রাসেলকে ড্রেসিং রুমের সিঁড়িতে নিয়ে যান এবং গুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মেঝে মাথা নিচু করে থাকেন।

পাকিস্তানি সৈন্যরা দ্রুত গেট ভেঙে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং বাড়ির একজন প্রহরীকে হত্যা করে। তারপর তারা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসে। শেখ মুজিব জানান, তিনি নিজেই সৈন্যদের ঘরের দরজা খুলে দেন এবং সৈন্যদের গুলি বন্ধ করতে বলেন। তিনি বলেন, 'তোমরা কেন গুলি করছ। যদি তোমরা গুলি করতে চাও, আমাকে কর। আমি তো এখানে আছি। তোমরা কেন আমার জনগণকে এবং শিশুদের ওপর গুলি করছ?

মুজিবের কথা শুনে মেজর গুলি বর্ষণকারীকে থামান। মেজর



বঙ্গবন্ধুকে জানান তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তখন মুজিব প্রস্তুত হওয়ার জন্য মেজরের কাছে কিছুক্ষণ সময় চান।

'মুজিব একে একে সবাইকে চুমু খান এবং বলেন, তারা আমাকে হত্যা করতে পারে। আর কোনো দিন তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা নাও হতে পারে। কিন্তু আমার জনগণ একদিন স্বাধীন হবে। আমার আত্মা সেটি দেখবে এবং খুশি হবে।'

তারপর তিনি সবার কাছ থেকে বিদায় নেন। ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি থেকে মুজিবকে প্রথমে ন্যাশনাল এসেম্বলি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে একটি চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়। এরপর তাকে চা খেতে বলা হয়। তখন মুজিবের মনে হয়েছে তার সঙ্গে ঠাট্টা করা হচ্ছে। তাই বললেন, 'চমৎকার, আমার জীবনে চা খাওয়ার এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সময়।'

একটু পর মুজিবকে একটি স্কুলের অন্ধকার ও নোংরা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ছয় দিন তাকে এ কক্ষে রাখা হয়। তবে মধ্যরাত থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত তাকে চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং ৭১-এ বাঙালির ওপর পরিচালিত নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের মূল হোতা লে. জে. টিক্কা খানের বাসভবনের একটি কক্ষে আটকে রাখা হতো।

১ এপ্রিল মুজিবকে আকাশপথে নেওয়া হয় রাওয়ালপিন্ডিতে। সেখানে নেওয়ার পর তাকে পাঠানো হয় মিয়ানওয়ালি কারাগারে এবং রাখা হয় ফাঁসির কয়েদিদের জন্য নির্ধারিত একটি কনডেম সেলে। পরবর্তী ৯ মাসে বিভিন্ন সময় মুজিবকে মিয়ানওয়ালি জেল এবং পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় পাঞ্জাব প্রদেশের লয়ালপুর ও শাহিওয়াল জেলে রাখা হয়।

সামরিক সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাসহ ১২টি অভিযোগে মুজিবের বিরুদ্ধে বিচার শুরু করে। এসব অভিযোগের ছয়টির শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আইনের ছাত্র মুজিব জানতেন এসব মামলা থেকে খালাস পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি মামলার কার্যক্রম যতদিন বিলম্ব করা যায় শুধু সেই চেষ্টাই করতে থাকেন। মুজিবের ভাষায়-'আমিও তাদের সাথে খেলতে শুরু করি। আমি আসলে সময়ক্ষেপণ করতে চেয়েছিলাম।'

শেখ মুজিব তার পক্ষে পাকিস্তানের সবচেয়ে নামকরা আইনজীবী এ কে ব্রোহিকে তার আইনজীবী হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান। মি. ব্রোহি শুধু একজন ভালো আইনজীবীই ছিলেন না, তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্যও ছিলেন। সরকার শেষ পর্যন্ত মি. ব্রোহিকেই তার আইনজীবী হিসাবে নিয়োগ দেয়।

নিয়োগ পাওয়ার পর মি. ব্রোহি কোর্টে মুজিবের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে থকেন। কয়েক মাস পর লয়ালপুরে সামরিক আদালতে বিচার কাজ শুরু হয়। তখন মুজিব হঠাৎ জানিয়ে দেন তিনি তার পক্ষে কোনো আইনজীবী নিয়োগ দেবেন না, মি. ব্রোহিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুর এ কথা শুনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক মার্শাল ল আইন জারি করেন। এতে বলা হয়, শেখ মুজিব রাজি থাকুন বা নাই থাকুন তার পক্ষে একজন আইনজীবী আদালতে থাকবে।

শেখ মুজিব বলেন, 'আইনজীবী নিয়োগ দেওয়ার নামে পাকিস্তান সরকার মূলত দেখাতে চেয়েছিল তারা আমার একতরফা বিচার করছে না। আমাকে ডিফেন্ড করার জন্য সব সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানিরা মূলত আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর একটি সার্টিফিকেট তৈরি করতে চেয়েছিল।'

ডিসেম্বরের ৪ তারিখ মুজিবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক আদালতে বিচার কাজ শেষ হয়। দিনটি ছিল ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন। পূর্ব পাকিস্তান পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন একটি জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং পাকিস্তানের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

বিচার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান সামরিক আদালতের সব সদস্যকে রাওয়ালপিন্ডিতে ডেকে পাঠান এবং জরুরিভাবে মামলার রায়ের খসড়া তৈরির আদেশ দেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান দেখলেন সামরিক কর্তকর্তারা রায় লিখবেন কখন, সবাই যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। যুদ্ধ-সংঘাতের মাঝে ইয়াহিয়া এ হাস্যকর রায় আর ঘোষণা করতে পারেনি।

৭ জানুয়ারি মুজিবকে লয়ালপুর থেকে মিয়ানওয়ালি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মিয়ানওয়ালি হচ্ছে লে. জে. এএকে নিয়াজীর জন্মস্থান। পাকিস্তানের সামরিক সরকার যুদ্ধের মাঝখানে জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে নিয়াজীকে পূর্ব পাকিস্তানের কমান্ডার হিসাবে পাঠিয়েছিল। ১৫ ডিসেম্বর মিয়ানওয়ালি কারাগারে পাকিস্তানি কয়েদিদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় বাঙালিরা নিয়াজিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তাই পরদিন সকাল ৬টায় সেলের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারাও শেখ মুজিবকে জেলের ভেতর পিটিয়ে মেরে ফেলবে। এ প্রস্তাব কয়েদিরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে নিয়েছিল, কারণ কয়েদিদের প্রায় সবাই ছিল নিয়াজির মিয়ানওয়ালি জেলার বাসিন্দা। এ ভয়ানক খবর জানতে পারেন কারাগারের সুপারিনটেন্ডেন্ট।

মুজিব জেল সুপারের নাম বলতে পারেননি। কিন্তু জানান, এ ভদ্রলোক একইসঙ্গে মিয়ানওয়ালি জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন। তিনি ভোর ৪টায় চলে আসেন কারাগারে। এসে সেলের দরজা খোলেন। মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকা শেখ মুজিব এত ভোরে সুপারিনটেন্ডেন্টকে দেখে জানতে চাইলেন তাকে কি ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হবে? মুজিবের এ শঙ্কার কারণ হচ্ছে কিছুদিন আগে তিনি দেখেছেন কর্মচারীরা জেলের অভ্যন্তরে কবরের মতো একটি গর্ত খনন করছে।

শেখ মুজিব জেল কর্মকর্তাকে বললেন, যদি ফাঁসির জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে যেন তাকে শেষ নামাজ পড়ার জন্য কয়েক মিনিট সময় দেওয়া হয়। শেখ মুজিবের প্রতি বন্ধুবৎসল এই জেল কর্মকর্তা অভয় দিলেন। বললেন, তিনি তাকে ফাঁসিতে নিচ্ছেন না, অন্যত্র নিয়ে যেতে এসেছেন। জেল কর্মকতা বলেন, 'সময় নাই, এখনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় জেল সুপার শেখ মুজিবকে চক্রান্তের কথা জানালেন। বললেন, তিনি মুজিবকে প্রায় এক মাইল দূরে তার নিজের বাড়িতে রেখে আসবেন-যাতে তার দেখা কেউ না পায়। সেখানে তিনি দুদিন থাকবেন। কারণ হিসাবে তিনি বললেন, যুদ্ধ প্রায় শেষের দিকে। তাই সামরিক কর্মকর্তারা তাদের করণীয় নিয়ে বিভ্রান্ত। যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে। তাই মুজিবকে বাঁচানোর জন্য এ ব্যবস্থা।

১৮ ডিসেম্বর জেল সুপার শেখ মুজিবকে জানালেন বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেছে। তাই তাকে সরে যেতে হবে। তিনি মুজিবকে নিয়ে চলে যান কয়েক মাইল দূরে আরেকটি খালি বাড়িতে। সৈন্যরা জেল সুপারের কাছে মুজিবের হদিস জানতে না চাওয়া পর্যন্ত ৯ দিন মুজিব এ বাড়িতে ছিলেন।

পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তারা বিভিন্নভাবে জানতে চেয়েছিল মুজিবের অবস্থান সম্পর্কে। কিন্তু জেল সুপার তাদের জানিয়েছিলেন মুজিব কোথায় আছেন তা তিনি জানেন না। এর মধ্যে ক্ষমতার মসনদে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ১৬ ডিসেম্বর যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর সামরিক শাসকদের সরিয়ে প্রেসিডেন্টের পদে আসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

১৯ ডিসেম্বর স্থানীয় থানার ওসি জেল সুপারকে বলেন, সামরিক বাহিনীর পতিত জেনারেলদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের নির্বাচিত জুলফিকার আলী ভুট্টো শাসনভার নেওয়ার পর মুজিবকে আর লুকিয়ে রাখার বা ভীত হওয়ার কোনো কারণ নাই। ওসি আরও জানান, ভুট্টো সাহেব মুজিবকে দেখতে চেয়েছেন এবং তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন।

এরপর মুজিবকে মিয়ানওয়ালি থেকে রাওয়ালপিন্ডি আনা হয় এবং প্রেসিডেন্টের গেস্ট হাউসে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কয়েকদিন পর জুলফিকার আলী ভুট্টো গৃহবন্দি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এ ভুট্টোই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগ-সাজশ করে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনগণের নেতা শেখ মুজিবকে ক্ষমতা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির ওপর সীমাহীন বর্বরতা ও নিপীড়নের পথনকশা তৈরি করেন।

ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে এলে মুজিব তাকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, তিনি শুনেছেন, ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পিছুটানও দিচ্ছেন। ভুট্টো এখন কী করছেন তাও মুজিব জানতে চান। ভুট্টোর জবাব ছিল-'আমি এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। আমার জন্য সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি মুজিবকে এটাও জানান, ইয়াহিয়া খান তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় বলেছেন, তার বড় দুঃখ তিনি শেখ মুজিবকে শেষ করে দিয়ে যেতে পারেননি। যদি পারেন তার এই 'ছোট কাজটি' যেন আমি শেষ করি। ইয়াহিয়া খান কাগজপত্রে পেছনের তারিখ দিয়েও সই করতে চেয়েছিলেন, যাতে ভুট্টো বলতে পারেন মুজিবের ফাঁসি ইয়াহিয়াই দিয়ে গেছেন।

কিন্তু ইয়াহিয়ার অনুরোধ ভুট্টো রক্ষা করেননি। না করার কারণ ছিল রাজনৈতিক। কারণ, ভুট্টো যদি ইয়াহিয়ার এই 'ছোট কাজটি' সম্পন্ন করে, তাহলে বাঙালিরা বাংলাদেশে আত্মসমর্পণকারী এক লাখ পাকিস্তানি সৈন্যের গলা কাটবে। এ সৈন্যদের অধিকাংশই পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাসিন্দা। তারা এ জন্য ভুট্টোকে দায়ী করবে এবং ভুট্টোর নতুন সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে। ভুট্টোর ক্ষমতায় টিকে থাকা অসম্ভব হবে।

কথার মধ্যেই ভুট্টো বারবার মুজিবকে দুই পাকিস্তানি অঞ্চলের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য বলেন। এর উত্তরে মুজিব ভুট্টোকে বলেছিলেন, 'আমি প্রথমেই একটি বিষয় জানতে চাই। তা হচ্ছে আমি কি মুক্ত, নাকি বন্দি? যদি আমি মুক্ত হই, আমাকে যেতে দিন। যদি আমি মুক্ত না হই, তাহলে তো আমি কোনো কথা বলতে পারি না।'

তখন ভুট্টো বলেন, আপনি মুক্ত। কিন্তু আপনাকে যেতে দেওয়ার আগে আমার কয়েকদিন সময় প্রয়োজন। মুক্তির প্রতিশ্রুতি শোনার পরও মুজিব ভুট্টোর সঙ্গে কোনো বিষয়েই বিশেষ কোনো আলোচনা করেননি। ভুট্টো আরেকটি কথা মুজিবকে বলেছিলেন। তা হলো-পাকিস্তানের দুটি অংশ আইন, ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে এখনো অভিন্ন। তখন মুজিব ভুট্টোকে বিগত সাধারণ নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে জাতীয়ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও তাকে সম্মান দেখানো হয়নি। আপনি যদি এখনো পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্র মনে করেন, তাহলে তো আপনি প্রেসিডেন্ট এবং চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে পারেন না। আমিই হতে পারি।'

জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখ প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তৃতীয় এবং শেষবারের মতো শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন মুজিব তাকে বলেন, আপনার উচিত আমাকে আজ রাতেই মুক্ত করে দেওয়া। এ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নাই। হয়তো আমাকে মুক্তি দিন, না হয় মেরে ফেলুন।

ভুট্টো মুজিবকে বলেন, এত সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে মুক্তির আয়োজন করা কঠিন। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত মুজিবকে লন্ডন পাঠাতে রাজি হন। পরের দিন বিদায় জানানোর সময়ও ভুট্টো মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টি বিবেচনায় রাখার অনুরোধ জানান।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক



অমুসলিম পিতার সঙ্গে মুসলিম সন্তানের আচরণ

(শেষের পাতার পর)

করা হয়। পবিত্র কোরআনে ইবরাহিম (আ.)-কে মুসলিম জাতির পিতা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের মিল্লাত।

তিনি আগে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও।' (সুরা হজ, আয়াত : ৭৮)

পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে ইবরাহিম (আ.)-এর সপ্রশংস আলোচনা এসেছে। নবুয়ত লাভের আগেই তরুণ ইবরাহিম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যায় ও অবিশ্বাসের প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর পিতা (বা পিতৃতুল্য) আজরের পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তার সেই প্রতিবাদ ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, সংযত ও শিষ্টাচারপূর্ণ।

পিতা-পুত্রের কথোপকথন: পবিত্র কোরআনের বর্ণনা হলো–'স্মরণ কোরো, এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহিমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। যখন সে তাঁর পিতাকে বলল, হে আমার পিতা, আপনি তার ইবাদত কেন করেন যে শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজেই আসে না? হে আমার পিতা, আমার কাছে এসেছে জ্ঞান, যা আপনার কাছে আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করবেন না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমি তো আশঙ্কা করি যে আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু। পিতা বলল, হে ইবরাহিম, তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাবে। ইবরাহিম বলল, আপনার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব, নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রশীল। আমি আপনাদের থেকে ও আপনারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করেন তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি। আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি। আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থ হবো না।' (সুরা মারিয়াম, আয়াত : ৪১-৪৮)

শ্রদ্ধা ও কল্যাণকামিতা : উল্লিখিত কথোপকথনে পিতার প্রতি নবী ইবরাহিম (আ.)-এর শ্রদ্ধা ও কল্যাণকামিতার নানা দিক ফুটে উঠেছে। যেমন–

১. ভালোবাসার সম্বোধন: ইবরাহিম (আ.) একাধিকবার 'হে আমার পিতা' বলে সম্বোধন করেছেন। যা একজন পিতার জন্য সবচেয়ে মধুর ও শ্রদ্ধার সম্বোধন।

২. যুক্তি প্রদান: ইবরাহিম (আ.) নিজের দাবির পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'আপনি তার ইবাদত কেন করেন যে শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজেই আসে না?' তিনি অযৌক্তিক তর্কে লিপ্ত হননি।

৩. বিনয়ের সঙ্গে সত্যপ্রকাশ: ইবরাহিম (আ.) বিনয়ের সঙ্গে সত্য জ্ঞান লাভের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার কাছে এসেছে জ্ঞান, যা আপনার কাছে আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ করুন।' তিনি বলেননি আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি বা বেশি জ্ঞানী।

৪. পরিণতি সম্পর্কে সতর্ককরণ : পিতা বয়সে বড় হলেও ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করাই কল্যাণকর। ইবরাহিম (আ.) তাঁকে সতর্ক করে বলেন, 'আমি তো আশঙ্কা করি যে আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে।'

৫. মতের অমিল হলেই রূঢ়তা নয় : পিতা সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার পরও ইবরাহিম (আ.) তাঁর প্রতি কোনো রূঢ় আচরণ করেননি। তিনি বলেছেন, আপনার প্রতি সালাম (আপনি শান্তিতে থাকুন)।

৬. কল্যাণ কামনা : ইবরাহিম (আ.) শেষ পর্যন্ত বলেছেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব।' যা সন্তান হিসেবে পিতার প্রতি সর্বোচ্চ কল্যাণকামিতার নিদর্শন।

৭. ঈমানের প্রশ্নে আপসহীন: ইবরাহিম (আ.) পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কল্যাণকামী হওয়ার পরও তিনি ঈমানের প্রশ্নে কোনো আপস করেননি। তিনি বলেছেন, 'আমি আপনাদের থেকে ও আপনারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করেন তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি।'

অমুসলিম মা-বাবার সঙ্গে আচরণ: সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমার মা শপথ করেন আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করা পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করেন, 'যদি তারা (মা-বাবা) বাধ্য করে আমার সঙ্গে শিরক করতে যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে অনুসরণ কোরো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। ...' (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ২৪)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কোনো মা-বাবা সন্তানকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বললে সে তাদের আনুগত্য করবে না। তবে তাদের এই নির্দেশ পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।' (তাফসিরে ইবনে কাসির)

ইমাম তাবারি (রহ.) বলেন, 'অমুসলিম মা-বাবার যে নির্দেশ আল্লাহর আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক নয়, তা অনুসরণ করাও সন্তানের জন্য আবশ্যক।' (তাফসিরে তাবারি)

আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-এর যুগে আমার মা রাগিবা (অমুসলিম) আমার কাছে এলেন। আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তার সঙ্গে কি আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৭৮)

আল্লাহ মা-বাবার সঙ্গে ধৈর্য, সংযম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করার তাওফিক দিন। আমিন।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২৪

(শেষের পাতার পর)

জিজ্ঞেস করছে আপা আরেকটু ভাত দেই, বারবার না না বলার পরও বলছে দুপুর বেলা অত অল্প কটা ভাত খাবেন, পেট ভরে খান, একটু ডাল দেই, পানি দেই।

আপনি খাবেন কি বুক ভরে কান্না আসছে, নোনা জলে ভেসে যাচ্ছে দু'চোখ। কি ভাবছেন এটা দেশের কোন ঘটনা বা আপনার মা বোন বা কোন আপনজন এভাবে আদর করে খাওয়াচ্ছে! না, এটা এই নিউইয়র্ক শহরের কোন বাঙালী রেষ্টুরেন্টের ঘটনা।

নতুন জবে আজ সপ্তম দিন। পর পর কুইন্স, ব্রুকলীন, ম্যানহাটনের মেডিকেল ফিল্ডের জব ফিরিয়ে দিলাম কারণ আমি ব্রঙ্কসে থাকি বলে আমার পড়াশোনা আর অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত জব খুঁজছিলাম। গত সপ্তাহে ABCH Group G Ahad & Co CPA এর সিইও আহাদ ভাই Administrative & Payroll Assistant এর জব পোস্ট দিলে সাথে সাথে অ্যাপ্লাই করি, সাথে সাথে রিপ্লাই পাই, গত ৪ জুলাই শুক্রবার জয়েন করি।

তো অফিসে কিচেন আর ফ্রিজ ভর্তি খাবার থাকার পরও আজ হটাৎ করে শাক ছোট মাছ দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করল যদিও আমি লাঞ্চে ভারি কিছু খাই না আর আমি ভেতো বাঙালী না, ভাত না খেয়েও থাকতে পারি। তো অফিসের অপজিটের বাঙালী রেষ্টুরেন্ট স্পাইসে গেলাম লাঞ্চ টাইমে।

প্রতিদিন অফিসে এই দোকান থেকে চা সিঙাড়া, কাবাব, সমোসা সহ অন্য খাবার খাওয়া হয়। গত দুদিন আমিও কাজে যাওয়ার সময় বাস বা ট্রেন থেকে নেমে এক কাপ গরম চা নিয়ে কাজে যাই। কাউন্টারে দু'জন বাঙালী মেয়ে ভীষণ আন্তরিক আর দোকানটা বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, বেশ জমজমাট।

সেদিন দুপুরে গিয়ে সুলতানা আপুকে বললাম আমি একটু ভাত খাব, আমাকে অল্প একটু সাদা ভাত, শাক আর ছোট মাছের চর্চ্চড়ি দেন একটা বক্সে। আপু খুব যত্ন করে প্যাক করে দিচ্ছিল, পাশ থেকে একজন শান্তশিষ্ট ছেলে বলল আপা সালাদ দেই, বললাম দেন। পরে ভাইয়াটার নাম জেনেছি মতিউর রহমান।

আপু আবার জিজ্ঞেস করল খাবার গরম করে দিবে নাকি, গরম করার পর বলল, আপা এখানেই খান, প্লেটে করে দেই, আরাম করে খান। এর মধ্যে একটা টেবিল খালি হয়ে যাওয়ায় বললাম দেন। ভাইয়াটা টেবিল পরিস্কার করে সুন্দর করে প্লেট চামচ সব কিছু এত সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিল যেন শ্বশুর বাড়িতে নতুন জামাই। ভীষণ লজ্জা লাগছিল, তাও খেতে বসার পর এক চামচ শাক ভাত মুখে দিয়েই বললাম মজা তো। পাশ থেকে এক ভদ্রলোক ওই ভাইয়াকে বললেন আপাকে ভর্তা দেন। আমি তো লজ্জায় বাঁচি না, এভাবে হোটেলে কোনদিন একা ভাত খাইনি। যদিও একা খেতে পছন্দ করি না, কিন্তু একাই খাই অনেক অনেক বছর ধরে, সেই কবে ২৫ বছর আগে বাড়ি ছেড়েছিলাম তারপর থেকে বানের জলের মতো কেবল ভেসেই বেড়াচ্ছি।

আমি না না করার পরও যখন ভর্তা নিয়ে এলো, বললাম ভাইয়া আমি ঝাল খাই না, ভদ্রলোক বললেন আপনার বাড়ি কোথায় আপা, বললাম সিলেট, উনি অবাক হয়ে বললেন সিলেটি মেয়ে হয়ে ঝাল খেতে পারেন না! পরে, আসার সময় পরিচয় হয়েছিল উনি স্পাইস রেষ্টুরেন্টের মালিক মি. খান।

আমি আবেগী মানুষ, অল্পতেই খুশি হই, অল্পতেই কষ্ট পাই, কোন কিছু ভুলিও না, আদর ভালোবাসা বা অবহেলা অনাদর দুটোই। এই ভিন দেশে অজানা শহরের অচেনা এক ভাই মতিউর রহমান আমাকে মায়ের আদরে খাওয়াল, তাও এই নির্মম শহরে, যে শহর আমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। অনেক অনেক দিন তার কথা মনে থাকবে।

কতদিন কেউ পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেনি আরেকটু ভাত দেই?

লেখাটা লিখতে বসেছি ৪ ঘন্টা হলো কিন্তু কান্নার জন্য লিখতেই পারছি না।

চাইনি এই শহর বা শহরের মানুষের প্রতি কোন মায়া বাড়ুক কিন্তু নিজের অজান্তেই ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি মায়াজালে।

ফেরার পথে খান ভাইয়ের সাথে পরিচয়, যখন শুনলেন আহাদ এন্ড কো তে জয়েন করেছি, খুশি হয়ে বললেন আপা তাহলে যখন খুশি চলে আসবেন, আপনারা তো আমাদেরই লোক।

আমি বাইরে খুব কম খাই, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ভীষণ বাতিক আর শাক ছোট মাছ এগুলো তো অন্যের হাতে একেবারেই খাই না। আর আমি ভোজন রসিক না, খেতে হয় তাই খাই কিন্তু এদের পরিবেশ বেশ ভালো আর খাবারগুলো অনেক মজার ছিল।

জ্যাকসন হাইটস, জামাইকার থেকে ব্রঙ্কের স্টারলিং আমার ভীষণ প্রিয়। ব্রঙ্কসে এলে অবশ্যই স্পাইসি আপ-এ সেই ছোট ভাই আর আপু দুজনের সাথে দেখা করে যাবেন। যারা দেশের বাইরে দেশের মায়া ছড়ায়। ক্যাসেল হীল-এ সাবওয়ে থেকে নেমেই দোকানটা।

ও হ্যাঁ ফেরার পথে ফালুদা কিনলাম, সাধারণত নিজের জন্য এক পয়সা খরচ করতে বুক কাঁপে, মনে হয় অপচয়। কিন্তু আজকাল কেবলই মনে হয় সারাটা জীবন নিজেকে ঠকিয়েছি, যত রকম ভাবে পারা যায়, আজ না হয় নিজেকে একটু সুখী করি। ফালুদাই তো?

এনওয়াইপিডি'র ১০৪ অফিসারের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ

(শেষের পাতার পর)

করা ৩১৯টি অভিযোগের মধ্যে ২৬৯টি ক্লোজ করা হয়েছে এবং ১০৪ জন সদস্যের বিরুদ্ধে ১৮৭টি প্রমাণিত অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সিসিআরবি অন্তবর্তী চেয়ার আরভা রাইস বলেন, ২০২০ সালের বিক্ষোভে ঘটে যাওয়া অসদাচরণের জবাবদিহিতা দেখার জন্য নিউইয়র্কবাসীরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে, আমরা আশা করি সিসিআরবির সুপারিশ গ্রহণের জন্য এবং সাধারণ মানুষের সম্পর্ক পুনর্গঠনে এনওয়াইপিডি আমদের সাথে ঘানষ্ঠভাবে কাজ করবে। সিসিআরবি ৬১ জন অফিসারের বিরুদ্ধে 'চার্জ এবং স্পেসিফিকেশন' সর্বোচ্চ স্তরের শৃঙ্খলাভঙ্গের সুপারিশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে যে এই কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক বিচারের মুখোমুখি হওয়া উচিত। পুলিশ ওয়াচডগ গ্রুপ, সিভিলিয়ান কমপ্লেইন রিভিউ আরও জানিয়েছে তাদের সুপারিশ সত্ত্বেও, এনওয়াইপিডি'র ২৪ জন অফিসারের মধ্যে ১০ জনকে শাস্তি দিয়েছে। সংস্থাটি আরও জানায়, যে কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করতে অক্ষমতার কারণে ৩২% মামলা তদন্ত করা যায়নি। এক বিবৃতিতে, এনওয়াইপিডি জানায়, তারা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করে প্রমান সাপেক্ষ প্রশাসনিক বিচার করবে এবং তাদের প্রশাসনিক বিচারগুলো হবে পাবলিক।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

















নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত

(শেষের পাতার পর)

সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

স্বাধনীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে শো টাইম মিউজিক শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক মাঈন উদ্দিন আহমেদ, প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৩এ থেকে ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী শাহ নেওয়াজ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, মাকসুদুল হক চৌধুরী, নূরুল আজীম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায় ও শহীদ হাসান সহ রিজিয়া পরভীন, শাহ মাহবুব প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করেন শিরীন বকুল, রওশন হক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সেলিম ইব্রাহীম।

শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে শনিবার বিকেলে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ ডাইভারসিটি প্লাজায় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি মনিকা রায়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনাবান রিচার্ড ছাড়াও মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি এম আজীজ, সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রচি ও মীর মশিউর রহমান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, মোহাম্মদ আলী, মাজেদা উদ্দিন, নূরুল আমীন বাবু, সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ প্রমুখ।

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনাবান রিচার্ড সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেস্টর আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ অন্যান্য এলামনাইয়ের সহযোগিতায় সম্মিলিতভাবে মহান স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে। শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে চবি এলামনাই এসোসিয়েশনের নতুন কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সামসুদ্দীন আজাদ।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn



We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella



Blood test done in the office

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান রাবাব



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে হওয়া গণহত্যাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। আজ শনিবার যুক্তরাষ্ট্রে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস-২০২২' পালনের অংশ হিসেবে এক ভার্চুয়াল সেমিনারে যুক্ত হয়ে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সংঘটিত ১৯৭১ সালের গণহত্যার ঘটনা ভালোভাবেই নথিভুক্ত করা আছে, তবুও এখন পর্যন্ত জাতিসংঘে স্বীকৃতি লাভ করেনি। গণহত্যা প্রতিরোধে জাতিসংঘের পদক্ষেপসমূহ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে যদি আমাদের দেশে সংঘটিত গণহত্যার মতো ঘটনাগুলো অস্বীকৃত থেকে যায়।'

তিনি আরও বলেন, '১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আমরা জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।'

সেমিনারটির মূল বক্তা ছিলেন কর্নেল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জন হাবেল ওয়েইস। এতে আরও ছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সোভেন আলকালাজ, কম্বোডিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সোভানকি এবং প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বাউল।

সেমিনারের কী-নোট স্পিকার প্রফেসর ওয়েইস বিশ্বে সংঘটিত বিভিন্ন গণহত্যা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ার আইনি ও ঐতিহাসিক দিকগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। ১৯৭১ এর গণহত্যার স্মৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসাও করেন তিনি।

আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল এনদেরিতু বলেন, 'গণহত্যা এবং নৃশংসতার অপরাধগুলো সবচেয়ে ভয়ংকর ও বাংলাদেশ তার নিজের ইতিহাস থেকে এই গুরুতর লঙ্ঘনের স্থায়ী ক্ষতগুলো সম্পর্কে জানে।'

এ সময় কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূত ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে হলোকাস্টের পরে বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম গণহত্যা বলে অভিহিত করেন। এ বিষয়ে কম্বোডিয়ার অভিজ্ঞতা বিশেষ করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণহত্যার শিকার ব্যক্তিবর্গের পরিবারের কষ্ট লাঘবে গৃহীত পদক্ষেপের কথাও উঠে আসে।

বসনিয়া হার্জেগোভিনার রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে স্রেব্রেনিকায় সংঘটিত গণহত্যা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার বিষয়ে আলোকপাত করে প্রাথমিক সতর্কতা চিহ্নগুলি শনাক্ত এবং সমাধান করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আই-সিটিবিডি)-এর প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বাউল সম্পূরক নীতির আওতায় গণহত্যা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার সংক্রান্ত উত্তম অনুশীলনগুলোর কথা তুলে ধরে জাতীয় ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



পাকিস্তান জুড়ে তোলপাড়, ইমরান খানকে বাঁচাতে নাকি কালো জাদুর আশ্রয় নিচ্ছেন রহস্যময়ী স্ত্রী বুশরা বিবি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পাকিস্তানে ক্ষমতা বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রহস্যময়ী স্ত্রী বুশরা বিবি আবারো খবরের শিরোনামে। স্বামীর গদি বাঁচাতে নাকি কালো জাদুর আশ্রয় নিচ্ছেন বুশরা বিবি , এমন খবরে তোলপাড় পড়ে গেছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী পদের সম্ভাব্য প্রার্থী শাহবাজ শরিফ দাবি করেছেন, ইমরান খানের বাড়ি বানি-গালায় জাদুবিদ্যার জন্য টনকে টন মাংস পোড়ানো হচ্ছে। শাহবাজের দাবি বুশরা বিবি নিজেকে একজন পীর হিসাবে বর্ণনা করেন এবং প্রায়শই জাদুবিদ্যার অনুশীলন করে থাকেন। নওয়াজ শরীফের ভাই এবং পিএমএলএন নেতা শাহবাজ শরীফ একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাথে কথোপকথনে বলেছেন যে, 'পাকিস্তানে মানুষ এখন খাবারের জন্য মারা যাচ্ছে, শিশুরা দুধের জন্য আকুল হয়ে উঠছে, কিন্তু বানিগালায় কালো জাদুর জন্য মুরগি পোড়ানো হচ্ছে। আমি একথা সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলছি। এর পরেও প্রধানমন্ত্রীকে রিয়াসাতে মদিনা নিয়ে বক্তব্য দিতে দেখা যাচ্ছে।' 'শাহবাজ শরীফ ইমরানের দলকে ছাড়াই আগামী ৫ বছরের জন্য জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইমরান খানের এই রিয়াসাতে মদিনায় অপরাধীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

শাহবাজ বলেন, ইমরান খান তার ক্ষমতা বাঁচাতে অসাংবিধানিক পন্থা অবলম্বন করার কথা ভাবছেন, কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। আসলে শাহবাজ ইমরান খানের তৃতীয় স্ত্রী বুশরা বিবিকে উল্লেখ করছিলেন, যিনি নিজেকে একজন আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। ইমরানকে বিয়ে করার পর বুশরা বিবি এককভাবে পিটিআইকে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। প্রায়শই শোনা যায় বুশরা বিবি পিটিআই-এর মধ্যে আলাদা দল তৈরি করেছেন। আসলে ইমরানের সমর্থকদের একটি বড় সংখ্যক বুশরার অনুগত ।ইমরান সম্পর্কে আরও বলা হয়, যখনই দলের মধ্যে নারীদের প্রতিবাদ বা অসন্তোষের আওয়াজ ওঠে, তখনই তিনি বুশরাকে এগিয়ে দেন। এ কারণে তাকে 'গডমাদার'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, বুশরা বিবি সম্পর্কে বলা হয় তিনি নাকি 'কালো জাদু' করতেও সমানভাবে পারদর্শী। যদিও বুশরা বিবি নিজেকে একজন রহস্যময়ী এবং আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ক্ষুব্ধ বুশরা ২০ জন পাকিস্তানি অফিসারকে বদলি করেছেন বলে শোনা যায়, কারণ তাঁরা নাকি বুশরার জন্য দরজা খুলতে বিলম্ব করেছিল। পাকিস্তানের ফার্স্ট লেডি একবার টিভির পর্দায় বলেছিলেন, বোরখা না পরে আধুনিক হওয়া যায় না। আমি সবসময় পর্দানসীন থাকি এবং এর জন্য আমার ওপর কোনো চাপ নেই। এটি আল্লাহর সাথে সংযোগের আমার নিজস্ব উপায়। এর আগেও ইমরান তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথাই প্রকাশ করেছিলেন। ইমরান খান বলেছিলেন, তার স্ত্রী খুবই বুদ্ধিমান। তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে সরকার সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্রয়োজনে ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনা নিয়ে ভারতকে আবার প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি রুশ প্রশাসনের কাছ থেকে এস-৪০০ নামে ঐ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। যাতে প্রথম থেকেই আপত্তি রয়েছে আমেরিকার। বাইডেন প্রশাসনের আপত্তি থাকলেও নয়াদিল্লি বিষয়টি নিয়ে পিছু হটতে চায়নি। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার

শুক্রবার হোয়াইট হাউজে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমেরিকান পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইসকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় নেড প্রাইস বলেছেন, রাশিয়া আসলে এভাবে গোটা এলাকার স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে।

এর পরেই প্রাইস বলেন, তারা আপাতত ভারতের ওপরে 'কাটসা' (কাউন্টারিং আমেরিকাজ অ্যাডভারসারিজ থ্রু স্যাংশনস অ্যাক্ট) নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা ভাবছেন না। তবে প্রয়োজনে ভারতের ওপরে এই নিষেধাজ্ঞা চাপানো হলেও হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন প্রাইস। তিনি বলেছেন, শুধু ভারতই নয়, আমরা বিশ্বের প্রতিটি দেশকেই বলছি, রাশিয়ার থেকে সমরাস্ত্র কেনা থেকে বিরত থাকুন। যাতে বড় নিষেধাজ্ঞা এড়ানো যায়।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

নিউইয়র্কে ৫ বছরে ঝরে পড়েছে সোয়া লাখ শিক্ষার্থী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির স্কুল থেকে নানা কারণে গত ৫ বছরে ঝরে পড়েছে সোয়া লাখ শিক্ষার্থী। পাবলিক স্কুলের চ্যান্সেলর ডেভিড সি ব্যাংকস এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, বর্তমান ও কোভিড সময়কালীন সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া, ক্লাসে মাস্ক ম্যান্ডেট তুলে দেওয়া, যেসব শিক্ষার্থীর ওপর কোভিডের বিরূপ প্রভাব পড়েছে সেখান থেকে তাদের বের করে আনতে হবে।

নিউইয়র্ক পাবলিক স্কুলসমূহে রূপান্তর ও আস্থা গড়ে তোলার দর্শন নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন চ্যান্সেলর ব্যাংকস। পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে যেসব শিক্ষার্থী স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা এবং ভবিষ্যতে ঝরে পড়া রোধ করে তাদের উপযুক্ত ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে তার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে স্কুলগুলোকে সহায়তাদানে মনোনিবেশ করা, জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চমানের যত্ন ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রমাণিত ধ্বনিবিজ্ঞান সাক্ষরতার শিক্ষা নির্দেশনা ব্যবহার করা, যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী তৃতীয় গ্রেডে পড়তে সক্ষম হয়।

শৈশবকালে ডিসলেক্সিয়া এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত অবস্থা শনাক্ত করতে নতুন যাচাই পদ্ধতির ব্যবহার করা, যেন আমরা অধিকতর কার্যকরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। প্রাইভেট ও অলাভজনক সেক্টরের পার্টনারদের সাথে নতুন এবং গভীর সহযোগিতা তৈরি, যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি অঙ্গীকার করা, যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী ডিপোমাসহ হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েট হয় এবং একটি ভালো চাকরি ও পেশার পথ পায়।

তিনি বলেন, গত ৩ জানুয়ারী যেদিন আমি দায়িত্ব নিই, সেদিন স্কুলে উপস্থিতির হার ছিল ৬৫ শতাংশ। আর ১ মার্চ তা ছিল ৮৯ শতাংশ। বিশ্ব মহামারির কারণে দীর্ঘ সময় যাবৎ যখন স্কুল বন্ধ ছিল, তখন ছেলেমেয়েদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এটা শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক ও শারীরিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বলেন, আমরা এ সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছি। ক্লাসরুম ও হলগুলোতে উদ্যম ফিরে এসেছে। তিনি বলেন, স্কুলগুলো শুধু কোভিডের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে না। বিগত পাঁচ বছরে স্কুলগুলো ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষার্থী হারিয়েছে। তিনি স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী হারানোর যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার আহবান জানান।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের

(শেষের পাতার পর)

এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন আগামী ৫ জুন অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাট ও পেন-সিলভানিয়া রাজ্যের দশ হাজারের অধিক সদস্য এই নির্বাচনে ভোট প্রদানের যোগ্য, যাদের মধ্য থেকে বিশাল সংখ্যক ভোটার ভোট প্রদান করবেন বলে প্রত্যাশিত।

কোভিড মহামারীর কারণে এই নির্বাচন গঠনতন্ত্রসম্মত প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। তফশিলের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন আগামী ৩ এপ্রিল, রোববার বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত উডসাইডের গুলশান ট্যারাসে নির্বাচনী প্যাকেজ বিতরণ করা হবে। এই প্যাকেজে ভোটার তালিকা, প্রার্থী ফরম, প্রার্থীতা প্রত্যাহার ফরম, এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহীরা নগদ ১৫০ ডলারের বিনিময়ে এই ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সিলমোহর ও স্বাক্ষরকৃত নির্ধারিত ফর্ম ছাড়া কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। এ কারণে সবাইকে এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ফ্লোরিডাকে মনে হবে এক টুকরো

(শেষের পাতার পর)

ক্যালিফোর্নিয়া আবার কারোর হয়তো ফ্লোরিডা। নিউইয়র্কেই বেশীরভাগ বাঙালীর বসবাস, যতই কষ্ট হোক না কেন, এই শহর ছেড়ে যেতে চান না কেউই। আবার শীতের সময়ে এই শহরের বাসিন্দারা প্রচন্ড ঠান্ডায় অস্থির হয়ে অন্য ষ্টেটে মুভ করতে চায়। আর তখনই তাদের পছন্দের তালিকায় প্রথমেই আসে ফ্লোরিডা ষ্টেটের কথা। ফ্লোরিডাকে মনে হবে এক টুকরো বাংলাদেশ। সুন্দর নীলআকাশ, দিগন্ত বিস্তৃত কৃষি খামার, ছোট বড় সমুদ্রতীরের বাড়ীঘর, চারদিকে সুন্দরের সমারোহ। দেশের মতো শখ করে বাড়ির আঙ্গিনায় আম, কাঠাল, জাম, পেয়ারা বিভিন্ন ফলের গাছ ও লাগানো যায়। বছরের বেশীরভাগ সময়ই এই ষ্টেটে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন থাকে বলে এই ষ্টেটকে "সানসাশন ষ্টেট" বলে। বাংলাদেশের আবহাওয়ার সাথে দারুন মিল, অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকেও ভালো। তাছাড়া পৃথিবীর সুন্দরতম সমুদ্র সৈকতগুলো রয়েছে ফ্লোরিডাতে, আছে শতশত দ্বীপের অবস্থান। প্রচুর দর্শনীয় স্থান, তীর্থস্থান, পাহাড়, বন জঙ্গলের সমন্বয়ে এ ফ্লোরিডা। আপনি আপনার মত করে থাকুন, বাস করুন, ঘুরে বেড়ান। ফ্লোরিডাতে বসবাসকারীদের জন্যে কোন ষ্টেট ট্যাক্স নেই। জীবনযাত্রার ব্যয়ভার, অন্যান্য ষ্টেটের তুলনায় কোনভাবেই বেশী নয়। এখানে আছে হালাল খাবার, দেশী খাবার, ভারতীয়, আরবী খাবারের দোকানে সমাহার, দাম নাগালের মধ্যে। এই ষ্টেটের টেম্পা শহরটি হচ্ছে আমেরিকার মধ্যে প্রথম সারির টেক শহর। বাড়ি ক্রয় করার জন্য আপনি ফ্লোরিডাকে বেছে নিতেই পারেন।

ফ্লোরিডাতে গড় বাড়ির দাম ২৫০ হাজার থেকে ৩৫০ হাজার ডলার। এর কমেও আপনি ছিমছাম দৃষ্টিনন্দন বাড়ি ক্রয় করতে পারবেন। ফ্লোরিডাতে প্রতিদিন অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে থেকে ১০ হাজার নতুন মানুষ স্থানান্তরীত হচ্ছে, ফলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বাড়ির দাম। এখন থেকেই আপনি আপনার পছন্দে বাড়িটির খোঁজ শুরু করুন। তাছাড়াও বাগান বাড়ি, খামার বাড়ি, সমুদ্র পাড়ে বাড়ি, নতুন বাড়িকরার উপযুক্ত জমি, অফিস বিল্ডিং, গ্যাস স্টেশন, ষ্টোর, মাল্টি-ফ্যামিলি, হোটেল ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য রিয়েল এস্টেট কনসালটেন্ট এর আপনারা মনজুর আহমেদ (৭২৭-৩২০-৬৬৪৫) এবং নিউইর্য়ক প্রতিনিধি মো: ফয়সাল নেওয়াজের (৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯) সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এপয়ন্টমেন্ট করে জেনে নিন বিস্তারিত তথ্য, তারপর আপনার সিদ্ধান্ত নিন। পৃথিবীর মায়াভরা অপরূপ সৌন্দযের লীলাভূমি এ ফ্লোরিডা। নীল সমুদ্র আর মায়াভরা হরিনীর চাহুনিতে, আপনাকে পরম নির্ভরতায় কাছে ডাকছে। ফ্লোরিডাতে যারা একবারও আসেননি, ঘুরে যান, দেখে যান আর উপভোগ করুন স্রষ্টার সৃষ্টি এ অপরূপ সৌন্দর্য্য।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

মুসলিম কমিউনিটিতে রোজার প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

আয়োজনের প্রস্তুতি। তবে এসব আয়োজনে মহামারী করোনা পরিস্থিতি সামনে রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রোসারী স্টোরগুলোতে রমজান মাসের প্রতিদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মজুত করা হচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, আল আলাফা ইসলামিক সেন্টার, হাজী ক্যাম্প মসজিদ, ওজনপার্কের আল আমান জামে মসজিদ, ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ, এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদ, শাহজালাল মসজিদ, ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ, ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদ প্রভৃতি মসজিদ সূত্রে জানা গেছে এসকল মসজিদে রমজানের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

অপরদিকে জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস, ওজনপার্ক প্রভৃতি এলাকার গ্রোসারী স্টোগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য করোনা পরিস্থিতি ছাড়াও 'রাশিয়া-ইউক্রেন' যুদ্ধের ফলে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধিকে দায়ী করা হচ্ছে। বিশেষ করে পবিত্র রমজানের আগে ইফতারী সামগ্রীর বিভিন্ন আইটেমের মুল্য বেড়ে যাওয়ায় জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। একাধিক ক্রেতা জানান, চাল-ডাল, তেল, পিয়াজ ছাড়াও খেজুর সহ ইফতারী সামগ্রীর মুল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রোসারী ও সুপার মার্কেটগুলোর মালিক সহ বাংলাদেশী আমদানীকারগণ বলেন, মূলতঃ করোনা পরিস্থির কারনে বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য সামগ্রী আমদানী কমে যাওয়ায় অনেক জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। তাছাড়া যেসকল দ্রব্য আমদাণী হচ্ছে তাতে ব্যয়ও বেড়েছে।

পাশাপাশি হোটেল রেস্তোরাগুলোতেও চলছে রমজানের ইফতার প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রেষ্টরেন্ট আর পার্টি হাউজগুলো ইফতার পার্টির জন্য বুকিং হয়ে গেছে বলে সংশ্লিস্ট জানিয়েছেন। বিভন্ন মসজদি আর সংগঠনের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হচ্ছে সেহরী-ইফতারীর ক্যালেন্ডার।

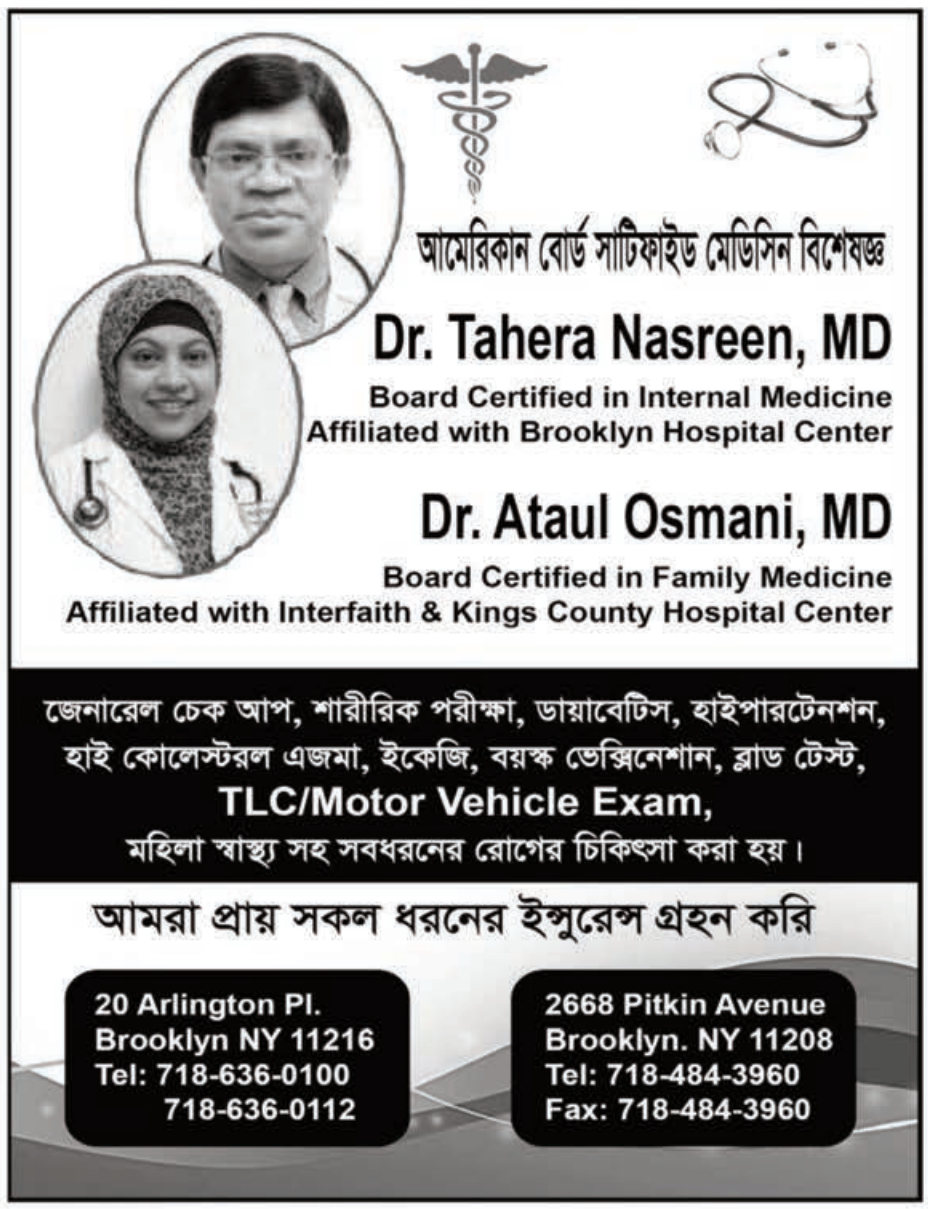
ইমাম আবশ্যক

সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী)
একজন ইমাম আবশ্যক

যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274

Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com

SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশনের নিকটে ৩৫ এভিনিউ ও ৭১ স্ট্রীটে নিরিবিলি পরিবেশে প্রাইভেট হাউজে একটি আলাদা রুম ১/২ জন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৬৪৬-৭৩৩-৭২৭৯
মা-০৭/১৪

কন্ডোমনিয়াম ভাড়া বা বিক্রয়

৩ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় অথবা ভাড়া হবে। ১৫৯৪ মেট্রোপলিটান এভিনিউ, পার্কচেস্টার, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২. মসজিদ, সুপারমার্কেট সাবওয়ে কাছে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪০-২৪৬৩, ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ের কাছে সিঙ্গেল ওয়ার্কিং কর্মজীবী তরুনদের কাছে দুটি আলাদা রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৩৫০ ও ৪০০ ডলার। গ্যাস ও বিদ্যুত বিল আলাদা। কোন ভিজিটর আসতে পারবে না।
যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/১৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ জামিল ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০

বেসমেন্ট ভাড়া

জেরিগা এভিনিউ(ব্রঙ্কস) এর উপরে ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি



ডায়াবেটিসের নতুন কারণ আবিষ্কার

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের এক বড় সাফল্য বটে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডায়াবেটিসের নতুন কারণ আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এই কৃতিত্বের দাবিদার বাংলাদেশের একদল বিজ্ঞানী। এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন বারডেম হাসপাতালের ভিজিটিং অধ্যাপক ডা. মধু এস মালো।

বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল 'দ্য বিএমজে ওপেন ডায়াবেটিস রিসার্চ অ্যান্ড কেয়ার'-এ। ডায়াবেটিসের নতুন কারণসংবলিত এই প্রবন্ধের শিরোনাম 'ইন্টেস্টাইনাল অ্যালকেলাইন ফসফেটাস ডেফিসিয়েন্সি ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক অফ ডায়াবেটিস'।

প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্রান্তের উপরের অংশে থাকা গুরুত্বপূর্ণ একটি জারক রস কমে গেলে ডায়াবেটিস রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই জারক রস বা এনজাইমের নাম ইন্টেস্টাইনাল অ্যালকেলাইন ফসফেটাস, সংক্ষেপে আইএপি। ডা. মধু এস মালো জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছরে (২০১৫-২০) ৩০ থেকে ৬০ বছর বয়সি ৫৭৪ জন মানুষের ওপর গবেষণা করে ডায়াবেটিসের এই নতুন কারণ সম্পর্কে জানা গেছে।

তিনি বলেন, আইএপি স্বল্পতায় ভোগা ব্যক্তিদের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি যারা এমন স্বল্পতায় ভোগেন না, তাদের চেয়ে অনেক বেশি হয় এবং যাদের শরীরে আইএপির পরিমাণ কমে যায়, তাদের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ১৩ দশমিক ৮ গুণ বেড়ে যায়।

তিনি আরও জানান, স্টুল (মল) পরীক্ষা করে কারও শরীরে আইএপি কম আছে কিনা, তা ৩ মিনিটের মধ্যে জানা যাবে। এনজাইমটির স্বল্পতার কারণে যাদের ঝুঁকি রয়েছে, তারা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে ডায়াবেটিসমুক্ত থাকতে পারেন। স্টুল পরীক্ষার জন্য তার প্রস্তুতকৃত কিট ব্যবহারের ব্যবস্থা করার জন্য নীতিনির্ধারক ও সরকারের কাছে সহায়তা চেয়েছেন এই গবেষক।

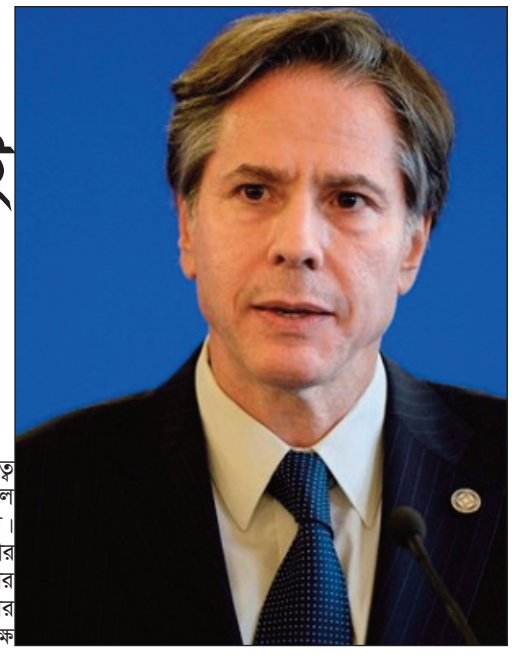
ডায়াবেটিসের নতুন কারণ আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক বড় মাপের সাফল্য। ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের সভাপতি ডা. একে আজাদ খান বলেছেন, এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে সারা বিশ্বে ৫৪ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, আর বাংলাদেশে এ রোগীর সংখ্যা ৮৪ লাখের বেশি।

এই বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে তো বটেই, পৃথিবীর সব মানুষের জন্যই খবরটি নিশ্চয়ই সুখকর। কারণ, নতুন এই আবিষ্কারের পর ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসার বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে।

আমরা আগে জানতাম জেনেটিক কারণ, ইনসুলিন রেজিস্টেন্স, কায়িক পরিশ্রমের ঘাটতিসহ বিভিন্ন কারণে ডায়াবেটিস রোগের জন্ম হয়। এখন জানা গেল আইএপি'র ঘাটতিও ডায়াবেটিসের অন্যতম কারণ। এই নতুন জ্ঞানলাভের পর যাদের শরীরে আইএপি কম, নানা খাদ্যের মাধ্যমে তাদের ভেতর এই এনজাইমটির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

ডায়াবেটিসসংক্রান্ত নতুন আবিষ্কারের জন্য আমরা বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের সাধুবাদ জানাতে চাই। তারা প্রমাণ করেছেন, বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরাও বড় মাপের কাজ করতে পারেন। আগামীতে এদেশের বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরও নতুন নতুন অবদান রাখতে সক্ষম হবেন-এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

'বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশই স্বাধীনতার জন্য তীব্র লড়াই করেছে'

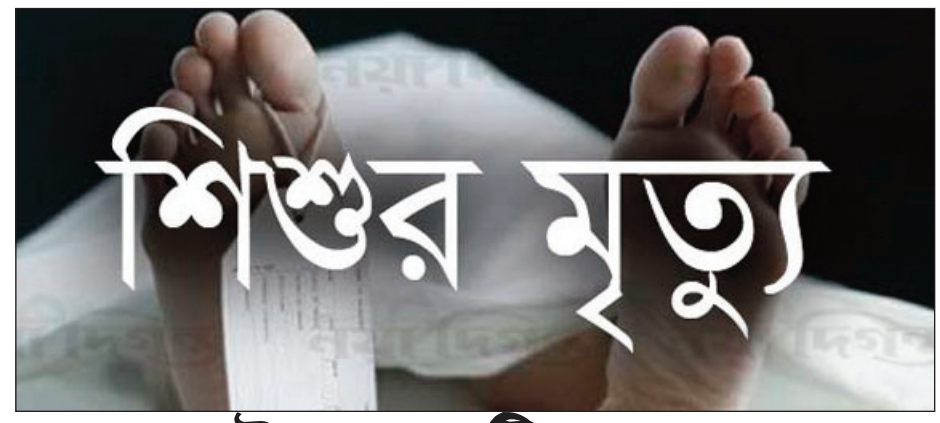


বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব বর্তমানে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশই স্বাধীনতার জন্য তীব্র লড়াই করেছে। আমরা উভয়েই প্রতিষ্ঠাকালের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচতে মরিয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫১ বছর পূর্তি এবং জাতীয় দিবস উপলক্ষে এক শুভেচ্ছাবার্তায় এসব কথা বলেছেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

শনিবারের সেই শুভেচ্ছা বার্তায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন বলেছেন, গত পাঁচ দশক ধরে আমরা নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে অংশীদারিত্ব বজায় রেখে চলেছি।

অর্থনৈতিক উৎকর্ষতা, উন্নয়নমূলক অর্জন এবং শান্তিরক্ষা মিশনের সবচেয়ে বড় অংশীদার হিসেবে নিরাপদ পৃথিবী গড়ায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির ব্যাপক প্রশংসা করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, আমাদের প্রতিরক্ষা, উন্নয়নমূলক, বাণিজ্যিক এবং মানুষে মানুষে অংশীদারিত্ব আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আগামী দশকগুলোতে আমরা সেই ভিত্তি আরও জোরাল করব।বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের পরিসর বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র বদ্ধপরিকর, যাতে উভয় দেশই যৌথভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।



কুলাউড়ায় মাটি চাপা পড়ে ৩ শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় মাটিচাপায় তিন শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার ভাটেরা রাবার বাগান এলাকায় মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছেন ভাটেরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

মাটির নিচে চাপা পড়ে নিহত শিশুরা হলো- ভাটেরা পশ্চিম ইসলামনগর গ্রামের তছিবুর রহমানের ছেলে সুমন (১৪), একই গ্রামের আং সালামের ছেলে নাহিদ আহমদ (১৫) ও আং করিমের ছেলে কবির আহমদ (৯)।

স্থানীয় বাসিন্দা মো: সাহেদ মিয়া জানান, রাবার বাগানের ভেতরে ঘাগরাছড়া টিলায় ওই তিন শিশু পাখির বাসা দেখতে পেয়ে টিলার গর্তে ঢোকে। সেখানে ঢোকা মাত্রই মাটি ধসে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। সাথে সাথে এলাকাবাসী তাদেরকে উদ্ধার করে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন।

৯ মের মধ্যে শেষ হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধ!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর হামলায় ইউক্রেনের মারিউপোলসহ বেশ কিছু এলাকা প্রায় ধ্বংসস্তূপ। লাশ দেওয়া হচ্ছে মাটিচাপা। রাজধানী কিয়েভকে ঘিরে রুশ বাহিনীর গোলাবর্ষণ চলছে। তবে দেশটির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি পুতিনের বাহিনী। এর মধ্যেই ইউক্রেনের সেনারা দাবি করে বসলেন, ৯ মের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে চায় মস্কো।

ইউক্রেনের কিয়েভ ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল অব স্টাফের কাছে তথ্য রয়েছে, রাশিয়ান সেনাদের নাকি বলা হয়েছে, যে করে হোক ৯ মের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করতে হবে।

আগামী অভিযানে ইতি টানতে পারেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেন সেনার একটি সূত্র উদ্ধৃত করে গত শুক্রবার এমন দাবি করেছে 'দ্য কিভ ইন্ডিপেনডেন্ট'। পত্রিকার টুইটার পেজে সেটি শেয়ার করা হয়েছে।

প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি বাহিনী জার্মানির চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ১৯৪৫ সালের ৯ মে সরকারিভাবে সামরিক অভিযানে ইতি টেনেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জোশেফ স্তালিন। রাশিয়া এখনো ৯ মে উৎসব পালন করে। পুতিন এবার তাই স্তালিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন বলেই মনে করছেন ইউক্রেনের সেনারা।

শিশুর কিডনি রোগের

(শেষের পাতার পর)

কারণেও শিশুদের কিডনি সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই শিশুর কিডনির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

রক্তের মধ্যে জমে থাকা দূষিত পদার্থ বের করা ও প্রয়োজনীয় পদার্থ ধরে রাখা; শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা; বিভিন্ন হরমোন তৈরি করা ও তৈরিতে সাহায্য করা; রক্তের কণিকা তৈরিতে সাহায্য ও শরীরের হাড়কে সুস্থ রাখা ইত্যাদি কাজ করে কিডনি। প্রতিটি কাজই মানব শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিডনি সুস্থ না থাকলে এসব কাজে বিঘ্ন ঘটে ও শারীরিক বিপর্যয় দেখা দেয়। বিশেষ করে শিশুদের ঝুঁকি বেশি।

শিশুদের কিডনি সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন এভারকেয়ার হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক্স অ্যান্ড নিউনেটোলজি ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং কো-অর্ডিনেটর ডা. সাবিনা সুলতানা।

শিশুর কিডনি রোগের লক্ষণ

ঘন ঘন প্রস্রাব করা, প্রস্রাবে ইনফেকশন হওয়া; ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করা, বিছানায় প্রস্রাব করা (৬ বছরের অধিক বয়সে), প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া, প্রস্রাবের সময় তলপেট/কোমর ব্যথা করা, শরীরে পানি আসা/ফুলে যাওয়া, প্রস্রাব কমে যাওয়া, কিডনিতে পানি জমা হওয়া, কিডনি ছোট-বড় হওয়া, উচ্চরক্তচাপ দেখা দেওয়া, কিডনিতে জন্মগত ত্রুটি থাকা- এসব লক্ষণ দেখা গেলে, পরিবারের কারও কিডনি রোগ থাকলে, শিশু সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করলে, জন্মের পর শিশুর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম হলে দেরি না করে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে।

শিশু যদি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা সিকেডিতে আক্রান্ত হয়, কিডনি পুরোপুরি অক্ষম হয়, ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয় তবে চিন্তার কিছু নেই। দেশেই এখন কিডনি রোগের সুচিকিৎসা সম্ভব। এছাড়া নিয়মিত ফলো-আপ, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে দীর্ঘদিন সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব।

শিশুর জন্মগত কিডনি রোগ আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে ধরা পড়ে। মূত্রনালি ও মূত্রাশয়ের গঠনগত সমস্যা; মূত্রপথের ভাল্বের কার্যক্রমে বাঁধা; কিডনি থাকা না থাকা; বিভিন্ন আকারে অর্থাৎ ছোট-বড় থাকা; ঠিক জায়গা মতো না থাকা; কিডনি ফোলা থাকা ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়।

শিশুর মূত্রনালির সংক্রমণ (ইউটিআই) শিশুদের অন্যতম প্রধান একটি রোগ। অনেক ক্ষেত্রেই এ রোগের সঠিক নির্ণয় ও চিকিৎসা নিয়ে অবহেলা করা হয়। ফলে বার বার সংক্রমণের দরুন শিশুর কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে উচ্চরক্তচাপের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসার অভাবেই শিশুদের কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

এসব বিষয়ে অভিভাবকদের বেশি সচেতন থাকতে হবে। শিশুদের প্রস্রাবের সংক্রমণ অবহেলা না করে সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণে কিডনির রোগ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ইমিগ্রেশনে গতি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ

(শেষের পাতার পর)

ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ইমিগ্র্যাশন কোর্টে জমে থাকা মামলা সমূহে গতি আনাই এর অন্যতম লক্ষ। গত ২৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্র ইমিগ্র্যাশনের জট কাটাতে এমন সিদ্ধান্ত এর আগে কখনো নেয়া হয়নি। নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ইমিগ্র্যাশন জাজের পরিবর্তে একজন ইমিগ্র্যাশন অফিসারই আবেদনকারীর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এর ফলে এখন যে সিদ্ধান্ত নিতে পাঁচ বছর সময় লাগে সেখানে ৬ মাসেই সেই সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে। এছাড়া যে সব এসাইলাম আবেদকারী বিভিন্নভাবে আটকা আছেন তাদের মুক্তি দেয়া হবে প্যারোলে।

যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রতিদিন প্রায় ১৩ হাজার মানুষ রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। গত ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ইমিগ্র্যাশন কোর্টে ৬ লাখ ৭০ হাজার মামলা ঝুলে আছে বছরের পর বছর থেকে। রিস্টোর হিউমিনিটি নামের এই কর্মসূচীর মাধ্যমে বাইডেন প্রশাসন ট্রাম্পের ৪ বছরের ইমিগ্র্যাশন বিরোধী নীতির ইতি ঘটাতেই নিয়েছে এই উদ্যোগ। এমন এক সময় এই ইমিগ্রেশান নীতি গ্রহণ করা হলো যখন সীমান্ত কর্মকর্তারা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রমকারী রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসীকে পরিচালনা করছেন। সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলবিদ ও অভিবাসন প্রয়োগকারী তথ্য বিশ্লেষক অস্টিন সি কোচার বলেন, 'দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এটি আস্যাইলাম ব্যবস্থায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কারগুলির মধ্যে একটি হতে পারে। এ্যসাইলাম সুযোগকে সীমিত করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টার পূর্বের অবস্থার বাইরে গিয়ে এই নীতি প্রকৃতপক্ষে অর্থবহ কাঠামোগত সংস্কার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।'



বাংলাদেশের মেয়ে হলিউডে

(প্রথম পাতার পর)

ক্রিস মিলার, পিটার রামজি, রোডনি রথম্যান। এই ছবির কেউ প্রযোজক, কেউ পরিচালক। একসঙ্গে তাঁদের দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল আফসারা আলভীর। এ-ও সত্যি! স্পাইডার-ম্যানের পাঁড় ভক্তের সামনে স্বয়ং নির্মাতারা হাজির! হ্যালুসিনেশন না তো? নিজের গায়ে চিমটি কাটেন আলভী। না স্বপ্ন নয়, সবই বাস্তব।

'সনি পিকচার্সে আমার ইন্টার্নশিপ শুরু হওয়ার আগে 'স্পাইডার-ম্যান: ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স' ছবিটা ব্যাক টু ব্যাক দেখেছি তিনবার। কিন্তু কখনো কল্পনা করিনি, এই ছবির লেখক ও পরিচালকের সঙ্গে আমার দেখা হবে। সনিতে একটা ঐতিহ্য আছে। কোনো ছবি বক্স অফিসে অনেক ভালো করলে, অস্কার পেলে, তারা সেটা সব অফিস কর্মীর সঙ্গে উদ্যাপন করে,' বলছিলেন আলভী, কণ্ঠে তাঁর উচ্ছ্বাস।

একটু প্রশ্ন জাগে। কে এই আফসারা আলভী? বিদেশে, বিশেষ করে হলিউডেও নিজেদের মেলে ধরার চেষ্টা করছেন এ দেশেরই কিছু তরুণ। কেউ পরিচালনায়, কেউ ভিএফএক্স, কেউ সম্পাদনায়, কেউ প্রোডাকশনে। তাঁদের মধ্যে ওয়াহিদ ইবনে রেজার কথা বলা যায়। তাঁর সূত্র ধরেই মেলে আলভীর খোঁজ।

যুক্তরাষ্ট্রে আফসারা আলভীর সঙ্গে যোগাযোগে সঙ্গী হোয়াটসঅ্যাপ। কথা ছিল খুব অল্প সময় আলাপ হবে কিন্তু তা গড়িয়ে যায় কয়েক দিনে। উঠে আসে বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে হলিউডে তাঁর কাজ আর স্বপ্নের নানা কথা।

এমারসন কলেজ থেকে মিডিয়া আর্টস প্রোডাকশনে লেখাপড়া করা আলভী ইন্টার্নি শুরু করেছিলেন বিখ্যাত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সনি পিকচার্সে। কাজের শুরুটা এত বড় প্রতিষ্ঠানে হওয়ায় স্বপ্নটাও আকাশসমান বড় হয়ে যায় তাঁরর। একে একে কাজ করেছেন 'ফাদারহুড' আর 'মরবিয়াস' ছবিতে। এখন করছেন স্টারওয়ার্সের সিরিজ ওবি ওয়ান কেনবিতে। আলভী কাজ করেন পোস্ট প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। কোথায় বোনা ছিল চলচ্চিত্রের বীজ? আফসারা আলভীর বক্তব্য, 'আমার মা-বাবা সিনেমার প্রতি আমার ভালোবাসাটা তৈরি করে দিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই মা পাশে বসিয়ে সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখাতেন। গল্প বলতেন চলচ্চিত্র নিয়ে। সিনেমা হলে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছেন 'শ্রাবণ মেঘের দিন', 'দুই দুয়ারী'র মতো ছবি। মায়ের সঙ্গে বসে দেখেছি তারেক মাসুদের রানওয়ে ছবিটি। তাই ভালোবাসাটা অনেক আগেই জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু প্যাশন যে প্রফেশনে বদলে যাবে, এটা ভাবিনি আগে।'

ক্লাস সেভেনে তখন, স্পাইডার-ম্যান-এর ছবি দেখে একেবারে মুগ্ধ আলভী। তখন থেকে সনি, মার্ভেল আর ডিজনির পাঁড় ভক্ত তিনি। শৈশবটা কেটেছে দুরন্তপনায়। যেখানে যেতেন, কোনো না কোনো ঝামেলা বাধিয়ে আসতেন। ছোটবেলায় ছিলেন কার্টুন আর অ্যানিমেশনের পোকা। স্বভাবতই শৈশবে পড়ালেখার দিকেই মনোযোগ দিতে চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু আলভির সৃজনশীলতা আর পড়ালেখা চলছিল সমান্তরালে। আলভি স্মৃতিচারণা করেন এইচএসসির সময়কার। 'এইচএসসির ফলাফলের দিন দরজা বন্ধ করে বসে আছি। ভাবছি পাস করব না ফেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখি মুঠোফোনে টেক্ট আসে, "তোমার লেখাটা অনেক সুন্দর হয়েছে।" অনেকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমার একটা ছোট লেখা ছাপা হয়েছিল প্রথম আলোর নারীমঞ্চ পাতায়। সেটা নিয়েই সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ওদিকে রেজাল্ট পাইনি। কী করব। বের হয়ে মাকে বলব? কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।'

সৃজনশীলতার জন্য সেই অভিনন্দন আলভীকে একদিন সনি পিকচার্সের অফিসে নিয়ে ফেলবে, কে জানত! কাজ করে যাচ্ছেন হরদম। স্বপ্ন একদিন মস্ত সম্পাদক হবেন। স্পাইডার-ম্যান-সিরিজের ছবি সম্পাদনা করবেন আলভী। কাজের বাইরে টুকটাক লেখালেখি চলে। পকেটে একটা স্কেচবুক আর নোটবুক থাকে সব সময়। সময় পেলেই তাতে চলে আঁকিবুঁকি। ছুটিতে হাইকিং আর ঘুরতে যাওয়াই শখ।

খুলনায় জন্ম আফসারা আলভীর শৈশব কেটেছে নানুবাড়িতে। তারপর ২০১৩ সালে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। শৈশবে খুলনার স্মৃতি আলভীকে যেমন সুখী করে, তেমনি দুঃখও দেয়। খুলনার পানিবন্দী মানুষের জন্য কাজ করছেন আলভী। উপকূল এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে নিজে গড়েছেন কান্ডারি নামে একটি সংগঠন। এখানে তরুণেরা কাজ করছেন শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে। আলভীর স্বপ্ন, তরুণেরাই একদিন কান্ডারি হবেন, হোক তা সমাজের কিংবা চলচ্চিত্রের।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

হিলারির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের

(শেষের পাতার পর)

নির্বাচনের সময় রাশিয়া কানেকশনের অভিযোগ তুলে নির্বাচনে জালিয়াতি করার চেষ্টা করেছিলেন। এতে ট্রাম্প এন্তার অভিযোগ করেছেন, যার কোন ভিত্তি নেই। তিনি ২০১৬ সালের নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনকে হারানোর পর ক্ষমতায় থাকার সময় ঘন ঘন যেসব অভিযোগ করেছেন, মামলার অভিযোগে তার-ই পুনরাবৃত্তি করেছেন। বলেছেন গত নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতি করে ক্ষমতায় এসেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ফ্লোরিডায় ফেডারেল আদালতে ১০৮ পৃষ্ঠার মামলায় ট্রাম্প বলেছেন, ডেমোক্রেটিক উল্লেখিত ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনেছিল। মামলায় ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে আবেদন করা হয়েছে। এই ক্ষতির পরিমাণ হতে পারে ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার।





দিলারা হাশেমের জন্য একুশে ও স্বাধীনতার সম্মাননা অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিলো

দিলারা হাশেম একজন কথা সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী, নিউজকাস্টার ও অংকন শিল্পী ছিলেন সেই ষাট দশক থেকে। সত্যজিৎ রায়ের মতো কিংবদন্তী তাঁর সিনেমায় অভিনয় করার অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অপারগতা জানিয়েছিলেন । ১৯ মার্চ এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনাবসানে দেশে এবং প্রবাসে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মতো এই বিশাল মানুষটি ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমী পাওয়ার পর এ পর্যন্ত একুশে ও স্বাধীনতা পদক লাভ করেননি বলে অনেকেই অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দুতাবাস থেকে কেউ শোক জানাতে জাননি বলেও অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন ।

শুক্রবার ২৫ মার্চ নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন মিলনায়তনে আয়োজিত হয় 'স্মৃতিতে অমর দিলারা হাশেম' শীর্ষক বিশেষ অনুস্ঠান। আয়োজন করে সাউথ এশিয়ান রাইটার্স এন্ড জার্নালিস্টস ফোরাম। শুরুতে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন দু'জন কিংবদন্তী বেতার ও টিভি ব্যক্তিত্ব ইকবাল বাহার চৌধুরী ও রোকেয়া হায়দার। ইচ্ছে থাকলেও শারিরীক কারনে শেষ মুহুর্তে বক্তব্য রাখতে পারেননি আরেক দু'জন কিংবদন্তী মাসুমা খাতুন ও সরকার কবীরুদ্দিন ।

নিউ ইয়র্কের অনেক বিশিস্টজন , সাংবাদিক , লেখক ও মুলধারার রাজনীতিবিদ দিলারা হাশেমের বিশেষ প্রয়ানে শ্রদ্ধানজলী জানাতে এই অনুস্ঠানে আসেন। শিল্পী রুপা চৌধুরী 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রানে' গানটি গেয়ে প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং ২৬ মার্চের সম্মানে একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। চার দশকের তাঁর অত্যন্ত স্নেহধন্য ও ঘনিস্ঠ সাংবাদিক লেখক আকবর হায়দার কিরন এই বিশেষ অনুস্ঠানের অন্যতম আয়োজক ও উপস্থাপক । দিলারা হাশেমের কথা বলতে গিয়ে বারবার অশ্রুভারাক্রান্ত হয়েছেন তিনি। পেলা অগাস্টে তাঁর জন্মদিনে টেলিফোনে শেষ কথা হয় ও সাক্ষাতকার নেন জনাব কিরন। এর আগে তিনি ভিওএ'র ৭৫ বর্ষপুর্তি অনুস্ঠানে এবং চার বছর আগে ভার্জিনিয়ার ফোবানায় সাক্ষাতকারও নিয়েছিলেন তাঁর।

দিলারা হাশেমের স্মৃতিতে এই বিশেষ আয়োজনে তাঁর জীবনের দিক নিয়ে আলোচিত হয় বক্তারা।প্রবাসের সবচেয়ে বয়োজ্যেস্ঠ বিশিস্ট সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ তাঁর সাথে কতো স্মৃতিময় উল্লেখ করে বলেন, তাঁর জীবদ্দশায় একুশে ও স্বাধীনতা পেলে আমরাও কিযে খুশী হতাম। নিউ ইয়র্কের বই মেলা ও আন্তর্জাতিক বাংলা উত্সবে তাঁর বহুবার যোগদান এবং সম্মাননা পাওয়া অত্যন্ত স্মৃতিময় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে দিলারা হাশেম ও রোকেয়া হায়দার বইমেলায় একসাথে আসা সবার কাছে যেন বিশেষ আকর্ষন । দিলারা হাশেমের জীবন নিয়ে আলোকপাত করেন সাংবাদিক ও লেখক মিনহাজ আহমেদ।অনেকেই সরকারের প্রতি দাবী জানান দিলারা হাসেমের মতো একজন বিশাল মানুষটির নামে যেন ঢাকায় একটি সড়ক নামকরন করা হয়।,

অনুস্ঠানের অন্যান্যের ভেতর বক্তব্য রাখেন মুলধারার ডেমোক্রেট নেতা মোর্শেদ আলম, লেখক সাইদ তারেক, সিনিয়র সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ, দেশ পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান, উদিচীর নেতা এম ই চৌধুরী শামীম, টিভি ব্যক্তিত্ব হাসানুজ্জামান সাকি, সংস্কৃতিজন গোপাল সান্যাল ও রিমন ইসলাম। অনুস্ঠানে আরও উপস্থিতদের ভেতর রয়েছেন সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, ডিআরইউ'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মনওয়ারুল ইসলাম, লেখক শেলী জামান খান, লেখক সাংবাদিক মনিজা রহমান, শিল্পী জাহেদ শরীফ, সম্পাদক এমডি হামিদ, টিভি উপস্থাপক আইরিন রহমান, সাংবাদিক তফাজ্জল লিটন, বিশিস্ট ব্যাংকার রেশাদ খান, বাংলা টিভির মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

নিউইয়র্কে নির্মূল কমিটির 'গণহত্যা দিবস' পালন





নিউইয়র্কঃ ২৫ মার্চ, ১৯৭১। রাতের অন্ধকারে রচিত হয়েছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। বাঙালীর মুক্তিসংগ্রামের আন্দোলনকে শ্বাসরুদ্ধ করতে ঘুমন্ত নারী শিশুসহ নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীর উপর ঝাপিয়ে পরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের সেই অভিযানে ঢাকায় চালানো হয় গণহত্যা।

সেই কাল রাত্রিতে সংঘটিত গণহত্যায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যথাযথ মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালন করেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ২৫ মার্চের গণহত্যায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন ।

সংগঠনের সহসভাপতি অধ্যাপিকা নাজনীন সিমন-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়ার পরিচালনায় গণহত্যা দিবসের প্রদীপ প্রজ্বলনে বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সমবেত বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পরেন এবং অনেকে সেই ভয়াল ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় অবস্থানের কথা বর্ণনা করেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ২৫ মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস ঘোষণা দিয়ে বিশ্ববাসীকে গণহত্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানানো, গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া এবং বাংলাদেশে বাকি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

প্রদীপ প্রজ্বলনে উপস্থিত ছিলেন নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের উপদেষ্টা যথক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, কলামিস্ট শীতাংশু গুহ ও শহীদ সন্তান কবি হাসান আল আবদুল্লাহ, সংগঠনের সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে ফারুক হোসেন, মিজানুর রহমান চৌধুরী, রুহুল আমিন ভুঁইয়া, সাব্বির হোসেন মতি, কামরুল হাসান চৌধুরী, অভিনাশ দত্ত, ড. আব্দুল বাতেন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুজ্জামান সিকদার, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সদস্য জহুরুল ইসলাম, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহবায়ক তারিকুল হায়দার চৌধুরী, নির্মূল কমিটি নিউইয়র্কের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপন, মূলধারার রাজনীতিবিদ ডেমোক্র্যাট লিডার এলভাট ভালেডো, সামিউর হাসান, সামিয়া জামান প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





উৎসব গ্রুপের নতুন প্রতিষ্ঠান
'ম্যানেজোলজি হোল্ডিংস'

(শেষের পাতার পর)

হোল্ডিংস'। এটি হবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বহুমাত্রিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান। যার মাধ্যমে প্রবাসীরা তাদেও নিজস্ব জমি, ফ্ল্যাট প্রবাসে বসেই ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া প্রদান করতে পারবেন। মঙ্গলবার (১৫ মার্চ) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। খবর ইউএনএ'র।

সংবাদ সম্মেলনে 'ম্যানেজোলজি হোল্ডিংস' সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন উৎসব গ্রুপের সিইও রায়হান জামান। শারমিনা সিরাজ সোনিয়ার উপস্থাপনায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদেও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উৎসব গ্রুপের মার্কেটিং প্রধান সৈয়দ আল আমীন রাসেল ও রিলেশনশীপ ম্যানেজার তানজিলা রহমান তন্নি।

সংবাদ সম্মেলনে রায়হান জামান বলেন, ম্যানেজোলজি হোল্ডিংস প্রবাসী বাঙালীদের জন্য সর্বোত্তম সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রবাসীদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেয়া, ট্যাক্স প্রদান, ইন্টেরিয়র, সংরক্ষণ প্রভৃতি সেবামূলক কাজগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালনা করবে। এই সেবায় থাকবে আধুনিক পোর্টাল সুবিধাও। যাতে প্রবাসীরা ঘরে বসেই অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন লেনদেন করতে পারবেন এবং জানতে পারবেন।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে রায়হান জামান বলেন, বাংলাদেশ সরকারের আইন-কানুন মেনেই আমরা আমাদের ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার চেষ্টা করবো।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিগত কয়েক বছর নানাভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত ছাড়াও কোম্পানীর উদ্যোগে গবেষণার মাধ্যমে সম্ভাব্য উদ্ভূত সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়টিও আমাদের মাথায় রয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তওে বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্বস্থতার সাথে উৎসব গ্রুপ বিভিন্ন প্রজেক্টেও মাধ্যমে মানুষের মাঝে যে বিশ্বাস অর্জন করেছে তারই আলোকে আমরা আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখবো।

সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ আল আমীন রাসেল ও তানজিলা রহমান তন্নি সাংবাদিকদেও বিভিন্ন প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেন।

হাসপাতালে পরীমনি

(শেষের পাতার পর)

রোববার (২৭ মার্চ) পরীমনি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ওই পোস্টে পরী হাসপাতালে চিকিৎসারত নিজের হাতের একটি ছবি প্রকাশ করেন। যাতে দেখা যায়- তার হাতে স্যালাইন লাগানো। জরুরি চিকিৎসায় তার শরীরে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। ছবির ক্যাপশনে নায়িকা লেখেন- 'একটি দুর্ঘটনা'। এছাড়া জানান, তিনি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

পরীমনি কীভাবে আহত হয়েছেন? সেটার বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি। গত ১১ মার্চ মুক্তি পেয়েছে পরীমনি ও শরিফুল রাজ অভিনীত সিনেমা 'গুণিন'। এ সিনেমার কাজ করতে গিয়েই তারা একে-অপরের প্রেমে পড়েন এবং ২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর বিয়ে করে ঘর বাঁধেন। পরীমনি এখন অন্তঃসত্ত্বা। প্রথমবারের মতো সন্তানের মুখ দেখার অপেক্ষায় আছেন তিনি।



স্ত্রী নিনি ওয়াহিদ এবং মেয়ে সেমন্তীর সাথে মোহাম্মদ ওয়াহিদুল করীম বাবুল। ছবি -ফ্যামিলি ফটো।

ওয়াহিদুল করীম বাবুলের ইন্তেকাল

(শেষের পাতার পর)

করীম বাবুল (৭৫) ইন্তেকাল করেছেন। রোববার (২৭ মার্চ) বেলা ১টার দিকে তিনি জ্যামাইকা হাসপাতালে চি-কিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তিনি ১৯৯০ সাল থেকে নিউইয়র্ক সিটির এষ্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউতে অবস্থিত ওয়াশিংটন টাওয়ারের বাসিন্দা ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করছিলেন। একটানা কয়েক মাস হাসপাতালে ছিলেন। মরহুম বাবুল তার স্ত্রী বিশিষ্ট সাংবাদিক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা নাসিমুন নাহার নিনি (নিনি ওয়াহেদ) ও একমাত্র কন্যা সন্তান সেমন্তি ওয়াহেদকে রেখে গেছেন। মরহুমের নামাজে জানাজা আজ সোমবার বাদ মাগরিব এস্টোরিয়াস্থ আল আমীন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। এবং পরদিন মঙ্গলবার সকালে ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হবে বলে মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

শোক প্রকাশ: প্রবীণ সাংবাদিক নাসিমুন নাহার নিনি এর স্বামী বাবুল ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা মনজুর আহমদ, মঈনুদ্দীন নাসের ও আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি শেক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক সহ সভাপতি তাসের মাহমুদ, সাংবাদিক হাবিব রহমান, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ পৃথক পৃথক শোক বার্তায় সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International



Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates · ETIHAD AIRWAYS · SAUDIA · QATAR AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA



ওয়াহিদুল করীম বাবুলের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবীণ প্রবাসী, বাংলাদেশের সাবেক ক্রীড়াবীদ ও ব্যাংকার ওয়াহিদুল (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

ফ্লোরিডাকে মনে হবে এক টুকরো বাংলাদেশ

আশরাফুল হাবিব মিহির: যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক ষ্টেটেরই রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা। কারো কাছে টেক্সাস ভালো লাগে, কারোর নিউইয়র্ক, কারোর(বাকি অংশ ৪১ পাতায়

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২৪



ধবধবে সাদা গরম ভাত, সাথে আপনার প্রিয় শাক ভাজি, প্রিয় ছোট মাছের চর্চ্চড়ি, প্রিয় সালাদ, প্রিয় টমেটো ভর্তা, মাছ ভর্তা, পাশে একজন দাঁড়িয়ে বারবার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

গ্রোসারীগুলোতে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি!

মুসলিম কমিউনিটিতে রোজার প্রস্তুতি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র রমজান সমাগত। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২ এপ্রিল শনিবার থেকে নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় রোজা শুরু হওয়ার কথা। ফলে মুসলিম কমিউনিটিতে চলছে রজমানের প্রস্তুতি। বিশেষ করে বিভিন্ন মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে রমাজান ক্যালেন্ডর, নিয়োগ করা হচ্ছে খতম তারাবীর নামাজের জন্য হাফেজ, চলছে তারাবীর নামাজ সহ ইফতার (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

এসাইলাম আবেদন দ্রুত নিস্পত্তির মাধ্যমে

ইমিগ্রেশনে গতি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের জমে থাকা আবেদনের স্তুপ কমাতে বাইডেন প্রশাসন নতুন একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এর ফলে বছরের পর বছর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অপেক্ষমান আবেদনকারীদের ব্যাপারে(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের তফসিল ঘোষণা

৫ জুন নির্বাচন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: উত্তর আমেরিকার বৃহত্তর আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর কার্যকরী কমিটি ২০২২-২০২৪-এর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত তফসিল মোতাবেক (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের মতো প্রবাসেরও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। দিবসটি পালন উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশন, নিউ-ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



ডাইভারসিটি প্লাজায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্যরা

উৎসব গ্রুপের নতুন প্রতিষ্ঠান

'ম্যানেজোলজি হোল্ডিংস'



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): উৎসব গ্রুপের নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করছে 'ম্যানেজোলজি (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

জ্যামাইকায় শাহ নাওয়াজের নির্বাচনী সভা



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ থেকে আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

মাহতাব খানের সমর্থনে জামাইকায় সভা অনুষ্ঠিত



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ থেকে ডেমোক্র্যাট দলীয় আগামী (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

ব্লাক লাইভস ম্যাটার বিক্ষোভ

এনওয়াইপিডি'র ১০৪ অফিসারের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২০ সালে ব্লাক লাইভস ম্যাটার বিক্ষোভের সময় নেয়া পদক্ষেপে ১০৪ জন এনওয়াইপিডি অফিসারের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণ পেয়েছে বেসামরিক অভিযোগ পর্যালোচনা বোর্ড। পুলিশ তদারকি সংস্থা, সিভিলিয়ান কমপ্লেইন রিভিউ বোর্ড বলছে বিক্ষোভের সময়(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হিলারির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মামলা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ মামলায় বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ডেমোক্র্যাট আরও কয়েকজনকে আসামী করা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, তারা গত ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়



অমুসলিম পিতার সঙ্গে মুসলিম সন্তানের আচরণ

মো. আবদুল মজিদ মোল্লা

ইবরাহিম (আ.) ছিলেন আল্লাহর একজন বিশিষ্ট নবী। তাঁকে 'খলিলুল্লাহ' (আল্লাহর বন্ধু) ও 'আবুল আম্বিয়া' (নবীদের পিতা) নামেও স্মরণ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

ডারবানে পাঁচ দিনই কর্তৃত্ব করতে চায় বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জয়, এর চাইতে মধুর অর্জন আর কী হতে পারে! বাংলাদেশ ক্রিকেট দল (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

হেলথ টিপস

শিশুর কিডনি রোগের লক্ষণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সুস্থতার জন্য কিডনির সুস্থতা জরুরি। শিশুদের অনেকেই এখন কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আবার যে কোনো গুরুতর অসুখ অথবা ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

হাসপাতালে পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা পরীমনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্লট/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is Independently owend and operated

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
Kuwait Airways
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
Authorized Agent of WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com